প্রথম প্রকাশিত

শ্লোক-রত্নাবলী

সহস্রাধিক সংস্কৃত-শ্লোক
সংগৃহীত
ও
সরল বাঙ্গালা-গদ্যে
অনূদিত

শ্রীদীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি

১৩২[illegible]

Calcutta.
Messrs. J. K. Sarma & Co.
33, Guru Prosad Chaudhuri Lane.

—প্রকাশক—
শ্রীঅমিতাভ সান্যাল
জে. কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং
৩৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

—প্রিণ্টার—
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস

—বী প্রেস—
৩৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা

তোমারই

নামাঙ্কিত করিয়া

মধুর স্মৃতির

এই

উৎসর্গ

“গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ—

প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা—

হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥”

নিবেদন

জীবনের শেষভাগে অনন্যকর্ম্মা হইয়া যথাসাধ্য সাহিত্যানুশীলনের মধ্যে, সরল অথচ মনোজ্ঞ সংস্কৃত-শ্লোক-নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ আমার একটী চিত্ত-বিনোদন কার্য্য ছিল। এই গ্রন্থখানি তাহারই ফল।

সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লোকের রত্নাকর। উহা হইতে কাব্যস্বাদ-বিশিষ্ট অথচ জ্ঞানগর্ভ বা আমোদ-জনক, সুরচিত অথচ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ,—এইরূপ কিঞ্চিদধিক সহস্র-শ্লোক-সংগ্রহ এবং প্রত্যেক শ্লোকের নীচে সরল বাঙ্গালায় উহার ভাবানুবাদ, করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ও পুরাণাদি এবং পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, চাণক্য প্রভৃতি নানাস্থল হইতে প্রাচীন ও আধুনিক নানাবিধ শ্লোক-সংবলিত এরূপ একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থের অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ই আমাকে এরূপ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। সংস্কৃত-শ্লোকের প্রতি অনুরাগ-শীল এবং কিঞ্চিৎ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদিগের কাছে এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি আদর পাইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়; আর যাঁহারা সংস্কৃত একেবারেই জানেন না, তাঁহারাও শ্লোকগুলির ভাবানুবাদ পড়িয়া সংস্কৃত-কবিতার অনুপম প্রকাশ-ভঙ্গি, সূক্ষ্ম মর্ম্ম-নির্দ্দেশ, ও অপূর্ব্ব রস-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট-ভাগে কিঞ্চিদধিক দুইশত সুপ্রসিদ্ধ খণ্ডিতাংশ ও প্রবচন একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর ক্রমে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এগুলিও অনেকের উপকারে আসিতে পারে।

এইরূপ নানা-বিষয়িণী শ্লোক-মালার সূচী করা দুরূহ। যে-সব শ্লোকের বিশিষ্ট অংশ সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবচনবৎ সুপ্রচলিত, সেই-সব শ্লোকের সূচীতে সেই-সব অংশ এবং অন্যান্য শ্লোকের সূচীতে তাহাদের প্রত্যেকের মর্ম্ম নির্দ্দেশক অংশ অবলম্বন করিয়া এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানির সূচী করিয়াছি।

অবশেষে আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি,—গ্রন্থখানির মুদ্রণ-কালে কৃষ্ণনগর-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক কল্যাণীয় Dr. সুখেন্দুকুমার দাস, M. A. (Cal), Ph.D (Lond) আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া এবং পরে আশাতীত-প্রশস্তি-বাচক একটী ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানিকে গৌরব-মণ্ডিত এবং আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইতি

কৃষ্ণনগর
পৌষ, ১৩৪০

শ্রীদীননাথ সান্যাল

Dr. শ্রীযুত সুধেন্দুকুমার দাস, M.A. (Cal) Ph.D. (Lond)-

লিখিত

ভূমিকা

এই "শ্লোক-রত্নাবলী" গ্রন্থখানির লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত দীননাথ সান্যাল মহাশয় বঙ্গবাণীর একজন প্রবীণ ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সেবক। অমর কবি মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাকার-রূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। সটীক বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, সীতা ও সরমা প্রভৃতি সুচিন্তিত গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহার বিশেষ দান। বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব পূরণ করিলেন। অনেক কাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও স্বর্গগত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় এই শ্রেণীর "সুভাষিত" শ্লোকের সংগ্রহগ্রন্থ পদ্যানুবাদ-সমেত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রদ্ধাস্পদ সান্যাল মহাশয় তাঁহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা-আবিষ্কৃত "মূর্খ শতক" পর্য্যন্ত বহুমূল্যবান্ সংস্কৃত-নিবন্ধ হইতে যে-সকল উপদেশ-বহুল ও মনোরম শ্লোকমালার সমাবেশ ও তাহাদের সরলার্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের ভিতর কি ভাবে বহুমুখী ভারতীয় মনীষার (Indian Wisdom) বিকাশ হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট আভাষ সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও সহজ লভ্য করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রণেতার অনুবাদের একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি শ্লোকগুলিকে ভাষান্তরিত করিতে গিয়া কেবল আক্ষরিকার্থের প্রতিই লক্ষ্য করেন নাই ;—প্রত্যেকটী শ্লোকের ভাবগত বৈচিত্র্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাব প্রতিও সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার অনুবাদে মূল শ্লোকের মাধুর্য্যও যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের সংগ্রহ-পদ্ধতিও বিশেষ প্রশংসনীয়। কেবল নীতি বা দার্শনিক তথ্য-মূলক শ্লোক সংগ্রহ না করিয়া, তিনি কবিত্বপূর্ণ সকল-প্রকার ভাব-ব্যঞ্জক সুরসাল শ্লোকই সযত্নে চয়ন করিয়া গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে "শ্লোক-রত্নাবলী" বাংলা সাহিত্যরসিক পাঠক-সাধারণের নিকটে, ইংরেজী ভাষায় যেমন "One Thousand and one gems of English Poetry," সেই রকম বাংলা ভাষাতেও একখানি অতীব উপাদেয় কাব্য-সংগ্রহাত্মক Book of Reference রূপে বিশেষ সমাদরের যোগ্য হইয়া থাকিবে, এইরূপ আশা করা যায়।

গ্রন্থশেষে যে "পরিশিষ্ট" সংযোজিত করা হইয়াছে, তাহারও প্রণালীর অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে-সকল উপদেশবহুল খণ্ডিত-শ্লোক সর্ব্বদা লোকমুখে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়, তাহাদিগকে এই পরিশিষ্টে অকারাদিক্রমে সন্নিবিষ্ট করাতে গ্রন্থখানির গৌরব যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থকর্ত্তা সূচীপত্রেও গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ না করিয়া সূচীপত্র যাহাতে সমগ্র শ্লোকের প্রাণস্বরূপ ভাববস্তুটীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া পাঠকের চিত্তে কৌতূহলোদ্রেক করিয়া দেয়, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

আশা করি, পাঠকবর্গ এই গ্রন্থখানির পরিশীলন করিয়া বিপুল সংস্কৃত-

সাহিত্য-ভাণ্ডারের **সমুজ্জ্বল** রত্নরাজীর সহিত সহজে পরিচিত হইয়া আপনা-দিগকে সমধিক **লাভবান মনে** করিবেন ; এবং প্রার্থনা করি, প্রবীণ গ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ সান্যাল **মহাশয়** যেন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য-রত্নাকর হইতে আরও **রত্নরাজী** উদ্ধার করিয়া বঙ্গবাণীর কম্রকণ্ঠে চারুহার বিলম্বিত করিয়া দিতে পারেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ
পৌষ—১৩৪০

ইতি—
শ্রীসুধেন্দু কুমার দাস

ভাব-সূচী

ভাব ও শ্লোক-সংখ্যা

ভাব-সূচী

শ্লোক-রত্নাবলী

গীতা

১। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহধারী আত্মার এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা, তেমনই দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থান্তর মাত্র; ধীর ব্যক্তি তাহাতে (দেহ-বিনাশে) মোহপ্রাপ্ত হয়েন না।

২। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

লোকে যেমন জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, তেমনই দেহধারী আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে।

৩। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

এই আত্মা অবিনাশী—শস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতে পারে না; জল উহাকে দ্রব করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক নীরস করিতে পারে না;—অর্থাৎ কোন-কিছু দ্বারাই আত্মার অবস্থান্তর ঘটে না।

৪। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥

এই অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য আত্মা নিত্য; নিত্য বলিয়া সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্থিতিশীল; স্থিতিশীল বলিয়া অবিকারী; এবং অবিকারী বলিয়া সনাতন।

৫। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

যখন প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃত মাত্রেরই জন্মও নিশ্চিত, তখন জন্মমৃত্যু-রূপ অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে, (হে অর্জ্জুন!) শোক করা উচিত নয়।

৬। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনি রুচ্যতে॥

দুঃখেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ-বিষয়েও যিনি তৃষ্ণাহীন, যিনি অনুরাগ-ভয়-ক্রোধ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—এইরূপ মুনিই স্থিতধী বলিয়া কথিত।

৭। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি বাহ্যভাবে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচার বলা যায়।

৮। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন-যেমন আচরণ করেন, জনসাধারণেও তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকে; তিনি যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া অবধারণ করেন, লোকে তাহাই অনুসরণ করে।

৯। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন প্রাণী-সকলের পক্ষে যাহা নিশা অর্থাৎ তাহারা যে বিষয় সম্বন্ধে নিদ্রিত, জ্ঞানী ব্যক্তি সে পক্ষে সজাগ; আর ঐ প্রাণীসকল যে পার্থিব ক্রিয়াদিতে সজাগ, মুণিগণের পক্ষে তাহাই নিশা অর্থাৎ মুণিগণ সে পক্ষে নিদ্রিত।

১০। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

যে কর্ম্মনিবিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানহীন, তাহার বুদ্ধিভেদ করিতে নাই; বরং জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত ভাবে ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবেন।

১১। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিকৃতগুণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ; স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল; কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

১২। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে অর্জ্জুন! যখন-যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি অর্থাৎ মায়াদেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করি।

১৩। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুগণকে রক্ষা ও দুর্ব্বৃত্তগণকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে-যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

১৪। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যে ব্যক্তি (সকাম বা নিষ্কাম) যে-ভাবেই হউক, আমার কাছে প্রপন্ন হয়, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত করি; কারণ, মনুষ্যেরা সর্ব্বথা (এমন কি, ইন্দ্রিয়-সেবা দ্বারাও) আমারই ভজন-মার্গ-অনুসরণ করিয়া থাকে।

১৫। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ,—কি বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কি গবাদি পশু (গো, হস্তী, কুক্কুর), কি ব্যাধ—সকলের প্রতিই সমদর্শী হইয়া থাকেন।

১৬। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মেই স্থিরবুদ্ধি ও অবিমূঢ়, তিনি প্রিয় পদার্থের প্রাপ্তিতেও উৎফুল্ল হয়েন না, অপ্রিয় সংঘটনেও উদ্বিগ্ন হয়েন না।

১৭। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যোগের দ্বারা সমাহিত-চিত্ত, (অতএব) সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী সর্ব্ব-ভূতমধ্যে নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্মায় সর্ব্বভূতকে দেখিয়া থাকেন।

১৮। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

হে ধনঞ্জয়! আমার অপেক্ষা কারণান্তর (এ জগতে) কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণের মত, এই জগৎ আমাতেই গ্রথিত।

১৯। রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

হে কৌন্তেয়! আমি জলীয় পদার্থে রস-তন্মাত্র; রবি-শশীর তেজ-তন্মাত্র; সর্ব্ববেদের সার ওঁকারও আমি; আকাশের শব্দ-তন্মাত্রও আমি, আমিই মানবের পৌরুষ-শক্তি!

২০। পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

আমি ক্ষিতিতে গন্ধ-তন্মাত্র, অগ্নিতে তেজ-তন্মাত্র; সর্ব্বভূতে প্রাণশক্তি আমি, এবং তপস্বীদিগের তপঃশক্তিও আমি।

২১। বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥

হে পার্থ! আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ অর্থাৎ নিত্য কারণ বলিয়া জানিবে;—বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও আমি, তেজস্বীর তেজও আমি।

২২। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥

হে অর্জ্জুন! আমাকে (ভগবান্‌কে) চারি প্রকার লোকে ভজনা করে,—বিপন্ন, জ্ঞানার্থী, ভোগার্থী ও তত্ত্বজ্ঞানী।

২৩। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, হোমাদি যাহা-কিছু অনুষ্ঠান কর, যাহা-কিছু দান কর, যাহা-কিছু তপস্যা কর, সে-সকলই (অর্থাৎ সকলের ফলাফলই) আমাতে অর্পণ করিও।

২৪। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা—
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেহ-মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন—বুঝিলাম, আপনিই মোক্ষকামীর জ্ঞাতব্য পরব্রহ্ম, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, অব্যয় সনাতন, সনাতন-ধর্ম্ম-পালক পুরুষ!

২৫। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম—
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

হে অনন্তরূপ! তুমি বিশ্বের মূল, তুমি জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, তুমি পরমাশ্রয়, তোমা দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

২৬। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

(ভগবদুক্তি)—প্রিয়-প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট হয়েন না, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে যিনি বিদ্বেষ করেন না, প্রিয়-বিয়োগে যিনি শোকে মুহ্যমান্ হয়েন না, অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছেন—এরূপ যিনি ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।

২৭। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ ॥

যিনি সর্ব্বত্র অর্থাৎ প্রাণী-মাত্রেই নিজের উপমায় সুখ বা দুঃখকে সমভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনিই পরম যোগী।

২৮। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে যিনি পরমাত্মাকে বিদ্যমান্ দেখেন, এমন কি, উহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাতে যিনি পরমাত্মার অবিনাশী সত্তা দেখেন, তিনিই সত্য দেখেন।

২৯। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিত—এই-সকল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টী পালন করাকে শারীর তপ বলে।

৩০। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

কাহারও দুঃখের কারণ না হয়; অথচ সত্য, প্রিয় এবং হিত,—এরূপ বাক্য-প্রয়োগ, এবং বেদাভ্যাস—ইহাই বাঙ্ময় তপ।

৩১। মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

অব্যাকুলতা, অক্রূরতা, বাক্-সংযম, বহির্বিষয় হইতে মনোবৃত্তির নিরোধ, ও ভাবশুদ্ধি—ইহাই মানস-তপ।

৩২। দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

দান করা কর্ত্তব্য, কেবল এই ভাবিয়া প্রত্যুপকারে অসমর্থ জনে এবং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান বলিয়া সম্মত।

২

৩৩। যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির আশায় বা অন্য কোনরূপ ফল-কামনায়, মনঃ-ক্লেশের সহিত যাহা দান, তাহাই রাজস দান।

৩৪। অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥

দেশ-কাল-পাত্র বিচার না করিয়া, অসৎকারে ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তাহাই তামস দানের উদাহরণ।

৩৫। সর্ব্ব-ভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥

যে জ্ঞানের দ্বারা বিভক্ত-সর্ব্বভূত-মধ্যে এক অব্যয়, অবিভক্ত সত্ত্বার অস্তিত্ব ধারণা করা যায়, সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে (একাত্মবাদ)।

৩৬। পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্-পৃথক্ দেহে পৃথক্-পৃথক্ গুণ ও ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার উপলব্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান। (অনেকাত্মবাদ)

৩৭। যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥

যে জ্ঞান একই কার্য্যে পরিপূর্ণতা আরোপ করে, যে জ্ঞান যুক্তিহীন, যাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, এবং যাহা অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাই তামস জ্ঞানের উদাহরণ।

৩৮। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কাম-ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।

কাম, ক্রোধ ও লোভ—আত্ম-নাশক এই তিনটী রিপুকে দমন করাই শ্রেয়ঃ

৩৯। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বোধ হয়, এবং যে বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যাকার্য্যে ও ভয়াভয়ে বন্ধ ও মোক্ষ বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

৪০। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥

নিয়ত আসক্তিশূন্য হইয়া, অনুরাগ বা বিদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

৪১। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।

ফলপ্রাপ্তির আশায় যে কর্ম্ম করা হয় এবং তাহাও আবার অহং বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, এবং যাহা বহু-কষ্টসাধ্য, সেইরূপ কর্ম্মই রাজস কর্ম্মের উদাহরণ।

৪২। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥

পশ্চাৎ শুভাশুভ, শক্তি ও অর্থাদির ক্ষয়, প্রাণিহিংসা, সাহস,—এই সকল বিবেচনা না করিয়া, মোহবশতঃ যে কর্ম্মারম্ভ, তাহাই তামস।

৪৩। অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

অজ্ঞানাবৃতা যে বুদ্ধি দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, সর্ব্ববিধ জ্ঞেয় বিষয় বিপরীত-ভাবে প্রতিভাত হয়, সেই বুদ্ধি তামসী।

৪৪। যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।

যে সুখ অগ্রে (অর্থাৎ সাধন-কালে) বিষ-স্বরূপ, কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকর্ষে উদ্ভূত সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

৪৫। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি বর্ণের কর্ম্মসকল তাহাদের স্বভাবজ গুণ দ্বারা প্রবিভক্ত।

৪৬। শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শম, দম, তপ, শুচিতা, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল গুণ ব্রাহ্মণের স্বভাবজ।

৪৭। শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুশক্তিপ্রকটন-ক্ষমতা—এই গুণগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ।

৪৮। কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য—এই সকল কর্ম্ম বৈশ্যের, এবং সেবাত্মক কর্ম্ম শূদ্রের, স্বভাবজ-গুণজাত।

৪৯। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

স্ব-ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; কারণ, যে-কর্ম্ম স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা করিলে দোষ হয় না।

৫০। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম দোষাশ্রিত হইলেও ত্যাজ্য নহে; কারণ, অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, সকল কর্ম্মারম্ভই সেইরূপ দোষ-মিশ্রিত।

৫১। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

যিনি নিজের আত্মায় ব্রহ্মানুভব করিয়াছেন, সেই প্রসন্নাত্মা কোন বিষয়ে শোকও করেন না, কোনও বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; সর্ব্বভূতের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি;— এইরূপ ব্যক্তিই আমার প্রতি পরা ভক্তি লাভ করেন।

৫২। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তুমি আমারই শরণ লও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব; অতএব শোক করিও না।

৫৩। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

(কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের পরিশেষে সঞ্জোক্তি) যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, গাণ্ডীব-ধন্বা পার্থ যে পক্ষে ধনুর্ধর যোদ্ধা, সেই পাণ্ডব-পক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজ করিবে।

গীতা-মাহাত্ম্য

৫৪। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥

স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ-পদ্ম-বিনিসৃতা গীতা সুগীতা (অর্থাৎ মর্ম্মস্পর্শীভাবে পঠিতা) হওয়া কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে শাস্ত্র-বিস্তরের আলোচনার প্রয়োজন থাকে না।

৫৫। সর্ব্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতা-রূপক—উপনিষৎ-সকল গাভী-স্বরূপ, দোহন-দক্ষ গোপাল-নন্দন (শ্রীকৃষ্ণ) দোগ্ধা-স্বরূপ ; পার্থ বৎস-স্বরূপ, ধীমান্ লোক ভোক্তা-স্বরূপ এবং গীতা অমৃতোপম দুগ্ধস্বরূপ—এক কথায় গীতা সর্ব্বোপনিষদের সার।

৫৬। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥

যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, আমি সেই পরমানন্দ-মাধবকে বন্দনা করিতেছি।

৫৭। সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈবতৎ ॥

সাধু ব্যক্তির পক্ষে গীতা-রূপ জলে স্নান সংসার-মল-নাশন অর্থাৎ স্থায়িভাবে মনের পবিত্রতা-সম্পাদক; কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে ঐ কার্য্য হস্তিস্নানের মত অর্থাৎ স্নানান্তে পুনরায় যে সমল, সেই সমল!

পঞ্চতন্ত্র

৫৮। কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যা না সূতে ন দুগ্ধদা।
কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ভক্তিমান্॥

যে ধেনু (বৎস) প্রসব করে না, দুগ্ধও দেয় না, সে ধেনু দ্বারা কি কাজ হইতে পারে? (তেমনই) পুত্র জন্মিলেই বা কি, যদি সে বিদ্বান্ ও ভক্তিমান্ না হয়।

৫৯। অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং—
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চবিঘ্নাঃ,
যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ং—
হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥

শব্দশাস্ত্র দুস্তর; এ দিকে, আয়ুষ্কাল স্বল্প এবং বিঘ্নও বহু; (অতএব) যাহা সারভূত, তাহাই অনুবর্ত্তনীয়;—যেমন, হংস জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধই গ্রহণ করে।

৬০। নহি তদ্ বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যদর্থেন ন সিধ্যতি।
যত্নেন মতিমান্ তস্মাদর্থমেকং প্রসাধয়েৎ॥

অর্থ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, এমন কিছুই নাই; সেই জন্য বুদ্ধিমান্ লোক একমাত্র অর্থেরই সাধন করে।

৬১। যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

যাহার অর্থ আছে, তাহার মিত্র ও বান্ধব বহু; যাহার অর্থ আছে, সেই "পুরুষ" বলিয়া সংসারে গণ্য এবং যাহার অর্থ আছে, সেই "পণ্ডিত" বলিয়া মান্য হয়। (বিদ্রূপ-কটাক্ষ-পাত)

৬২। ইহ লোকে হি ধনিনাং পরোঽপি স্বজনায়তে।
স্বজনোঽপি দরিদ্রাণাং সর্ব্বদা দুর্জ্জনায়তে॥

এ সংসারে ধনীদিগের কাছে পরও আত্মীয় হয়; আর দরিদ্রদিগের আত্মীয়ও সর্ব্বদা দুর্জ্জনের মত ব্যবহার করে।

৬৩। পূজ্যতে যদপূজ্যোঽপি যদগম্যোঽপি গম্যতে।
✓ বন্দ্যতে যদবন্দ্যোঽপি স প্রভাবো ধনস্য চ॥

ধনের প্রভাবে অপূজ্য পূজ্য হয়, অগম্য গম্য হয়, এবং অবন্দনীয় বন্দনীয় হইয়া থাকে। (বিদ্রূপোক্তি)

৬৪। গতবয়সামপি পুংসাং যেষামর্থা ভবন্তি তে তরুণাঃ।
অর্থেন তু যে হীনা বৃদ্ধাস্তে যৌবনেঽপি স্যুঃ॥

যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা বৃদ্ধ হইলেও তরুণ; আর, যাহারা নির্ধন, তাহারা যৌবনেও বৃদ্ধ। (বিদ্রূপোক্তি)

৬৫। অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং—
সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি বনে বিসর্জিতঃ—
কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে বিনশ্যতি॥

নিজে অরক্ষিত হইলেও যে দৈব কর্তৃক রক্ষিত অর্থাৎ দৈব যাহার প্রতি অনুকূল, সে রক্ষা পায়; কিন্তু দৈব যাহার প্রতিকূল, সেই দৈবহত নিজে সুরক্ষিত হইলেও বিনষ্ট হইয়া থাকে;—অনাথ জন বনে পরিত্যক্ত হইয়াও বাঁচে; আর যত্ন সত্ত্বেও কেহ গৃহে থাকিয়াও প্রাণ হারায়।

৬৬। জাতস্য নদীতীরে তস্যাপি তৃণস্য জন্মসাফল্যম্।
যৎ সলিলমজ্জনাকুলজনহস্তালম্বনং ভবতি॥

নদীতীরে জাত তৃণেরও জন্ম সার্থক; কারণ, উহা জলে মজ্জমান্ জনের ব্যাকুল হস্তের অবলম্বন হইয়া থাকে।

৬৭। বচস্তত্র প্রযোক্তব্যং যত্রোক্তং লভতে ফলম্।
স্থায়ী ভবতি চাত্যন্তং রাগঃ শুক্লপটে যথা ॥

শুক্ল পটে রং যেমন অত্যন্ত স্থায়ী হয়, তেমনই যে স্থলে কথা সফলতা লাভ করে, সেইখানেই বাক্য-প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

৬৮। যো নাত্মজে ন চ গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে—
দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ বন্ধুবর্গে।
কিং তস্য জীবিত-ফলেন মনুষ্যলোকে—
কাকোঽপি জীবতি চিরায় বলিং চ ভুঙ্‌ক্তে ॥

যে ব্যক্তি কি নিজ পুত্রের প্রতি, কি গুরুর প্রতি, কি ভৃত্যবর্গের প্রতি কি দীনলোকের প্রতি, কি বন্ধুবর্গের প্রতি, দয়া না করে, তাহার বাঁচিয়া ফল কি ?—কাকেও ত চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, বলিও খায়।

৬৯। অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্যাৎ সেবতে যদি পার্থিবম্।
প্রধানোঽপ্যপ্রধানঃ স্যাদ্ যদি সেবাবিবর্জ্জিতঃ ॥

অপ্রধান যদি রাজসেবা করে, তবে সেও প্রধান বলিয়া গণ্য হয়; আর যে রাজসেবা বর্জ্জিত, সে প্রধান হইলেও অপ্রধান।

৭০। আসন্নমেব নৃপতির্ভজতে মনুষ্যং—
বিদ্যাবিহীনমকুলীনমসংস্কৃতং বা।
প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ—
যৎ পার্শ্বতো ভবতি তৎ পরিবেষ্টয়ন্তি॥

যে কাছে থাকে,—সে বিদ্যাবিহীনই হউক, অসদ্বংশজাত হউক, বা বর্ব্বরই হউক, রাজা তাহাকেই ভালবাসিয়া থাকেন; প্রায়ই দেখা যায়, ভূপতিরা, প্রমদা ও লতা, ইহারা নিকটস্থকেই পরিবেষ্টন করে।

৭১। দুরারাধ্যা হি রাজানঃ পর্ব্বতা ইব সর্ব্বদা।
ব্যালাকীর্ণাঃ সুবিষমাঃ কঠিনা দুষ্ট-সেবিতাঃ॥

রাজারা সর্ব্বদা পর্ব্বতের মতই দুরারাধ্য (দুরারোহ), সর্পাকীর্ণ, অসমতল, কঠিন এবং হিংস্র-সেবিত।

৭২। ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণঃ স্থিরো ভবেৎ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ষট্‌কর্ণং বর্জয়েৎ সুধীঃ॥

মন্ত্রণা ছয়-কান হইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে; চারি-কানে (অর্থাৎ) দুই জনের মধ্যে হইলেই স্থির থাকে; অতএব সুধীজনে সযত্নে (মন্ত্রণা-বিষয়ে) ছয়-কান বর্জ্জন করিয়া চলিবেন।

৭৩। পরীক্ষকা যত্র ন সন্তি দেশে—
নার্ঘন্তি রত্নানি সমুদ্রজানি।
আভীরদেশে কিল চন্দ্রকান্তং—
ত্রিভির্ব্বরাটৈর্ব্বিপণন্তি গোপাঃ ॥

যেখানে পরীক্ষক নাই, সেখানে সমুদ্র-জাত রত্নের মূল্য নাই ;—আভীর-দেশে গোপগণ চন্দ্রকান্তমণি তিনটী কড়ির মূল্যে বিক্রয় করে।

৭৪। সম্পদি যস্য ন হর্ষো বিপদি বিষাদো রণে ন ভীরুত্বম্।
তং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী সুতং বিরলম্ ॥

সম্পদে যাহার হর্ষ নাই, বিপদে যাহার বিষাদ নাই, রণে যাহার ভয় নাই, জননীর পক্ষে এমন ত্রিভুবন-তিলক পুত্র গর্ভে ধারণ বিরল।

৭৫। তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো—
মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্ব্বতঃ।
স্বভাব এবোন্নতচেতসাময়ং—
মহান্ মহৎস্বেব করোতি বিক্রমম্ ॥

প্রভঞ্জন অর্থাৎ প্রবল বায়ু তৃণ উৎপাটন করে না ; স্বল্পশক্তি লোকে মৃদুভাবাপন্ন লোকদিগকে সর্ব্বপ্রকার বশে রাখিয়া থাকে ; কিন্তু উন্নতমনা লোকের স্বভাবই এমন যে, মহান্ মহতেরই প্রতি বিক্রম প্রকাশ করে।

৭৬। অমৃতং শিশিরে বহ্নিরমৃতং প্রিয়দর্শনম্।
অমৃতং রাজসম্মানমমৃতং ক্ষীর-ভোজনম্॥

এই কয়টি অমৃত—শীতে বহ্নি, প্রিয়লোকের দর্শন, রাজ-সম্মান ও ক্ষীর-ভোজন।

৭৭। সর্পাণাঞ্চ খলানাঞ্চ পরদ্রব্যাপহারিণাম্।
অভিপ্রায়া ন সিধ্যন্তি তেনেদং বর্ত্ততে জগৎ॥

সর্প, খল ও চোর—ইহাদের অভিপ্রায় (অনেক সময়ে) সিদ্ধ হয় না বলিয়াই এ জগৎ রহিয়াছে।

৭৮। অর্থানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে।
আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থাঃ কষ্টসংশ্রয়াঃ॥

অর্থের উপার্জ্জনে দুঃখ, উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণে দুঃখ; আয়ে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ—এমন কষ্টাশ্রয় অর্থকে ধিক!

৭৯। পূর্ব্বে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥

পূর্ব্ব বয়সে যে শান্ত, সেই শান্ত বলিয়া আমার মনে হয়;—ধাতু ক্ষীণ হইলে শম কাহার না জন্মে!

৮০। আদৌ চিত্তে ততঃ কায়ে সতাং সংপদ্যতে জরা।
অসতাং তু পুনঃ কায়ে নৈব চিত্তে কদাচন॥

সৎ ব্যক্তিদিগের জরা হয় অগ্রে চিত্তে, তাহার পরে শরীরে; কিন্তু অসতের জরা শরীরেই হয়, চিত্তে কখনও হয় না।

৮১। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

সৎলোকের গৃহে অতিথি হইলে, অন্ততঃ চারিটী বিষয়ের অভাব হয় না—বসিবার জন্য তৃণাসন (কুশাসন), শয়নের জন্য ভূমি, পানের জন্য জল এবং মনস্তুষ্টির জন্য প্রিয়বাক্য। ("সূনৃত" বৈদিকশব্দ; অর্থ—প্রিয় বা সত্য। (এখানে প্রিয়বাক্য)

৮২। বৈকল্যং ধরণীপাতমযথোচিত-জল্পনম্।
সংনিপাতস্য চিহ্নানি মদ্যা সর্ব্বাণি দর্শয়েৎ॥

সন্নিপাতের যে সকল লক্ষণ, মদও সেই সব লক্ষণ দেখাইয়া থাকে, বাক্যের জড়তা, ভূমিতে পতন এবং অসংলগ্ন বাক্য-কথন।

৮৩। উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ সঃ সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥

উপকারীর প্রতি যে সাধু, তাহার সাধুত্বে প্রশংসা কি? অপকারীর প্রতি যে সাধু, সেই সাধু,—সৎলোকে ইহাই বলেন।

৮৪। অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

ইনি আমার আত্মীয় বা পর, লঘুচিত্ত লোকেরাই এইরূপ বিবেচনা করে; কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত, তাঁহাদের কাছে বিশ্বের সকল লোকই কুটুম্ব।

৮৫। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী—
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা—
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই আশ্রয় করেন; দৈবই দানকর্তা, একথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে; অতএব দৈব-নির্ভরতা-বুদ্ধির বিনাশ করিয়া আত্মশক্তি দ্বারা পৌরুষের প্রতিষ্ঠা কর; যত্ন যদি সফল না হয়, তাহাতেই বা দোষ কি?

৮৬। উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥

উদ্যোগের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হয়, মনোবাঞ্ছা দ্বারা নহে;—নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ (স্বেচ্ছায়) প্রবেশ করে না।

৮৭। উদ্যমেন বিনা রাজন্ ন সিদ্ধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরা ইতি জল্পন্তি যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবিষ্যতি ॥

উদ্যম বিনা মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় না ; যাহারা অলস লোক, তাহারাই ভাবে যে, যাহা হইবার, তাহাই হইবে।

৮৮। উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং—
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ—
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥

যে ব্যক্তি উৎসাহ-সম্পন্ন, অনলস, কার্য্যপ্রণালী বোধ যাহার আছে, যে ব্যসনাসক্ত নয়, যে ব্যক্তি বীরভাবাপন্ন, যে কৃতজ্ঞ, যাহার বন্ধুতা শিথিল নহে, দৃঢ়,—লক্ষ্মী বাস করিবার জন্য স্বয়ং তাহার কাছে গমন করেন।

৮৯। যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে।
তথোদ্যমপরিত্যক্তং ন ফলং কর্ম্মণঃ স্মৃতম্‌॥

যেমন এক হাতে তালি বাজে না, তেমনই উদ্যমহীন কর্ম্মের ফল হয় না— এইরূপই শুনা যায়।

৯০। পশ্য কর্ম্মবশাৎ প্রাপ্তং ভোজ্যকালেঽপি ভোজনম্‌।
হস্তোদ্যমং বিনা বক্ত্রে প্রবিশেন্ন কথঞ্চন॥

দেখ,—কর্ম্মবশে প্রাপ্ত ভোজন-দ্রব্য আহার-কালে হস্তের উদ্যম বিনা কোনরূপেই মুখে প্রবেশ করে না।

৯১। কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্‌।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্‌॥

সমর্থের পক্ষে কিছুই অতি ভার নয়; ব্যবসায়ীর পক্ষে কোন স্থানই দূর নয়; বিদ্বানের পক্ষে কোন দেশই বিদেশ নয়; আর প্রিয়বাদীর পক্ষে কেহই পর নয়।

৯২। নির্বিষেণাপি সর্পেণ কর্ত্তব্যা মহতী ফটা।
বিষং ভবতু মা ভূয়াৎ ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ॥

বিষও যদি না থাকে, তবু সর্পের পক্ষে মহতী ফণার আস্ফালন কর্ত্তব্য; কারণ, বিষ বেশী নাই থাকিল; গর্ব্বিত ফণাই যে শত্রুর পক্ষে ভয়ঙ্কর!

৯৩। যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্য্যা চ পরসঙ্গতা।
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ কথং স্যাত্তস্য নির্বৃতিঃ॥

নদীতীরে যাহার ক্ষেত্র, দুশ্চরিত্রা যাহার ভার্য্যা, আর সসর্প গৃহে যাহার বাস, তাহার শান্তি কোথায়?

৯৪। জাতমাত্রং ন যঃ শত্রুং রোগং চ প্রশমং নয়েৎ।
অতি পুষ্টাঙ্গ-যুক্তোঽপি স পশ্চাত্তেন হন্যতে॥

শত্রু আর রোগ, জাতমাত্রেই যদি প্রশমিত না হয়, তবে বিলক্ষণ শক্তিশালী হইলেও, তাহার দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৯৫। স্বভাবো নোপদেশেন শক্যতে কর্ত্তুমন্যথা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং পুনর্গচ্ছতি শীততাম্॥

স্বভাবই কর্ম্মের গতি ফিরাইতে সক্ষম, উপদেশ দ্বারা তাহা হয় না;— সুতপ্ত পানীয় পদার্থ (স্বভাব-বশতঃই) শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৯৬। যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং কুলম্।
তয়োর্মৈত্রী বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ॥

ধনে ও কুলে যাহারা সমান, তাহাদের মধ্যেই বন্ধুত্ব ও বিবাহ প্রশস্ত; পুষ্টাপুষ্টের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধ সুখের হয় না।

৯৭। মৃগা মৃগৈঃ সখ্যমনুব্রজন্তি—
গাবশ্চ গোভিস্তুরগাস্তুরঙ্গৈঃ।
মূর্খাশ্চ মূর্খৈঃ সুধিয়ঃ সুধীভিঃ—
সমানশীলাশ্চ সমানশীলৈঃ ॥

সমান-সমান চরিত্রের মধ্যেই সখ্য হইয়া থাকে; মৃগের সহিত মৃগের, গোরুর সহিত গোরুর, ঘোটকের সহিত ঘোটকের, মূর্খের সহিত মূর্খের এবং সুধীলোকের সহিত সুধীলোকের।

৯৮। গুণবত্তরপাত্রেণ ছাদ্যন্তে গুণিনাং গুণাঃ।
রাত্রৌ দীপশিখা-কান্তি র্ন ভানাবুদিতে সতি ॥

গুণীদিগের গুণ গুণবত্তর পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; রাত্রিকালে দীপশিখার যে কান্তি, সূর্য্যের উদয়ে তাহা আর থাকে না।

৯৯। অনাগত-বিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা।
দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে যদ্ভবিষ্যো বিনশ্যতি ॥ ৮

যাহা উপস্থিত হয় নাই, তাহার জন্য যে বিধান করিয়া রাখে; আর যে প্রত্যুৎপন্নমতি; এই দুই প্রকারের লোকে সুখলাভ করে; কিন্তু যখন হইবে, তখন দেখা যাইবে, এই ভাবিয়া যে বসিয়া থাকে, সে বিনষ্ট হয়।

১০০। পরদেশভয়াদ্ ভীতা বহুমায়া নপুংসকাঃ।
স্বদেশে নিধনং যান্তি কাকাঃ কাপুরুষা মৃগাঃ॥

অক্ষম ব্যক্তিরাই স্বদেশের মায়ায় বদ্ধ হইয়া বিদেশের ভয়ে ভীত হয়;—কাক, কাপুরুষ ও মৃগ, ইহারাই স্বদেশে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১০১। যস্যাস্তি সর্ব্বত্র গতিঃ স কস্মাৎ—
স্বদেশরাগেণ হি যাতি নাশম্।
তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ—
ক্ষারং জলং কাপুরুষা পিবন্তি॥

যাহার সর্ব্বত্র গতি, সে কেন স্বদেশের মায়ায় বিনষ্ট হইবে?—ইহা আমার পিতার কূপ, এই বলিয়া ক্ষার-জলপান করে কেবল কাপুরুষেরাই।

১০২। ন ভূ-প্রদানং ন সুবর্ণ-দানং—
ন গো-প্রদানং ন তথান্নদানম্।
যথা বদন্তীহ বুধাঃ প্রধানং—
সর্ব্বেষু দানেষ্বভয়-প্রদানম্॥

ভূমিদানই কি, সুবর্ণদানই কি, আর অন্নদানই কি, বিজ্ঞলোকেরা কহিয়া থাকেন—সকল প্রকার দানের মধ্যে অভয়-দানই শ্রেষ্ঠ।

১০৩। বহুনামপ্যসারাণাং সমবায়ো হি দুর্জ্জয়ঃ।
তৃণৈরাবেষ্ট্যতে রজ্জু র্যেন নাগোঽপি বদ্ধ্যতে॥

অসার হইলেও বহু অসার পদার্থের সমবায় দুর্জ্জয় হইয়া উঠে ;—তৃণের সমবায়ে যে রজ্জু, তাহা দ্বারা হস্তীকেও বাঁধা যায়।

১০৪। ত্যজদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুলের (বহুর) জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে, জনপদের জন্য গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে হয়।

১০৫। আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

আপদ নিবারণের জন্য ধন রক্ষা করিবে, ধনের দ্বারা দারা রক্ষা করিবে, এবং দারা ও ধন দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করিবে। (কূট রাজনীতি-প্রসঙ্গে মনু-বাক্য)

১০৬। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

ধর্ম্মবুদ্ধি সম্পন্নলোকেরা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ এবং সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন।

১০৭। অত্যাদরো ভবেৎ যত্র কার্য্যকারণ-বর্জ্জিতঃ।
তত্র শঙ্কা প্রকর্ত্তব্যা পরিণামে সুখাবহা॥

যেখানে কার্য্য-কারণ ব্যতীতও আদরের মাত্রা অধিক, সেখানে শঙ্কা করাই মঙ্গলকর।

১০৮। যস্য ন জ্ঞায়তে শীলং ন কুলং ন বিচেষ্টিতম্।
ন তেন সংগতিং কুর্য্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ॥

যাহার কুল, শীল ও কর্ম্ম জানা নাই, তাহার সঙ্গ করিতে নাই, বৃহস্পতি এইরূপ বলেন।

১০৯। আপৎকালে তু সংপ্রাপ্তে যন্মিত্রং মিত্রমেব তৎ।
বৃদ্ধিকালে তু সংপ্রাপ্তে দুর্জনোঽপি সুহৃদ্ ভবেৎ॥

আপৎ-কাল উপস্থিত হইলে, তখন যে ব্যক্তি মিত্রতা করে, সেই মিত্র; যখন উন্নতির সময় উপস্থিত হয়, তখন দুর্জনেও সুহৃদ্ হইয়া থাকে।

১১০। মহদ্ভিঃ স্পর্দ্ধমানস্য বিপদেব গরীয়সী।
দন্তভঙ্গোঽপি নাগানাং শ্লাঘ্যো গিরি-বিদারণে॥

স্পর্দ্ধাশীল মহৎলোকের বিপদও প্রশংসনীয়;—গিরি-বিদারণ-কার্য্যে দন্তভঙ্গও হস্তীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

১১১। উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্॥

মূর্খদিগের প্রতি উপদেশে তাহাদের মূর্খতার শান্তি না হইয়া বরং প্রকোপই হইয়া থাকে; দুগ্ধপানে সর্পদিগের কেবল বিষেরই বর্দ্ধন হয়।

১১২। অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতিঃ সিদ্ধমন্নং চ যোষিতঃ।
কিঞ্চিৎকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানি চ॥

মেঘের ছায়া, খলের প্রীতি, সিদ্ধ অন্ন, যোষিত, যৌবন ও ধন—ইহারা স্বল্পকালের জন্য উপভোগ্য মাত্র।

১১৩। যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি॥

যে ধ্রুব ত্যাগ করিয়া অধ্রুবের সেবা করে, তাহার পক্ষে ধ্রুব ত নষ্ট হইয়াছেই, অধ্রুবও নষ্টপ্রায়।

১১৪। দাতব্যং ভোক্তব্যং ধনবিষয়ে সঞ্চয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।
পশ্যেহ মধুকরীণাং সঞ্চিতার্থং হরন্ত্যন্যে॥

ধন দান করিবে ও ভোগ করিবে; সঞ্চয় করিবে না;—দেখ, মধুকরীদের সঞ্চিত মধু অন্যেই হরণ করিয়া থাকে।

১১৫। দানং ভোগো নাশস্ত্রিস্রো গতয়ঃ ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়া গতির্ভবতি ॥

ধনের তিন গতি,—দান, ভোগ ও নাশ ; যে দান না করে, ভোগও না করে, তাহার ধন তৃতীয়া গতি (অর্থাৎ নাশ) প্রাপ্ত হয়।

১১৬। অসতী ভবতি সলজ্জা ক্ষারং নীরং চ শীতলং ভবতি।
দম্ভী ভবতি বিবেকী প্রিয়বক্তা ভবতি ধূর্ত্তজনঃ ॥

(আত্ম-গোপন জগতের নিয়ম)—অসতী লজ্জাবতী, ক্ষার-জল শীতল, দম্ভী বিবেকী, ধূর্ত্তলোক প্রিয়বক্তা হইয়া থাকে।

১১৭। মৃত্যোর্বিভেষি কিং বাল ন স ভীতং বিমুঞ্চতি।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥

হে বালক! মৃত্যুকে ভয় করিতেছ কেন? ভীত হইলেও সে ছাড়ে না ; আজই হউক, শতাব্দ পরেই হউক, প্রাণীদিগের মৃত্যু ধ্রুব।

১১৮। সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা।
উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তময়ে তথা ॥

সম্পদেই হউক, আর বিপদেই হউক, মহতের একই ভাব ;—সূর্য্য উদয় কালেও যেমন রক্তবর্ণ, অস্তকালেও তেমনই রক্তবর্ণ।

১১৯। নহি ভবতি যন্ন ভাব্যং ভবতি চ ভাব্যং বিনাপি যত্নেন।
করতলগতমপি নশ্যতি যস্য হি ভবিতব্যতা নাস্তি ॥

যাহা হইবার নয়, তাহা হয় না; যাহা হইবার, তাহা যত্ন বিনাও হইয়া থাকে; যাহার যাহা পাইবার নহে, তাহা করতলগত হইলেও নষ্ট হয়।

১২০। রবি নিশাকরয়োর্গ্রহপীড়নং—
গজ-ভুজঙ্গ-বিহঙ্গম বন্ধনম্।
মতিমতাং চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং—
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ ॥ *

চন্দ্র, সূর্য্যও (রাহু) গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হয়; গজ, ভুজঙ্গম ও বিহঙ্গও বন্ধনে পড়ে; মতিমান ব্যক্তিও দরিদ্র হয়; অহো! বিধাতাই বলবান, ইহাই আমার মনে হয়।

১২১। বিশ্বাসঃ সম্পদাং মূলং তেন যূথপতির্গজঃ।
সিংহো মৃগাধিপত্যেঽপি ন মৃগৈঃ পরিবার্য্যতে ॥

বিশ্বাসই সম্পদের মূল; তাই গজ যূথ-পতি; সিংহ মৃগরাজ হইয়াও মৃগগণ দ্বারা সেবিত নহে।

---

* শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং—
গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতিমতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাং—
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ। (হিতোপদেশ)

১২২। অপি সম্পূর্ণতাযুক্তৈঃ কর্ত্তব্যাঃ সুহৃদো বুধৈঃ।
নদীশঃ পরিপূর্ণোঽপি চন্দ্রোদয়মপেক্ষতে॥

সম্পূর্ণতা-সম্পন্ন হইলেও বুধগণের সুহৃদ্ আবশ্যক; সমুদ্র স্বয়ং পরিপূর্ণ হইলেও (উচ্ছসিত হইতে) চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষা রাখে।

১২৩। সর্পাঃ পিবন্তি পবনং ন চ দুর্ব্বলাস্তে—
শুষ্কৈস্তৃণৈর্ব্বনগজা বলিনো ভবন্তি।
কন্দৈঃ ফলৈর্ম্মুনিবরা গময়ন্তি কালং—
সন্তোষ এব পুরুষস্য পরং নিধানম্॥

সর্পেরা বায়ু ভক্ষণ করে, তবু তাহারা দুর্ব্বল নয়; আরণ্য গজেরা শুষ্কতৃণ খাইয়াও বলবান্ হয়; মুনিরা কন্দ ও ফল ভোজন করিয়া কাল যাপন করেন;—সন্তোষই পুরুষের পরম আশ্রয়।

১২৪। ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্‌মিত্রে স্বভাবজে॥

স্বভাবজ মিত্রের প্রতি লোকের যেমন বিশ্বাস জন্মে, মাতা, স্ত্রী, সহোদর বা নিজ পুত্রের প্রতি তেমন হয় না।

১২৫। বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

বিদ্বত্ব ও নৃপত্ব—ইহারা কখনই তুল্য নয়;—রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য; (কিন্তু) বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজা পাইয়া থাকেন।

১২৬। নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাঞ্চৈব বায়সঃ।
দংষ্ট্রিনাঞ্চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাম্ ॥

মানুষের মধ্যে নাপিত, পক্ষিগণের মধ্যে কাক, দংষ্ট্রিগণের মধ্যে শৃগাল এবং তপস্বীদের মধ্যে শ্বেতভিক্ষু (বৌদ্ধসন্ন্যাসী)—ধূর্ত্ত।

১২৭। অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যভ্রংশো হি মূর্খতা ॥

অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া (অর্থাৎ অপমান হইবে জানিয়াও) এবং মানকে পশ্চাতে রাখিয়া (অর্থাৎ জলাঞ্জলি দিয়া) প্রাজ্ঞ লোকে স্বকার্য্য উদ্ধার করেন; যেহেতু কার্য্যহানি মূর্খতা।

১২৮। ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে শঠে।
নিষ্কৃতি র্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥

ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত ও শঠ—ইহাদেরও নিষ্কৃতি সাধুগণ কর্ত্তৃক বিহিত; কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

১২৯। দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌ ॥

ছয়টী প্রীতি-লক্ষণ ;—দেওয়া, লওয়া, গোপনীয় কথা বলা ও জিজ্ঞাস করা, খাওয়া ও খাওয়ান।

১৩০। আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ।
পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥

আয়ু, কর্ম্ম, ধন, বিদ্যা ও মৃত্যু—মানুষের এই পাঁচটী বিষয় গর্ভস্থ অবস্থাতেই নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৩১। দাতা লঘুরপি সেব্যো ভবতি ন কৃপণো মহানপি সমৃদ্ধ্যা।
কূপোহন্তঃ স্বাদুজলঃ প্রীত্যৈ লোকস্য ন সমুদ্রঃ ॥

দাতা লঘু হইলেও পূজ্য ; কৃপণ মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও তাহার সেব করিতে নাই ;—স্বাদু জলের কূপও প্রীতিকর ; সমুদ্র নহে।

১৩২। দংষ্ট্রাবিরহিতঃ সর্পো মদহীনো যথা গজঃ।
তথার্থেন বিহীনোঽত্র পুরুষো নামধারকঃ ॥

এ সংসারে অর্থহীন পুরুষ কেবল নামেই পুরুষমাত্র,—যেমন দন্তহীন সর্প ও মদহীন গজ।

১৩৩। মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং মৈথুনমপ্রজম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণম্॥

দরিদ্র পুরুষ, প্রজনন-শক্তিহীন মৈথুন, অবৈদিক শ্রাদ্ধ, এবং অদক্ষিণ যজ্ঞ,—বৃথা।

১৩৪। লজ্জন্তে বান্ধবাস্তেন সম্বন্ধং গোপয়ন্তি চ।
মিত্রাণ্যমিত্রতাং যান্তি যস্য ন স্যুঃ কপর্দ্দকাঃ॥

যে ব্যক্তি কপর্দ্দক-বিহীন, তাহার বান্ধবেরা লজ্জা পায় এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ গোপন করে; তাহার মিত্রেরা অমিত্র হইয়া পড়ে।

১৩৫। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে প্রাণাণামপি সংশয়ে।
অপি শত্রুং প্রণম্যাপি রক্ষেৎ প্রাণান্ ধনানি চ॥

সর্ব্বনাশ এবং প্রাণেরও সংশয় সমুপস্থিত হইলে, শত্রুকেও প্রণাম করিয়াও ধন-প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

১৩৬। অর্থার্থী যানি কষ্টানি মূঢ়োঽয়ং সহতে জনঃ।
শতাংশেনাপি মোক্ষার্থী তানি চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

মূঢ় লোক অর্থের জন্য যত কষ্ট সহ্য করে, মোক্ষার্থী হইলে তাহার শতাংশ দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়।

১৩৭। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।
অর্দ্ধেণ কুরুতে কার্য্যং সর্ব্বনাশো হি দুঃসহঃ ॥

সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে, অর্দ্ধেক ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কারণ, অর্দ্ধেক দ্বারা কার্য্য করা যায়; কিন্তু সর্ব্বনাশ দুঃসহ।

১৩৮। ন স্বল্পস্য কৃতে ভূরিনাশয়েন্মতিমান্ নরঃ।
এতদেব হি পাণ্ডিত্যং যৎ স্বল্পাদ্ ভূরি রক্ষণম্ ॥

বুদ্ধিমান্ লোকে স্বল্পলাভের জন্য ভূরি-নাশ করেন না; অতএব, স্বল্পাপেক্ষা ভূরি-রক্ষণই পাণ্ডিত্য।

১৩৯। কৃপণোঽপ্যকুলীনোঽপি সজ্জনৈর্ব্বর্জ্জিতঃ সদা।
সেব্যতে স নরো লোকে যস্য স্যাদ্ বিত্তসঞ্চয়ঃ ॥

কৃপণ, অকুলীন (সদ্বংশজাত নয়), এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সজ্জন বর্জ্জিত, এমন মানুষ যদি ধনবান্ হয়, তবে সেও লোকের পূজ্য হইয়া থাকে।

১৪০। সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥

সন্তোষ-রূপ অমৃত-পানে তৃপ্ত, এমন শান্তচিত্ত লোকের যে সুখ, ধনলোভে ইতস্ততঃ ধাবমান্ ব্যক্তির তেমন সুখ কোথায়?

১৪১। বিধাত্রা রচিতা যা সা ললাটেঽক্ষরমালিকা।
ন তাং মার্জ্জয়িতুং শক্তাঃ স্ববুদ্ধ্যাপ্যতিপণ্ডিতাঃ ॥

বিধাতা কর্ত্তৃক রচিতা ললাটের অক্ষরমালা অতি-পণ্ডিতেও নিজ বুদ্ধি প্রয়োগে মুছিয়া ফেলিতে পারেন না।

১৪২। সঙ্গতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বপক্ষে চ বিশেষতঃ।
তুষৈরপি পরিভ্রষ্টা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥

সহায় থাকা মানুষের পক্ষে পরম মঙ্গলকর; বিশেষ নিজের পক্ষে;—তুষের মত সামান্য পদার্থ হইতেও ভ্রষ্ট হইলে তণ্ডুল অঙ্কুরিত হয় না।

১৪৩। বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় কৃশে কস্যাস্তি সৌহৃদম্ ॥

বহ্নি যখন বন দহন করিতে থাকে, তখন পবন তাহার সহায় হয়; সেই পবনই কিন্তু দীপ নির্ব্বাণ করে;—দুর্ব্বলের প্রতি বন্ধুতা কে দেখাইয়া থাকে?

১৪৪। মহাজনস্য সম্পর্কঃ কস্য নোন্নতিকারকঃ।
পদ্মপত্রস্থিতং তোয়ং ধত্তে মুক্তাফলশ্রিয়ম্ ॥

মহৎ লোকের সহিত সম্পর্ক কাহার না উন্নতি-বিধায়ক হয়?—জল পদ্মপত্রে স্থান পাইলে কেমন মুক্তা-ফলশ্রী ধারণ করে!

১৪৫। গাবো গন্ধেন পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥

গো সকল গন্ধের দ্বারা দেখে, পণ্ডিতেরা বেদের-দ্বারা দেখেন, রাজগণ চার দ্বারা দেখেন, আর সাধারণ লোকে চক্ষু-দ্বারা দেখিয়া থাকে।

১৪৬। স্পৃশন্নপি গজোহন্তি জিঘ্রন্নপি ভুজঙ্গমঃ।
হসন্নপি নৃপোহন্তি মানয়ন্নপি দুর্জ্জনঃ॥

(পাঠান্তর—পালয়ন্নপি ভুপালঃ প্রহসন্নপি দুর্জ্জনঃ।)

স্পর্শমাত্র দ্বারা হস্তী হনন করে, ঘ্রাণমাত্র দ্বারা ভুজঙ্গম হনন করে, রাজা হাসিতে-হাসিতে হনন করেন, দুর্জ্জন সম্মান দেখাইতে-দেখাইতে হনন করিয়া থাকে।

১৪৭। অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥

শরীর অনিত্য; বিভবও চিরস্থায়ী নহে; মৃত্যু সন্নিহিত; (এ অবস্থায়) ধর্ম্ম-সংগ্রহই কর্ত্তব্য।

১৪৮। যস্য ধর্ম্মবিহীনানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥

যাহার ধর্ম্মবিহীন দিনগুলি আসে আর যায়, সে বস্তুতঃ নির্জীব;—কেবল কামারের হাপরের মত শ্বাস গ্রহণ ও ক্ষেপণ করে মাত্র।

১৪৯। নাচ্ছাদয়তি গোপনীয়ং ন দংশমশকাপহম্।
শুনঃ পুচ্ছমিব ব্যর্থং পাণ্ডিত্যং ধর্ম্মবর্জ্জিতম্॥

ধর্ম্মবর্জ্জিত যে পাণ্ডিত্য, তাহা কুকুরের লেজের মত কোন কাজেই আসে না ;—না গোপনীয়কে আচ্ছাদন করে, না মশকাদির দংশন নিবারণ করে।

১৫০। হীনঃ শত্রুর্নিহন্তব্যো যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
প্রাপ্তঃ স্বপৌরুষবলঃ পশ্চাদ্ ভবতি দুর্জ্জয়ঃ॥

হীনশত্রু বলবান্ না হইতেই তাহাকে মারিয়া ফেলা উচিত ; (কারণ), নিজ পৌরুষ বল-প্রাপ্ত হইলেই তখন সে দুর্জ্জয় হয়।

১৫১। ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং হি গৃহিণীহীনমরণ্য-সদৃশং মতম্॥

গৃহকে গৃহ বলে না ; গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কথিত ; গৃহিণী-হীন গৃহ, তাহা অরণ্যেরই সদৃশ বলিয়া গণ্য।

১৫২। ন সা স্ত্রীত্যভিমন্তব্যা যস্যা ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং তুষ্টাঃস্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

যে-স্ত্রীর প্রতি তাহার ভর্ত্তা তুষ্ট নয়, সে স্ত্রীপদবী-বাচ্য নহে ; নারী-দিগের ভর্ত্তা তুষ্ট হইলেই সর্ব্ব দেবতা তুষ্ট হয়েন।

১৫৩। দাবাগ্নিনা বিদগ্ধেব সপুষ্পস্তবকা লতা।
ভস্মীভবতু সা নারী যস্যাং ভর্ত্তা ন তুষ্যতি

যে নারীর প্রতি তাহার ভর্ত্তা তুষ্ট নহে, সে নারী পুষ্পস্তবক সমেত দাবাগ্নিদগ্ধা লতার মত ভস্মীভূত হয়।

১৫৪। মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ
অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥

পিতা, ভ্রাতা, পুত্র—ইহারা যাহা দান করে, তাহা পরিমিত ; কিন্তু অপরিমিত দান-কর্ত্তা ভর্ত্তাকে কোন্ স্ত্রী পূজা না করে ?

১৫৫। দারিদ্র্যরোগ-দুঃখানি বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

পাঠান্তর "রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ"—(হিতোপদেশ)

দারিদ্র্য, রোগ, দুঃখ, বন্ধন ও ব্যসন—এ সবই মানুষের নিজকৃত অপরাধ-বৃক্ষের ফল।

১৫৬। গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা দন্তাশ্চ নাশং গতা—
দৃষ্টির্ভ্রাম্যতি রূপমপ্যপহতং বক্ত্রঞ্চলালায়তে।
বাক্যং নৈব করোতি বান্ধবজনঃ পত্নী ন শুশ্রূষতে—
ধিক্কষ্টং জরয়াভিভূতপুরুষং পুত্রোঽপ্যবজ্ঞায়তে॥

জরাভিভূত পুরুষের কষ্টকে ধিক্!—গাত্র সঙ্কুচিত, গতি স্খলিত, দন্ত সকল বিনষ্ট, দৃষ্টি ভ্রান্ত, রূপও বিগত, মুখ লালান্বিত; এ অবস্থায় বান্ধবজন বাক্যালাপ করে না, পত্নী শুশ্রূষা করে না, পুত্রও অবজ্ঞা করে।

১৫৭। ঋণশেষং চাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ।
ব্যাধিশেষং চ নিঃশেষং কৃত্বা প্রাজ্ঞো ন সীদতি।

নিঃশেষে ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, শত্রুর শেষ এবং ব্যাধির শেষ যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি করেন, তিনি কষ্ট পান না।

১৫৮। মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

যাহার গৃহে মা নাই, ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী, তাহার বনে যাওয়াই উচিত; কারণ, তাহার পক্ষে অরণ্যও যেমন, গৃহও তেমনই।

১৫৯। যা ভার্য্যা দুষ্টচারিত্রা সততং কলহপ্রিয়া।
ভার্য্যারূপেণ সা জ্ঞেয়া বিদগ্ধৈ র্দারুণা জরা ॥

যে ভার্য্যা দুষ্ট-চরিত্রা এবং সতত কলহপ্রিয়া, পণ্ডিতেরা তাহাকে ভার্য্যারূপিণী দারুণা জরা বলিয়াই জানেন।

১৬০। অন্তর্বিষময়া হেতো বহিশ্চৈব মনোরমাঃ।
গুঞ্জাফলসমাকারাঃ স্বভাবাদেব যোষিতঃ ॥

রমণী স্বভাবতঃ গুঞ্জাফলের মত, -(অর্থাৎ) বাহিরে দেখিতে মনোরম, কিন্তু ভিতরে বিষময়। গুঞ্জাফল = কুঁচ-ফল।

১৬১। সমুদ্রবীচীব চলস্বভাবাঃ সন্ধ্যাভ্ররেখেব মুহূর্ত্তরাগাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কৃতার্থাঃ পুরুষং নিরর্থং নিষ্পাড়িতালক্তকবত্ত্যজন্তি ॥

(কুচরিত্র রমণীদের মনোভাব সম্বন্ধে)।—সাগর-তরঙ্গের মত চঞ্চলা স্বভাব ও সন্ধ্যাকালের মেঘরেখার রাগরঞ্জনের ন্যায় মুহূর্ত্তস্থায়ী অনুরাগশীল রমণীরা পুরুষের অর্থে কৃতার্থ হইয়া, যখন দেখে পুরুষ অর্থহীন হইয়াছে, তখন তাহাকে নিষ্পীড়িত অলক্তকবৎ ত্যাগ করে।

১৬২। জীর্য্যন্তে জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥

মানুষের জীর্ণ দশা উপস্থিত হইলে, কেশ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ— সকলই হীনশক্তি হইয়া পড়ে;—একমাত্র কামনাই কেবল তরুণতা-প্রাপ্ত হয়।

১৬৩। বরং বনং ব্যাঘ্র-গজাদি সেবিতং—
জনৈন হীনং বহুকণ্টকাবৃতম্।
তৃণানি শয্যা পরিধান বল্কলং—
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন-জীবিতম্॥

বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবন যাপন করা অপেক্ষা বরং ব্যাঘ্রগজাদি-সেবিত জনহীন, বহু কণ্টকাচ্ছন্ন বনে বাস করা, তৃণ-শয্যায় শয়ন করা, বল্কল পরিধান করাও ভাল।

১৬৪। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

(পাঠান্তর— উৎসবে ব্যসনে প্রাপ্তে দুর্ভিক্ষে শত্রু সঙ্কটে।)

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে, যে সঙ্গে থাকে, সেই বান্ধব।

১৬৫। ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষমীহতে।
লক্ষাধিপস্তথা রাজ্যং রাজ্যস্থঃ স্বর্গমীহতে॥

যাহার শত আছে, সে সহস্র পাইবার ইচ্ছা করে; যাহার সহস্র আছে, সে লক্ষের ইচ্ছা করে, লক্ষাধিপ রাজ্য ইচ্ছা করে; যে রাজ্য পাইয়াছে সে স্বর্গ পাইতে চায়!

১৬৬। দুর্গস্ত্রিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো—
রক্ষাংসি যোধা ধনদাচ্চ বিত্তম্।
শাস্ত্রং চ যস্যোশনসা প্রণীতং—
স রাবণো দৈববশাদ্ বিপন্নঃ ॥

(দৈব-বশে কি না ঘটে!)—ত্রিকূট-পর্ব্বত যাহার দুর্গ, চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র যাহার রাজ্যের পরিখা, রাক্ষস সমূহ যাহার যোধবর্গ (ধনপতি) কুবেরের ধনে যিনি ধনী, উশনাঃ (শুক্রাচার্য্য) প্রণীত নীতিশাস্ত্র যাঁহার শাস্ত্র,—এমন রাবণও দৈব-বশে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন!

১৬৭। মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ভেষজ ও গুরু—এই কয়টী বিষয়ে যাহার যেরূপ (আন্তরিক) কামনা, তাহার তেমনই সিদ্ধ হয়।

১৬৮। শুষ্কেনৈকেন বৃক্ষেণ বনং পুষ্পিতপাদপম্।
কুলং চারিত্রহীনেন পুরুষেণৈব দহ্যতে ॥

একটি-মাত্র শুষ্ক বৃক্ষ পুষ্পিত-পাদপময় বনে দাবানলের হেতু হইয়া থাকে; তেমনই একমাত্র চরিত্রহীন পুরুষের দ্বারা তাহার বংশটাই নষ্ট হয়।

হিতোপদেশ

১৬৯। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা ও অর্থকে চিন্তা করিতে হয়, নিজেকে অজর-অমরবৎ ভাবিয়া; আর, ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, যেন মৃত্যু চুল ধরিয়াছে ভাবিয়া।

১৭০। যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন, ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা—ইহাদের এক-একটীই যখন অনর্থ ঘটাইতে পারে, তখন যে-স্থলে চারিটীই বিদ্যমান্, সেখানে কিরূপ, ভাবিয়া দেখ।

১৭১। বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি নাসংখ্যস্তারকাগণঃ॥

শত মূর্খ-পুত্র অপেক্ষা গুণী পুত্র একটী ভাল;—অসংখ্য নক্ষত্রগণে যে অন্ধকার দূর করিতে পারে না, এক চন্দ্রেই তাহা করিতে থাকে।

১৭২। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ ॥

ঋণকারী পিতা, ব্যভিচারিণী মাতা, রূপবতী ভার্য্যা, আর মূর্খ পুত্র—ইহারা শত্রু।

১৭৩। অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
বিষং সভা দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ॥

অভ্যাস না থাকিলে বিদ্যা, ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, দরিদ্রের পক্ষে সভায় যোগদান, এবং বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যা—এ গুলি বিষ-স্বরূপ।

১৭৪। আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুন—
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো—
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটী বিষয়ে মনুষ্যেরা পশুদের সমান; মানুষের পক্ষে ঐ চারিটী ছাড়া, অধিক কেবল ধর্ম্ম বুদ্ধি, যাহা তাহাদিগকে পশু হইতে বিশেষিত করিয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মহীন মনুষ্যগণ পশুদিগেরই মত, (বুঝিতে হইবে)।

১৭৫। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥

ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বগের একটীও যে-ব্যক্তিতে নাই, তাহার জন্ম ছাগলের গলদেশস্থ মাংসপিণ্ডের মত,—নিরর্থক।

১৭৬। অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥

অবশ্যম্ভাবী অবস্থা হইতে মহৎ লোকেরও নিস্তার নাই ;—যথা নীলকণ্ঠের নগ্নত্ব, আর হরির অনন্ত-সর্পের উপরে শয়ন।

১৭৭। ন দৈবমপি সংচিন্ত্য ত্যজেদ্ উদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥

দৈব ভাবিয়া আত্মোদ্যোগ ত্যাগ করিতে নাই ; বিনা উদ্যোগে তিল হইতে তৈল পাওয়া যায় না।

১৭৮। যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যেমন এক-চক্র দ্বারা রথ চলে না, তেমনই পুরুষকার বিনা দৈবসিদ্ধ হয় না।

১৭৯। পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥

পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মই দৈব বলিয়া কথিত। সেই জন্য অতন্দ্রিত হইয়া পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম করিতে যত্ন করা উচিত।

১৮০। কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥

কাকতালীয়ের মত নিতান্ত অকস্মাৎ প্রাপ্ত মহামূল্য রত্ন সম্মুখে দেখিলেও, তাহা অধিকার করিতে পুরুষার্থের প্রয়োজন হয়—স্বয়ং দৈব তাহা দেয় না।

১৮১। মাতৃপিতৃকৃতাভ্যাসো গুণিতামেতি বালকঃ।
ন গর্ভাচ্যুতিমাত্রেণ পুত্রো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥

পিতা-মাতা কর্ত্তৃক কৃতাভ্যাস হইয়া বালক গুণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; নতুবা, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র পুত্র পণ্ডিত হয় না।

১৮২। মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভা মধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

যে বালক পাঠিত না হয়, তাহার পিতা-মাতা তাহার শত্রু; হংস-মধ্যে বক যেমন শোভা পায় না, সেও সভা-মধ্যে তেমনই অশোভন হয়।

১৮৩। রূপ-যৌবন-সম্পন্না বিশাল-কুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥

রূপ-যৌবন সম্পন্ন ও বিখ্যাত-বংশোদ্ভব হইলেও বিদ্যাহীন লোকে, গন্ধহীন পলাশের মতই, অনাদৃত হইয়া থাকে।

১৮৪। মূর্খোঽপি শোভতে তাবৎ সভায়াং বস্ত্র-বেষ্টিতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে॥

পাঠ ন্তর—দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।

সভায় মূর্খলোক ততক্ষণই শোভা পাইতে পারে, যতক্ষণ সে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া এবং কথাটী না কহিয়া বসিয়া থাকে।

১৮৫। কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্॥

(যেমন) কাঞ্চনের সংসর্গে কাচও মারকতী দ্যুতি ধারণ করে, সেইরূপ সৎলোকের সংসর্গে মূর্খও প্রবীণতা লাভ করে।

১৮৬। হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হীনের সহিত সমাগমে বুদ্ধি হীনতা প্রাপ্ত হয়; সমানের সহিত সমাগমে সমতা প্রাপ্ত হয়, এবং বিশিষ্টের সহিত সমাগমে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৮৭। নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ।
ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ॥

উপকরণ-দ্রব্য যদি ক্রিয়োপযোগী না হয়, তবে তাহাতে ক্রিয়া ফলবতী হয় না;—শত চেষ্টা করিলেও বক-পক্ষীকে শুক-পক্ষীর মত পড়ান অসম্ভব।

১৮৮। কাব্য-শাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন চ॥

ধীমান্ লোকে কাব্য-শাস্ত্রালোচনার সুখে কাল যাপন করে; আর মূর্খে কাল যাপন করে কলহে, ব্যসনে ও নিদ্রায়।

১৮৯। মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন॥

হে পাণ্ডু-নন্দন! মরুভূমিতে যেমন বৃষ্টি, ক্ষুধার্ত্তের পক্ষে ভোজন তেমনই; অতএব দরিদ্রে দানই সফল।

১৯০। প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়, সর্ব্বভূতের প্রাণও তেমনই তাহাদের অভীষ্ট; নিজের সহিত তুলনা করিয়া সাধুলোকে সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন।

১৯১। ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং—
ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে—
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥

দুরাত্মা লোকে ধর্ম্ম-শাস্ত্রই পড়ুক, আর বেদাধ্যয়নই করুক, ব্যবহারে স্বভাবই প্রধান হয়; যেমন, গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতঃই মধুর হইয়া থাকে।

১৯২। নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥

নখী, নদী, শৃঙ্গী, শস্ত্রপাণি, স্ত্রীলোক ও রাজকুল—ইহাদের কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

১৯৩। সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে ॥

সকলেরই স্বভাব পরীক্ষা করা আবশ্যক; অন্যান্য গুণ দেখিবার বিষয় নহে; কারণ, স্বভাবই সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকে।

১৯৪। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

হে কুন্তি-পুত্র! দরিদ্রদিগকে ভরণ করিবে, ধনশালী জনে দান করিও না;—ঔষধ ব্যধিগ্রস্তেরই উপকারী; নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি?

১৯৫। শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানঞ্চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্ত্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা॥

জগতে অন্ন এবং পান, এ সকলই শঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত; কোন্ স্থলেই বা প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, আর জীবন-ধারণই বা কিরূপে করা যায়!

১৯৬। ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ॥

ঈর্ষাকারী, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধস্বভাব, সদা-শঙ্কিত, এবং পরভাগ্যোপজীবী—এই ছয় প্রকারের লোক দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

১৯৭। লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্॥

লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি, লোভ হইতে কাম জন্মায়, লোভ হইতে মোহ ও নাশ প্রাপ্ত হইতে হয়; লোভই পাপের কারণ।

১৯৮। অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম—
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাপন্ন-বিপত্তি-কালে—
ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনা ভবন্তি॥

স্বর্ণমৃগের জন্ম অসম্ভব; তবু রাম উহার লোভী হইয়াছিলেন;— প্রায়ই বিপত্তিকাল আসন্ন হইলে, পুরুষের বুদ্ধি মলিনা হইয়া থাকে।

১৯৯। ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।
যদি কার্য্য-বিপত্তিঃ স্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে॥

গণের অগ্রে যাইতে নাই; কারণ, কার্য্য সিদ্ধ হইলে ফল সমান; কিন্তু যদি কার্য্য-বিপত্তি ঘটে, তবে যে অগ্রগামী, সেই নিহত হয়।

২০০। আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্।
মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥

আপৎ উপস্থিত হইলে, যাহা হিত, তাহাও আপদের সহায় হয়;— (দুগ্ধ-দোহনকালে) মাতৃজঙ্ঘাই বৎসের বন্ধন-স্তম্ভের কার্য্য করিয়া থাকে।

২০১। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা—
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ—
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্‌ ॥

বিপদে ধৈর্য্য, উন্নত অবস্থায় ক্ষমা, সভায় বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে বীরত্ব, যশে প্রসাদ এবং বেদে আসক্তি,—মহাত্মাদিগের এ সকল স্বভাব-সিদ্ধ।

২০২। ষড়্‌দোষাঃপুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥

এ সংসারে উন্নতিকামী পুরুষ ছয়টী দোষ পরিত্যাগ করিবেন ;—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা।

২০৩। অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥

অল্প সামগ্রীর সম্মিলন কার্য্য-সাধনের উপযোগী হয়,—বহু তৃণের সম্মিলনে যে রজ্জু হয়, তাহা দ্বারা মত্তহস্তীকেও বন্ধন করা যায়। পঞ্চতন্ত্র-
(ভাগে ১০৩—সংখ্যক শ্লোক দেখ।)

২০৪। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতি-হেতবঃ।
তান্নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ সংস্থানের মূলে প্রাণ; অতএব প্রাণকে যে নষ্ট করে, সে কি না নষ্ট করিল, আর যে রক্ষা করে, সে কি না রক্ষা করিল?—অর্থাৎ প্রাণ-নাশে জীবনের সকল প্রচেষ্টাই নষ্ট এবং প্রাণ-রক্ষায় সকলই রক্ষিত হয়।

২০৫। ধনানি জীবতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

প্রাজ্ঞ লোকে পরের জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া থাকেন; কারণ, যাহার বিনাশ নিশ্চিত-সদুদ্দেশে তাহার ত্যাগই ভাল।

২০৬। শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥

শরীর ও গুণের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক;—শরীর ক্ষণধ্বংসশীল; কিন্তু গুণ-সকল কল্পান্ত-স্থায়ী।

২০৭। যদ্যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ।
অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা কথং প্রীতি র্ভবিষ্যতি

(লঘুপতনক-নাম বায়স হিরণ্যক-নাম মূষিকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাহিলে, হিরণ্যক বলিয়াছিল)—যাহার সহিত যাহার মিলন যোগ্য, জ্ঞানী লোকে তাহার সহিত তাহাকে মিলন ঘটান; আমি খাদ্য, আপনি খাদক; আমাদের মধ্যে কিরূপে প্রীতি হইবে?

২০৮। তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্॥

ভয় যতক্ষণ অনাগত, ততক্ষণই ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত দেখিয়া যথোচিত প্রতীকার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

২০৯। জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ হন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ॥

শুধু জাতির কারণে কেহ পূজ্য বা বধ্য হয় না; ব্যবহার জানিয়া বধ্য বা পূজ্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

২১০। অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥

শত্রুও যদি গৃহাগত হয়, সমুচিতভাবে তাহার আতিথ্য করা উচিত ;—বৃক্ষ তাহার ছেদন কারীর পার্শ্বস্থ ছায়া উপসংহরণ করে না।

২১১। নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চাণ্ডালবেশ্মনঃ॥

নির্গুণের প্রতিও সাধুরা দয়া করিয়া থাকেন ; চন্দ্র কখনও চণ্ডাল-গৃহ হইতে জ্যোৎস্না সংহরণ করে না।

২১২। গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

দ্বিজাতির গুরু অগ্নি ; বর্ণের (চতুর্ব্বর্ণের) গুরু ব্রাহ্মণ ; পতি স্ত্রীলোকের এক মাত্র গুরু ; এবং সকলের পক্ষেই অতিথি গুরু।

২১৩। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

যাহার গৃহ হইতে অতিথি আশাভগ্ন হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথির পাপাংশ সেই গৃহীতে বর্ত্তায়, আর সেই গৃহীর পুণ্যাংশ লইয়া অতিথি চলিয়া যায়।

২১৪। উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

উত্তম বর্ণের গৃহে নীচ বর্ণের লোক আগত হইলে, সেও যথাযোগ্য পূজনীয় ;—কারণ, অতিথি সর্ব্বদেব-ময়।

২১৫। সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যাহারা সকলপ্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত, যাহারা সর্ব্বসহ ও সকলের আশ্রয়-স্বরূপ, তাহারা স্বর্গগামী।

২১৬। একএব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

(জগতে) ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ, কারণ উহা প্রাণান্তেও অনুগমন করে ; তাহা ছাড়া, আর সকলই শরীরের মত নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২১৭। যোঽত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥

যে যখন যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তখন উভয়ের (খাদ্য-খাদকের) কতদূর প্রভেদ দেখ ;—একের (খাদকের) ক্ষণিক সুখ, আর অন্যের (খাদ্যের প্রাণবিয়োগ !

২১৮। স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

অযত্নজাত বনের শাক দ্বারাও যখন উদর পূর্ণ করা যায়, তখন এই দগ্ধোদরের জন্য কে মহৎ পাতক করিতে চায়?

২১৯। যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥

যেখানে বিদ্বজ্জন নাই, সেখানে যৎসামান্য বিদ্যা যাহার আছে, সে'ও শ্লাঘ্য হয়;—(যেমন) বৃক্ষহীন দেশে ভেরণ্ডা গাছও বৃক্ষ বলিয়া গণ্য!

২২০। ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥

কেহ কাহারও মিত্র নহে, কেহ কাহারও শত্রুও নহে; ব্যবহার দ্বারা শত্রু আর মিত্র হইয়া থাকে।

২২১। সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতম্।
বিপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥

হিতকামী-সুহৃদের বাক্য যে না শুনে, তাহার বিপৎ সন্নিহিত এবং সে শত্রুর আনন্দবর্দ্ধক।

২২২। দীপনির্ব্বাণ-গন্ধং চ সুহৃদ্‌বাক্যমরুন্ধতীম্ ।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ ॥

যাহার আয়ু নাই, সে দীপনির্ব্বাণ-গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে না, সুহৃদ্‌-বাক্য শুনে না, আর অরুন্ধতী নক্ষত্র (সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ বশিষ্ঠ নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র) দেখিতে পায় না।

২২৩। পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।
বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥

পরোক্ষে কার্য্য নাশক, কিন্তু প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, এমন পয়োমুখ বিষকুম্ভবৎ মিত্রকে ত্যাগ করিবে।

২২৪। উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ সমাচরতি পাপম্ ।
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে কথং বহসি ॥

উপকারী, বিশ্বস্ত, শুদ্ধমতি ব্যক্তির প্রতি যে পাপাচরণ করে, এমন অসত্যসন্ধ লোককে, হে ভগবতি বসুধে, তুমি কেন বহন করিয়া থাক ?

২২৫। দুর্জ্জনেন সহ সখ্যং প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্ ॥

দুর্জ্জনের সহিত সখ্য ও প্রীতি করিতে নাই ;—অঙ্গার উষ্ণ অবস্থায় স্পর্শ করিলে হস্ত দহন করে, এবং শীতল অবস্থায় স্পর্শ করিলে হস্ত কালিমা-যুক্ত হয়।

২২৬। দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাস-কারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হলাহলং বিষম্॥

প্রিয়বাদী হইলেও দুর্জ্জনকে বিশ্বাস করিবে না; তাহার জিহ্বাগ্রে মধু থাকিলেও হৃদয়ে হলাহল বিষ।

২২৭। শত্রুণা নহি সংদধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্॥

শত্রুর সহিত সুসংবদ্ধ সন্ধি দ্বারা সম্বদ্ধ হইলেও, তাহার উপরে একান্ত নির্ভর করিতে নাই;—জল সুতপ্ত হইলেও অগ্নি-নির্ব্বাণে সক্ষম।

২২৮। দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; সর্প মণিভূষিত হইলেও কি ভয়ঙ্কর নহে?

২২৯। যদশক্যং ন তচ্ছক্যং যচ্ছক্যং শক্যমেব তৎ।
নোদকে শকটং যাতি ন চ নৌর্গচ্ছতি স্থলে॥

যাহা হইবার নহে. তাহা হয় না; আর, যাহা হইবার, তাহাই হইয়া থাকে;—জলে শকট চলে না, আর স্থলে নৌকা চলে না।

২৩০। মৃদ্‌ঘটবৎসুখভেদ্যো দুঃসন্ধানশ্চ দুর্জ্জনো ভবতি।
সুজনস্তু কনকঘটবদ্‌দুর্ভেদ্যশ্চাশু সন্ধেয়ঃ ॥

দুর্জ্জন মাটির ঘটবৎ, সহজে ভেদ করা যায়, কিন্তু জোড়া যায় না ;—আর, সুজন স্বর্ণঘটবৎ, দুর্ভেদ্য, কিন্তু সহজেই জোড়া যায়।

২৩১। নারিকেল সমাকারা দৃশ্যন্তে হি সুহৃদ্‌জনাঃ।
অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ ॥

সুহৃজ্জন নারিকেলের মত ; অপরে কুলের মত ;—বাহিরে দেখিতে মনোহর (ভিতরে টক্‌ !)

২৩২। স্নেহচ্ছেদেঽপি সাধূনাং গুণা নাযান্তি বিক্রিয়াম্‌।
ভঙ্গেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ ॥

স্নেহের বিচ্ছেদ হইলেও তাহাতে সাধুদিগের গুণাবলী বিকলতাপ্রাপ্ত হয় না ;—মৃণাল-দণ্ড ভগ্ন হইলেও উহার অন্তর্গত তন্তুগুচ্ছ অবিচ্ছিন্নই থাকে।

২৩৩। পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্‌।
ধর্ম্মে স্বয়ম্‌ অনুষ্ঠানং কস্যচিৎ তু মহাত্মনঃ ॥

অন্যকে উপদেশ-করার বেলায় পাণ্ডিত্য সকল লোকের পক্ষেই সুসাধ্য ; কিন্তু স্বয়ং তদ্রূপ অনুষ্ঠান করেন, এমন মহাত্মা বিরল।

২৩৪। যস্মিন দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তি র্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে দেশে সম্মান, বৃত্তি, বান্ধব ও বিদ্যাগম নাই, সে দেশ ত্যাগ করিবে।

২৩৫। তত্র মিত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্॥
ঋণদাতা চ বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সুজলা নদী॥

হে মিত্র! যেখানে ঋণদাতা, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ও সুজলা নদী—এই চারিটী নাই, সে দেশে বাস করিবে না।

২৩৬। বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক, আর যুবাই হউক, গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার সেবা করাই কর্ত্তব্য;—কারণ সর্ব্বাবস্থাতেই অভ্যাগত গুরু।

২৩৭। ধনাশা জীবিতাশা চ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥

প্রাণী মাত্রেরই জীবিতাশা ও ধনাশা গুরু; কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী-ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী।

২৩৮। ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥

নারী ঘৃতকুম্ভের ন্যায়, আর, পুরুষ তপ্তাঙ্গার সম; সেইজন্য জ্ঞানী লোকে ঘৃত ও বহ্নিকে একত্র রাখেন না।

২৩৯। পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

নারীকে কুমারী-কালে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র, রক্ষা করেন ;—নারীর স্বাতন্ত্র্য অনুচিত।

২৪০। ধনবান্ বলবান্ লোকে সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
প্রভুত্বং ধনমূলং হি রাজ্ঞামপ্যুপজায়তে ॥

সংসারে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ধনবানেই বলবান্ হইয়া থাকে ; রাজার যে প্রভুত্ব, ধনই তাহার মূল।

২৪১। অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্য চ।
মূর্খস্য চ দিশঃ শূন্যাঃ সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥

যে পুত্রহীন, তাহার গৃহ শূন্য ; যাহার সন্মিত্র নাই, তাহারও গৃহ শূন্য ; মূর্খের দশ দিক্ শূন্য ; আর দরিদ্রের সকলই শূন্য।

২৪২। কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেঽথবা॥

কুসুম-স্তবকের মত, মনস্বীদের দুইটী মাত্র বৃত্তি—হয়, সকলের শিরোদেশে অবস্থান অথবা বনে বিশীর্ণতা প্রাপ্তি।

২৪৩। রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ॥

চির-রোগী, চির-প্রবাসী, পরান্নভোজী, পরগৃহশায়ী, এরূপ লোকের বাঁচিয়া থাকা মরণেরই মত এবং মরণই তাহাদের শান্তি।

২৪৪। লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

লোভে বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভ হইতে তৃষার জন্ম হয়, এবং তৃষ্ণার্ত্ত ইহ-পর দুই লোকেই দুঃখ ভোগ করে।

২৪৫। সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ॥

যাহার মন সন্তুষ্ট, সবই তাহার সম্পত্তি-স্বরূপ;—যাহার পায়ে জুতা তাহার পক্ষে পৃথিবী চর্ম্মাবৃতা।

২৪৬। ন যোজনশতং দূরং তাড্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেহপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ॥

যে ব্যক্তি তৃষ্ণা দ্বারা তাড়িত, তাহার পক্ষে শত যোজনও দূর নয়; আর, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, অর্থ তাহার হস্তগত হইলেও আদরণীয় নয়।

২৪৭। সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

সংসার-রূপ বিষবৃক্ষের দুইটী অমৃতোপম ফল—এক, কাব্যামৃত-রসস্বাদ, আর, সুজনদিগের সঙ্গ।

২৪৮। দানং প্রিয়বাক্‌সহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্য্যম্।
বিত্তং ত্যাগনিযুক্তং দুর্ল্লভমেতচ্চতুষ্টয়ং লোকে॥

সংসারে এই চারিটী বস্তু দুর্ল্লভ;—প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্ব্বহীন জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও ত্যাগে নিযুক্ত ধন।

২৪৯। মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥

(বনে অনেকগুলি মৃত দেহ একত্র দেখিয়া এক শৃগালের উক্তি) (ব্যাধের) নরদেহটীতে একমাস চলিবে; মৃগ ও বরাহ এই দুইটীতে দুই মাস; সর্পে একদিন; আজ তবে ধনুকের ছিলাটী খাইয়া থাকা যাউক। (আহার বিষয়ে অত্যধিক কার্পণ্য)

২৫০। সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ॥

সুখে যাহা পাইবে তাহাও (যেমন) গ্রহণ করিবে, দুঃখে যাহা পাইবে তাহাও তেমনই ভাবে গ্রহণ করিবে ; সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

২৫১। যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥

যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ, শুকেকে হরিদ্‌বর্ণ, এবং ময়ূরকে (নানাবর্ণে) চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই তোমার বৃত্তি বিধান করিবেন।

২৫২। জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্তিষু।
মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ॥

অর্থের উপার্জ্জনে দুঃখ, নাশে সন্তাপ এবং ভোগে মোহ—তবে অর্থ সুখাবহ কেমন করিয়া ?

২৫৩। ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছেণ রক্ষ্যতে।
লব্ধনাশো যথা মৃত্যুস্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ॥

ধন মোটেই সুলভ নয় ; লব্ধ ধন রক্ষা করা কষ্টকর ; লব্ধ ধনের নাশ মৃত্যুসম ; (কষ্টদায়ক) ও অতএব এমন বস্তুর চিন্তা করিতে নাই।

২৫৪। শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাং—
স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা—
নাশাভিভঙ্গাদ্ বিমুখাঃ প্রযান্তি॥

ভূমণ্ডলে সেই ব্যক্তিই এক মাত্র শ্লাঘা, উত্তম, সৎপুরুষ ও ধন্য, যাঁহার নিকট হইতে প্রার্থী বা শরণাগত লোকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া না যায়।

২৫৫। অম্ভাংসি জলজন্তূনাং দুর্গং দুর্গনিবাসিনাম্।
স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং রাজ্ঞাং মন্ত্রী পরং বলম্॥

জলজন্তুদিগের শ্রেষ্ঠ বল জলে, দুর্গবাসী সৈন্যদিগের শ্রেষ্ঠ বল দুর্গে, শ্বাপদাদি জন্তুদিগের শ্রেষ্ঠ বল নিজ ভূমি, এবং রাজার শ্রেষ্ঠ বল মন্ত্রী।

২৫৬। সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

তিনিই ভার্য্যা, যিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষা, যিনি সন্তানবতী, পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা।

২৫৭। ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যাং ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

যে নারীর ভর্ত্তা তাহার উপরে সন্তুষ্ট নহে, সে নারী ভার্য্যা-পদবাচ্যা নহে; নারীদিগের প্রতি পতি সন্তুষ্ট থাকিলেই সকল দেবতাও সন্তুষ্ট থাকেন। (১৫২ সংখ্যক শ্লোকটী এই শ্লোকের পাঠান্তর হইলেও এই শ্লোকটী অপেক্ষাকৃত সরল বলিয়া এখানে দেওয়া গেল)।

২৫৮। স্বভাবজং তু যন্মিত্রং ভাগ্যেনৈবাভিজায়তে।
তদকৃত্রিমসৌহার্দমাপৎস্বপি ন মুঞ্চতি॥

ভাগ্য-বলে স্বভাবজ যে মিত্রকে পাওয়া যায়, আপদের সময়েও সে অকৃত্রিম বন্ধুতা ত্যাগ করে না।

২৫৯। কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্।
সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম্॥

দেহের ভিতরেই বিনাশ নিহিত; সম্পদ্ আপদের আস্পদ; মিলন বিয়োগান্ত;—যাহা উৎপন্ন হয়, সে সবই ভঙ্গুর।

২৬০। অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥

ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে দেখিলে, কাহার না মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? কিন্তু ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে দেখিতে থাকিলে, সকলেই নিজ-নিজের হীনতা অনুভব করে।

২৬১। ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।
শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥

যাহার বিপুল ধন আছে, সে ব্রহ্মঘ্ন হইলেও পূজ্য; আর চন্দ্রবংশের তুল্যবংশে জন্মিয়াও যে নির্ধন, সে পরাভব প্রাপ্ত হয়।

২৬২। আলস্যং স্ত্রীসেবা সরোগতা জন্মভূমি-বাৎসল্যম্।
সন্তোষো ভীরুত্বং ষড়্ ব্যাঘাতা মহত্ত্বস্য॥

আলস্য, স্ত্রীসেবা, সরোগতা, জন্মভূমি-বাৎসল্য, সন্তোষ ও ভীরুত্ব—এই ছয়টী দোষ মহত্ত্ব-লাভের ব্যাঘাত স্বরূপ।

২৬৩। নিরুৎসাহং নিরানন্দং নির্বীর্য্যমরিনন্দনম্।
মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্॥

নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, নির্বীর্য্য ও শত্রুর আনন্দ-বর্দ্ধন,—কোন সীমন্তিনী যেন এমন পুত্রের জন্ম দেন না।

২৬৪। ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে—
বলেন কিং যশ্চ রিপুন্ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ—
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

তাহার ধনে কি কাজ, যে দান করে না, ভোগও করে না? যে রিপুকে বাধা দিতে পারে না, তাহার বলে কি কাজ? বিদ্যায় কি কাজ, যে ধর্ম্মাচরণ না করে? আত্মা থাকিয়া কাজ কি, যদি না জিতেন্দ্রিয় হয়?

২৬৫। জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥

বিন্দু-বিন্দু পাতে ঘট জলপূর্ণ হয়; সর্ব্ববিদ্যা, ধর্ম্ম ও ধন অর্জ্জনেও সেই নিয়ম অর্থাৎ অল্প-অল্প করিয়া সংগ্রহ।

২৬৬। দানোপভোগ-রহিতা দিবসা যস্য যান্তি বৈ।
স কর্ম্মকার-ভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥

যে ব্যক্তি দান-ও-উপভোগ-রহিত হইয়া দিন কাটায়, কামারের হাপরের মত সে কেবল শ্বাস-ক্রিয়া করে মাত্র; তাহাকে বাঁচিয়া থাকা বলা যায় না।

২৬৭। করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেবাস্য যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥

নীতিজ্ঞ হইয়া ইতস্ততঃ চেষ্টা করিলেও ফল,—যাহা বিধাতার মনে আছে—তাহাই হয়।

২৬৮। নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

জল-রাশি মধ্যে যে নিমগ্ন, পর্ব্বত হইতে যে পতিত এবং তক্ষক কর্ত্তৃক যে দষ্ট, আয়ুই তাহার মর্ম্মস্থলের (Vital Parts) রক্ষক।

২৬৯। নাকালে ম্রিয়তে জন্তু র্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

শত শরের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও কোন জন্তু অকালে মরে না; আবার যাহার কাল উপস্থিত, সে কুশাগ্র-স্পৃষ্ট হইয়াও প্রাণত্যাগ করে।

২৭০। নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ।
বিক্রমার্জ্জিত রাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা॥

মৃগেরা সিংহের অভিষেকও করে না, সংস্কারও করে না; বিক্রমের দ্বারা লব্ধ পশুরাজ্যে সিংহ নিজেই মৃগেন্দ্রত্ব করে।

২৭১। জীবতে যস্য জীবন্তি বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
সফলং জীবিতং তস্য আত্মার্থে কো ন জীবতি॥

যে বাঁচিয়া থাকিলে বিপ্র, মিত্র ও বান্ধবগণ বাঁচিয়া থাকে, তাহারই বাঁচিয়া থাকা সার্থক; নিজের জন্য কে না বাঁচিতে চায়?

২৭২। যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ স তু জীবতু।
কাকোঽপি কিং ন কুরুতে চঞ্চ্বা স্বোদরপূরণম্॥

যে বাঁচিয়া থাকিলে বহু জীব বাঁচে, সে বাঁচিয়া থাকুক; (নতুবা) কাকও কি চঞ্চু দ্বারা নিজের উদর পূরণ করে না?

২৭৩। আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারেণ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥

মানুষের মনের ভিতরটা বুঝা যায়, তাহার আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, ভাষণ এবং চক্ষু ও মুখের ভঙ্গি দ্বারা।

২৭৪। প্রস্তাব-সদৃশং বাক্যং সদ্ভাব-সদৃশং প্রিয়ম্।
আত্মশক্তি-সমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

প্রস্তাব সদৃশ (অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়োপোযোগী) বাক্য, সদ্‌ভাবোপযোগী প্রিয়জন এবং নিজের শক্তির উপযোগী ক্রোধ—যে জানে, সেই পণ্ডিত।

২৭৫। কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরম্।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তত্তস্য সুন্দরম্॥

(জগতে) স্বভাবতঃ সুন্দর বা অসুন্দর কি আছে?—যাহার যাহাতে রুচি হয়, তাহার পক্ষে তাহাই সুন্দর।

২৭৬। মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥

মণি পদেই গড়াগড়ি যাউক, আর, কাচ মস্তকেই ধৃত হউক, যাহা হয় হউক;—কাচ, সে কাচ; আর মণি, সে মণি।

২৭৭। বালাদপি গৃহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
রবেরবিষয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্॥

যুক্তিসঙ্গত উক্তি বালকের নিকট হইতেও মণীষীগণের গ্রহণ করা উচিত; রবির কিরণ যেখানে নাই, সেখানে কি প্রদীপ জ্বালা হয় না?

২৭৮। দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তরদায়কাঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

দুষ্টা ভার্য্যা, শঠ মিত্র, উত্তরকারী ভৃত্য, আর সসর্প গৃহে বাস—মৃত্যুবৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৭৯। বিষদিগ্ধস্য ভক্তস্য দন্তস্য চলিতস্য চ।
অমাত্যস্য চ দুষ্টস্য মূলাদুদ্ধরণং সুখম্ ॥

যে ভক্তের মন বিষলিপ্ত, যে দন্ত শিথিল এবং যে অমাত্য দোষযুক্ত—ইহাদের মূলোৎপাটনেই সুখ।

২৮০। অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ।
বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তি রমন্তে তত্র সম্পদঃ ॥

অপ্রিয় অথচ মঙ্গলকর, এমন উপদেশের পরিণাম সুখাবহ; উহার বক্তা ও শ্রোতা যেখানে, সম্পদও সেখানে বিরাজ করে।

২৮১। চন্দনতরুষু ভুজঙ্গা জলেষু কমলানি তত্র চ গ্রাহাঃ।
গুণঘাতিনশ্চ খলা, ভোগেষু ন সুখান্যবিঘ্নানি ॥

ভোগ-বিষয়ে বিঘ্নহীন সুখ কোথাও নাই;—চন্দন তরুতে ভুজঙ্গ, জলে কমল ও কুম্ভীর।

২৮২। জয়ে চ লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাম্।
ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে॥

জয়ে লক্ষ্মীলাভ, মরণে (স্বর্গে) সুরাঙ্গনাসঙ্গ; দেহ ক্ষণবিধ্বংসী;—তবে আর রণে মরণে চিন্তা কি?

২৮৩। বলবানপি নিস্তেজা কস্য নাভিভবাস্পদম্।
নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্॥

নিস্তেজ হইয়া পড়িলে বলবানেও কাহার কাছে না পরাভবাস্পদ হয়? দেখ, ভস্মের উপরে লোকে নির্ভয়ে পাদক্ষেপ করে।

২৮৪। বন্ধুঃ কো নাম দুষ্টানাং কুপ্যতে কো ন যাচিতঃ।
কো ন দৃপ্যতি বিত্তেন কুকৃত্যে কো ন পণ্ডিতঃ॥

দুষ্টের বন্ধু কে? যাচিত হইলে কে না রাগে? অর্থ হইলে কে না দর্প করে? কু-কাজে কে পণ্ডিত নয়?

২৮৫। পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

সাপের পক্ষে দুগ্ধপান কেবল বিষবর্দ্ধন মাত্র;—(সেইরূপ) মূর্খের প্রতি উপদেশে কেবল তাহার রাগ বাড়ে, শান্ত হয় না।

২৮৬। সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া-সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥

ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষকেই আশ্রয় করা উচিত; কারণ, যদি দৈবাৎ ফলও না হয়, তবে ছায়া নিবারণ করে কে?

২৮৭। হীন-সেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
পয়োঽপি শৌণ্ডিকী হস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে॥

হীনের সেবা করিতে নাই; মহতের আশ্রয়ই কর্ত্তব্য;—শৌণ্ডিকের হাতে দুগ্ধ থাকিলেও তাহা বারুণী (মদ্য) বলিয়া অভিহিত হয়।

২৮৮। খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥

খলে দুষ্কর্ম্ম করে, সাধুতে তাহার ফল ফলে;—সীতাকে হরণ করিল দশানন; কিন্তু বন্ধন-প্রাপ্ত হইল সমুদ্র!

২৮৯। অপৃষ্টোঽপি হিতং ব্রুয়াদ্যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্।
এষ এব সতাং ধর্ম্মো বিপরীতমতোঽন্যথা॥

যে যাহার পরাভব ইচ্ছা করে না, সে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও তাহাকে হিত-কথা বলিবে; ইহাই সতের ধর্ম্ম; বিপরীত মত অন্যরূপ।

২৯০। ভর্ত্তা হি পরমং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা।
এষা বিরহিতা তেন শোভনাপি ন শোভনা॥

অন্য ভূষণের অভাবে ভর্ত্তাই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ ; এই ভূষণ যাহার নাই, সেই নারী সুন্দর হইলেও অশোভনা।

২৯১। শতং দদ্যান্ন বিবদেদিতি বিজ্ঞস্য সম্মতম্।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমেতন্মূর্খস্য লক্ষণম্॥

শত দিবে, তবু বিবাদ করিবে না ;—ইহাই বিজ্ঞ-সম্মত ; আর বিনা হেতু দ্বন্দ্ব, তাহা মূর্খের লক্ষণ।

২৯২। ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্নুত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণম্॥

হে রাজন্! সকল দ্রব্যের মধ্যে ধান্য-সংগ্রহই উত্তম ; (কারণ) রত্ন মুখে ফেলিলেও, তাহাতে প্রাণ-ধারণ হয় না।

২৯৩। খ্যাতঃ সর্ব্বরসানাং হি লবণো রস উত্তমঃ।
গৃহীতঞ্চ বিনা তেন ব্যঞ্জনং গোময়ায়তে॥

সকল-প্রকার রসের মধ্যে লবণ উত্তম রস বলিয়া খ্যাত ; (কারণ) বিনা লবণে ব্যঞ্জনের স্বাদ যেন গোময়ের মত।

২৯৪। যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা তৎ কিং নাশ্নাত্যুপানহম্॥

যাহার যাহা স্বভাব, তাহা নিত্য দুরতিক্রম; কুকুরকে যদি রাজা করা যায়, তখন কি সে জুতা চর্ব্বণ করে না?

২৯৫। ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা—
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি—
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্॥

সে সভা নয়, যেখানে বৃদ্ধ লোক নাই; তাহারা বৃদ্ধ নয়, যাহারা ধর্ম্ম কথা বলে না; তাহা ধর্ম্ম নয়, যাহাতে সত্য নাই; আর, তাহা সত্য নয়, যাহার ভিতরে ছল বিদ্যমান্।

২৯৬। অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ মহীভুজঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায়, সন্তুষ্ট রাজার রাজত্ব লোপ পায়; সলজ্জা গণিকার ব্যবসা লোপ পায়; আর নির্লজ্জা কুলস্ত্রীর সতীত্ব লোপ পায়।

২৯৭। ন নরস্য নরো দাসো দাসস্ত্বর্থস্য ভূপতে।
গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥

হে ভূপতি! মানুষ কখনও মানুষের দাস নহে, অর্থেরই দাস; যাহা কিছু লাঘব বা গৌরব, সে-সব ধনাধন-নিবন্ধনই হইয়া থাকে।

২৯৮। পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥

শত্রুও হিতকারী বন্ধু হয় এবং বন্ধুও অহিতকারী শত্রু হয়;—দেহজ ব্যাধি অহিত, আর বনজ ঔষধ হিত।

২৯৯। যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥

নিজের যদি প্রজ্ঞা-বুদ্ধি না থাকে, তবে শাস্ত্র তাহার কি করিতে পারে?—যে চক্ষুহীন, দর্পণে তাহার কি করিবে?

৩০০। মন্ত্রিণাং ভিন্নসন্ধানে ভিষজাং সান্নিপাতিকে।
কর্ম্মণি ব্যজ্যতে প্রজ্ঞা সুস্থে কো বা ন পণ্ডিতঃ ॥

সন্ধি-ভেদে মন্ত্রীর প্রজ্ঞা, সন্নিপাতিক ব্যাধিতে ভিষকের প্রজ্ঞা; এইরূপ কর্ম্মেই প্রজ্ঞার পরীক্ষা; নতুবা সহজ অবস্থায় কে পণ্ডিত নয়?

৩০১। বিষমো হি যথা নক্রঃ সলিলান্নির্গতোঽবশঃ।
বনাদ্বিনির্গতো শূরঃ সিংহোঽপি স্যাচ্ছৃগালবৎ॥

বিষম কুম্ভীর জল হইতে বিনির্গত হইলে যেমন অবশ; তেমনই পশুরাজ সিংহ বন হইতে বিনির্গত হইলে শৃগালবৎ (ভীরু)।

৩০২। বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংশ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

মানুষ বিষম দশা প্রাপ্ত হইলে দৈবকে দোষ দেয়; কিন্তু উহার মধ্যে যে নিজের কর্ম্মদোষাংশ আছে, মূর্খে তাহা জানে না।

৩০৩। বিশ্বাস প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তং হি হত্বা কিং নাম পৌরুষম্॥

যে বিশ্বাস করে, তাহাকে বঞ্চনায় কি পাণ্ডিত্য?—যে কোলে উঠিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে বধ করিয়া কি পৌরুষ?

৩০৪। ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তা মহিলা স্বপুত্রং—
খাদেৎ ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী স্বমণ্ডম্।
বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং—
ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।

ক্ষুধার্ত্তা নারী নিজ পুত্র ত্যাগ করে; ভুজগী নিজের ডিম্ব আহার করে;—ক্ষুধিতে কি পাপ না করে? যাহারা ক্ষীণ, তাহারা দয়াহীন হয়।

৩০৫। ক্ব গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি।

বল-বাহন-সমেত পৃথ্বীপাল সব, যাহাদের বিয়োগ-সাক্ষী-স্বরূপা ভূমি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহারা কোথায়?

৩০৬। অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ॥

জীবন, যৌবন, রূপ, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়-সহবাস, দ্রব্য-সঞ্চয়—এ সবই অনিত্য; পণ্ডিতে ইহাতে মুগ্ধ হয়েন না।

৩০৭। যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বৎভূত-সমাগমঃ॥

সমুদ্রে যেমন দুই কাষ্ঠখণ্ড একত্র হয়, আবার কিছুকাল পরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, (জগতে) জীবগণের মিলনও তদ্রূপ।

৩০৮। যথা হি পথিকঃ কশ্চিচ্ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেত্তদ্বৎ ভূত-সমাগমঃ॥

কোন পথিক যেমন ছায়ার আশ্রয়ে কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে থাকে, এ সংসারে জীব সমাগমও তদ্রূপ।

৩০৯। পঞ্চভি র্নির্ম্মিতে দেহে পঞ্চত্বঞ্চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে তত্র কা পরিদেবনা।

পঞ্চভূতে গঠিত দেহ পুনরায় পঞ্চভূতে মিশিয়া (কর্ম্মফলানুসারে) নিজ-নিজ যোনি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাতে পরিতাপের প্রয়োজন কি?

৩১০। আপাতরমণীয়ানাং সংযোগানাং প্রিয়ৈঃ সহ।
অপথ্যানামিবান্নানাং পরিণামোঽতি দারুণঃ॥

আপাত-রমণীয় প্রিয়-সংযোগ, অপথ্য অন্নের ন্যায়, পরিণামে অতি দারুণ।

৩১১। বনেঽপি দোষা প্রভবন্তি রাগিণা—
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে—
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

হৃদয়ে অনুরাগ পোষণ করিয়া বনবাসও দোষাবহ, আর পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া গৃহে বাসও তপস্যা; সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত অথচ অনুরাগ-বিহীন, এমন লোকের গৃহও তপোবন।

৩১২। দুর্জ্জন-দূষিতমনসঃ সুজনেষ্বপি নাস্তি বিশ্বাস।
বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যপি ফুৎকৃত্য ভক্ষয়তি॥

যাহার মন দুর্জ্জন কর্ত্তৃক একবার দূষিত হইয়াছে, সুজনেও তাহার বিশ্বাস হয় না ;—উত্তপ্ত পায়সে যে বালকের মুখ পুড়িয়াছে, সে দধিও ফু দিয়া ভক্ষণ করে।

৩১৩। মৃগতৃষ্ণাসমং বীক্ষ্য সংসারং ক্ষণভঙ্গুরম্।
সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্য্যাদ্ধর্ম্মায় চ সুখায় চ॥

ক্ষণভঙ্গুর সংসারকে মৃগতৃষ্ণিকা-স্বরূপ দেখিয়া সজ্জনের সঙ্গ করিবে ;—ধর্ম্মের জন্যও বটে, আর সুখের জন্যও বটে।

৩১৪। অশ্বমেধ সহস্রাণি সত্যঞ্চ তুলয়া কৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ হি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত সত্যের তুলনা করিলে, অশ্বমেধ-সহস্রাপেক্ষা সত্যই অধিক গুরু।

৩১৫। ক্বচিৎ রুষ্টঃ ক্বচিৎ তুষ্টঃ রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণেক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

অব্যবস্থিত-চিত্ত (অর্থাৎ যাহাদের মনের স্থিরতা নাই, এমন) লোকে কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট—এইরূপ ক্ষণে-ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট হইয়া থাকে ;—সুতরাং এমন লোকের অনুগ্রহ বা প্রসন্নতাও ভয়ঙ্কর !

৩১৬। সগুণো নির্গুণোঽপি বা সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টঃ তণ্ডুলো নাঙ্কুরায়তে॥

সগুণই হউক, বা নির্গুণই হউক, সহায় তদপেক্ষা অধিক বলবান্;—তণ্ডুল যদি তুষভ্রষ্ট হয়, তবে সে তণ্ডুল অঙ্কুরিত হয় না।

৩১৭। অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥

যেখানে পাত্র না থাকে, সেখানে অপাত্রও পাত্র বলিয়া গণ্য হয়;—যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে এরণ্ডও বৃক্ষ বলিয়া গণ্য।

৩১৮। জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

(অনন্য সাধারণ লোকের প্রতি উক্তি)—আমাদের মত বহু ক্ষুদ্র-জন্তু জীবন ধারণ করে এবং মরিয়া যায়; কিন্তু এমন লোকের মত লোক কখনও হয় নাই, হবেও না।

৩১৯। সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ—
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতি সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং—
সুদীর্ঘ-কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্॥

সুজীর্ণ অন্ন, সুবিচক্ষণ পুত্র, সুশাসিতা স্ত্রী, সুসেবিত রাজা, আর যাহা সুচিন্তা করিয়া কথিত, আর, সুবিচার করিয়া কৃত—এ সব সুদীর্ঘকালেও বিকার-প্রাপ্ত হয় না।

৩২০। বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষাংশ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

বিষম দশা প্রাপ্ত হইলে মানুষ দৈবকেই দোষ দেয়; কারণ, মূর্খ লোকে নিজের কর্ম্মদোষ বুঝে না।

চাণক্য

৩২১। শর্ব্বরী-ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবী-ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্‌॥

রাত্রির ভূষণ চন্দ্র, নারীদিগের ভূষণ পতি; পৃথিবীর ভূষণ রাজা, এবং সকলের ভূষণ বিদ্যা।

৩২২। লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ॥

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রকে লালন করিবে; দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাড়ন (অর্থাৎ শাসন) করিবে; কিন্তু ষোল বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে, পুত্রের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিবে।

৩২৩। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমংজ্ঞানং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

বিষের মধ্যে যদি অমৃত থাকে, তাহা লইবে, কুস্থান হইতেও কাঞ্চন লইবে, নীচ হইতেও উত্তম জ্ঞান লইবে এবং হীনবংশ হইতেও স্ত্রীরত্ন লইবে।

৩২৪। জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চ আপদি কালে চ ভার্য্যাং চ বিভবক্ষয়ে॥

কর্ম্মার্থে প্রেরণ করিলে, ভৃত্যকে ব্যসনে বান্ধবকে, আপদে মিত্রকে এবং ধনক্ষয়ে ভার্য্যাকে জানিতে পারা যায়।

৩২৫। সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥

সর্প ক্রূর, খলও ক্রূর; সর্পাপেক্ষাও খল অধিক ক্রূর; কারণ, সর্পকে মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা বশ করা যায়; কিন্তু খল কিসের দ্বারা নিবার্য্য?

৩২৬। ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পূণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্॥

দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ কর; সাধু-সমাগম ভজনা কর; অহোরাত্র পুন্য কর এবং সতত অনিত্যতা স্মরণ কর।

৩২৭। পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোস্থানে চাপল্যং চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

পর স্ত্রী, পর দ্রব্য, পরের পরীবাদ, গুরুজন সমীপে পরিহাস ও চাপল্য বর্জ্জন করিবে।

৩২৮। ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যতে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

যেখানে উত্তমর্ণ (ঋণদাতা), বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও বৈদ্য এই পাঁচটী নাই, সেখানে বাস করিবে না।

৩২৯। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
শাস্ত্রপূতং বদেৎ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

দেখিয়া পাদক্ষেপ করিবে; কাপড়ে ছাঁকিয়া জল পান করিবে; শাস্ত্র সম্মত বাক্য বলিবে; এবং আত্মবিবেকানুযায়ী আচরণ করিবে।

৩৩০। মূর্খাঃ যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্য যত্র সুসঞ্চিতম্।
দাম্পত্য-কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতা॥

যেখানে মূর্খদিগের আদর নাই, যেখানে ধান্য সুসঞ্চিত, এবং যেখানে দাম্পত্য-কলহ নাই; লক্ষ্মী সেইখানেই স্বয়ং আসিয়া থাকেন।

৩৩১। কোকিলানাং স্বরো রূপং পাতিব্রত্যং চ যোষিতাম্।
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥

স্বর কোকিলদিগের রূপ; পাতিব্রত্য নারীদিগের রূপ; বিদ্যা কুরূপ লোকের রূপ এবং ক্ষমা তপস্বীদিগের রূপ।

৩৩২। নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা চাভোগেন হতং ধনম্॥

নির্গুণের রূপ নষ্ট; দুঃশীলের কুল নষ্ট; অসিদ্ধের বিদ্যা নষ্ট; এবং অভোগীর ধন নষ্ট।

৩৩৩। স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্ম্ম-বিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্॥

যে গুণবান্, তাহার জীবন সার্থক; যে ধার্ম্মিক, তাহার জীবন সার্থক; গুণ-ধর্ম্ম-বিহীন লোকের জীবন নিষ্প্রয়োজন।

৩৩৪। দুর্লভং সুনৃতং বাক্যং দুর্লভঃ পণ্ডিতঃ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশা ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥

সত্য বাক্য দুর্লভ; পণ্ডিত পুত্র দুর্লভ; সদৃশী (অর্থাৎ সহানুভূতি-সম্পন্না) ভার্য্যা দুর্লভ; এবং প্রিয় আত্মীয়জন দুর্লভ।

৩৩৫। শৈলে-শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনো ন বনে-বনে॥

শৈলে-শৈলে মাণিক্য মিলে না ; গজে-গজে মৌক্তিক থাকে না ; সর্ব্বত্র সাধুজন পাওয়া যায় না ; আর বনে-বনে চন্দন বৃক্ষ হয় না।

৩৩৬। সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধু-সমাগমঃ॥

সাধুদিগের দর্শন পুন্য ; যে হেতু তাঁহারা তীর্থ-স্বরূপ ; (এবং) তীর্থ দর্শনের ফল কালে ফলে ; কিন্তু সাধুসমাগম সদ্যঃ ফলপ্রদ।

৩৩৭। দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্॥

দুর্ব্বলের বল রাজা ; বালকদিগের বল রোদন, মূর্খের বল মৌনিত্ব এবং চোরের বল মিথ্যা-কথন।

৩৩৮। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, কন্যাদাতা, জনক এবং উপনেতা—এই পাঁচ জন পিতৃপদ-বাচ্য।

৩৩৯। আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনু র্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

প্রথমেই জননী, তৎপরে গুরু পত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, ধেনু, ধাত্রী এবং পৃথিবী, এই সাত জন মাতৃপদ-বাচ্য।

৩৪০। সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥

পশু-পক্ষী হইতে শিক্ষনীয় গুণ, যথা—সিংহ হইতে এক, বক হইতে এক, কুকুর হইতে ছয়, গর্দ্দভ হইতে তিন, কাক হইতে পাঁচ, এবং কুক্কুট হইতে চারিটী গুণ শিক্ষা করিবে।

৩৪১। প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেন তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে চাহে, সে কার্য্য বড়ই হউক আর ছোটই হউক, তাহা সম্পাদন করিতে সর্ব্ব প্রযত্ন প্রয়োগ করিবে; এই এক গুণ সিংহ হইতে শিক্ষণীয়।

৩৪২। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশ-কালং বলং জ্ঞাত্বা সর্ব্ব কার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বকবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া, এবং দেশ, কাল ও নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া কার্য্য সাধন করিবেন। (বক হইতে ইহাই শিক্ষণীয়)।

৩৪৩। বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যা ষট্ শুনো গুণাঃ॥

কুকুরের ছয়টী গুণ—বহু ভোজনপ্রিয়; কিন্তু অল্পে তুষ্ট, নিদ্রাবিলাসী, অথচ সজাগ, প্রভুভক্ত এবং যুদ্ধপরায়ণ।

৩৪৪। অবিশ্রান্তং বহেদ্ ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥

গর্দ্দভ হইতে তিনটী গুণ শিখিবে—অবিশ্রান্ত ভার বহন, শীত-গ্রীষ্মে সমভাব এবং সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ভাব।

৩৪৫। লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাং ধার্ষ্ট্যং কালে-কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ॥

লক্ষ্য বস্তুর দিকে একদৃষ্টি, ধৃষ্টতা, সময়ে-সময়ে (অর্থাৎ একবারে নহে) খাদ্য-সংগ্রহ, অপ্রমাদ, অনালস্য, এই পাঁচটী গুণ কাক হইতে শিক্ষণীয়।

৪৪৬। যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ, প্রত্যূষে জাগরণ, বন্ধুর সঙ্গে ভোজন, এবং বিপদাপন্ন স্ত্রীকে রক্ষণ, এই চারিটী গুণশিক্ষা করিবে কুক্কুটের আচরণ দেখিয়া।

৩৪৭। ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

বিদ্যার মত বন্ধু নাই ; রিপুর মত রোগ নাই ; অপত্য-স্নেহের মত স্নেহ নাই ; এবং দৈব বলের মত বল নাই।

৩৪৮। সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্।
নরেন্দ্রাবরণো দেশ শ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

পৃথিবীর ভূখণ্ডের আবরণ সমুদ্র ; বাসগৃহের আবরণ প্রাচীর-বেষ্টন ; দেশের আবরণ রাজা ; এবং স্ত্রীলোকের আবরণ সচ্চরিত্র।

৩৪৯। নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠং চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে॥

ফলবান্ বৃক্ষ, গুণবান্ লোক, ইহারা নম্র হয় ; আর শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খ লোক, ইহারা ভাঙ্গিবে, তবু নুইবে না।

৩৫০। নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

বিদ্যার মত চক্ষু নাই ; সত্যের মত তপ নাই ; ক্রোধের মত দুঃখ নাই, এবং ত্যাগের মত সুখ নাই।

৩৫১। পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্‌।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্‌॥

পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্ত গত ধন, প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হইলে সে বিদ্যা ও সে ধন কোন কাজে আসে না।

৩৫২। প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্‌।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥

বয়সের প্রথম ভাগে যদি বিদ্যার্জ্জন না করা যায়, দ্বিতীয় ভাগে যদি ধনোপার্জ্জন না করা যায়, এবং তৃতীয় ভাগে যদি পুণ্যার্জ্জন না করা যায়, তবে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ-ভাগে আর কি হইবে?

৩৫৩। মনস্যন্যদ্‌ বচস্যন্যদ্‌ কর্ম্মণ্যন্যদ্‌ দুরাত্মনাম্‌।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্‌॥

দুরাত্মাদিগের মন, বাক্য ও কর্ম্ম ভিন্ন প্রকার; কিন্তু মহাত্মাদিগের মন, বাক্য ও কর্ম্ম একই প্রকার অর্থাৎ মনেও যাহা, বাক্যেও তাহা এবং কর্ম্মেও তাহা।

৩৫৪। হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্‌।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্‌॥ ✔

হস্তের ভূষণ দান, কণ্ঠের ভূষণ সত্য কথন, কর্ণের ভূষণ শাস্ত্রকথা শ্রবণ; অন্য ভূষণে প্রয়োজন কি?

৫৫। তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গ স্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাত্মন স্তৃণং নারী নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ॥

পাঠান্তর—উদারস্য তৃণং বিত্তং শূরস্য মরণং তৃণম।
বিরক্তস্য তৃণং ভার্য্যা নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ॥

ব্রহ্মবিদের পক্ষে স্বর্গ তৃণবৎ; বীরের পক্ষে জীবনটা তৃণবৎ; জিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে রমণী তৃণবৎ এবং স্পৃহাহীন লোকের পক্ষে জগৎ তৃণবৎ (অর্থাৎ তুচ্ছ)।

৩৫৬। কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

কাল প্রাণী সকলকে জীর্ণ করে; কাল প্রজাকুল সংহার করে; সকলে নিদ্রিত থাকিলেও কাল জাগ্রত;—অতএব কালের হাত এড়াইবার উপায় নাই, ইহা নিশ্চিত।

৩৫৭। অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সংত্যজ্য গচ্ছতি।
দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোঽপ্যর্থং ন মুঞ্চতি॥

অদাতা পুরুষই বাস্তবিক ত্যাগী; কারণ, তিনি সঞ্চিত ধন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; দাতাকেই কৃপণ বলিয়া বোধ হয়; কারণ, তিনি মরণেও অর্থ ছাড়েন না (অর্থাৎ দানের ফল তাঁর সঙ্গে যায়)।

৩৫৮। আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

পতির দুঃখে যে ভার্য্যা দুঃখিনী, পতির হর্ষে যিনি আমোদিতা, পতি বিদেশে থাকিলে যিনি মলিনা ও কৃশা, পতির মৃত্যুতে যিনি ম্রিয়মানা, সেই স্ত্রীই পতিব্রতা।

৩৫৯। বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ।
পুষ্পং পর্য্যুসিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

এ সংসারে কে কাহার প্রিয়?—পাখীরা ফলহীন বৃক্ষকে ত্যাগ করে; সারসগণ শুষ্ক সরোবরকে ত্যাগ করে; গণিকারা অসার পুরুষকে ত্যাগ করে; রাজা লক্ষ্মী-শ্রী-ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে ত্যাগ করে; বাসি ফুলকে ভ্রমরগণ, দাবদগ্ধ বনকে মৃগগণ, ত্যাগ করিয়া থাকে; কার্য্য-বশেই সকলের ভালবাসা; নতুবা কে কাহার প্রিয়?

৩৬০। স্থানস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রে সলিল-ভাস্করৌ।
স্থানচ্যুতস্য তস্যৈব ক্লেদ-দাহকরাবুভৌ॥

স্থান মাহাত্ম্য—পদ্ম যতক্ষণ স্বস্থানে, ততক্ষণ জল ও সূর্য্য তাহার মিত্র; স্থানচ্যুত হইলে তখন তাহারা পদ্মের ক্লেদ ও দাহকারী হয়।

৩৬১। বরং দরিদ্রঃ শ্রুতিশাস্ত্র-পাঠকো—
নচার্থযুক্তঃ শ্রুতি-শীল-বর্জ্জিতঃ।
সুলোচনঃ ক্ষীণপটোঽপি শোভতে।
ন নেত্রহীনঃ কনকাদ্যলঙ্কৃতঃ॥

বেদাচারবিহীন হইয়া ধনী হওয়া অপেক্ষা দরিদ্র বেদপাঠকও শ্রেয়ঃ; স্বর্ণাভরণাদি ভূষিত চক্ষুঃহীন লোক অপেক্ষা জীর্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত সুলোচন ব্যক্তিই শোভা পাইয়া থাকে।

৩৬২। বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনম্।
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ শুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ-গমনে বিদ্যাক্ষয়ং সম্বলম্
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে বহুধনো বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

বিদ্যা মনুষ্যকে রূপ অপেক্ষা অধিক শ্রী-সম্পন্ন করে; উহা প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধন; বিদ্যা ভোগ, যশ ও শুভ দাত্রী; বিদ্যা গুরুরও গুরু; বিদেশ-গমনে বিদ্যাই বন্ধু; বিদ্যা অক্ষয় সম্বল; বিদ্যা রাজসম্মান-প্রদা; বিদ্যাহীন লোক বহু ধনী হইলেও পশু।

৩৬৩। শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈ র্বিদ্যা চ ধর্ম্মশ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ॥

এই পাঁচটী কার্য্য ধীরে-ধীরে করিতে হয়—কন্থাসীবন, পথ ভ্রমণ, পর্ব্বত লঙ্ঘন, বিদ্যার্জ্জন ও ধর্ম্ম-সঞ্চয়।

৩৬৪। দুর্জ্জনস্য চ সর্পস্য বরং সর্পো ন দুর্জ্জনঃ।
সর্পো দশতি কালে তু দুর্জ্জনস্তু পদে-পদে

দুর্জ্জন ও সর্পের মধ্যে বরং সর্প ভাল; কারণ, সর্প কোন-এক সময়ে দংশন করে, কিন্তু দুর্জ্জন দংশন করে পদে-পদে।

৩৬৫। দুর্জ্জনৈঃ সহ সঙ্গেন সজ্জনোঽপি বিনশ্যতি
জলং প্রসন্নমপ্যাশু পঙ্কঃ কর্দ্দমতাং নয়েৎ।

দুর্জ্জনদিগের সঙ্গ করিলে সজ্জনও বিনাশ প্রাপ্ত হয়; পঙ্ক-সঙ্গে নির্ম্মল জল শীঘ্রই মলিনতা প্রাপ্ত হয়।

৩৬৬। দুর্জ্জনস্য মুখে প্রীতি র্বাচি চন্দন-শীতলা।
হৃদয়ে তস্য দুর্ব্বুদ্ধিঃ কুলিশাদপি কর্কশা॥

দুর্জ্জনের মুখে প্রীতি, বাক্যে চন্দনের মত শীতলতা, কিন্তু তাহার হৃদয়ে বজ্রাপেক্ষা কঠোর দুর্ব্বুদ্ধি।

৩৬৭। শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ—
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষম্।
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

অগ্নিকে জল দ্বারা, বৃষ্টি ও রৌদ্রকে ছত্র দ্বারা, মদমত্ত হস্তীকে শাণিত অঙ্কুশ দ্বারা, গো-গর্দ্দভকে দণ্ড দ্বারা, রোগকে ঔষধ-গ্রহণ দ্বারা, (সর্প) বিষকে বিবিধ মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা, নিবারিত করা যায়; সকল আপদ-বিপদেরই শাস্ত্র-বিহিত ঔষধ আছে; কেবল মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

৩৬৮। অপকারিষু মা পাপং চিন্তয়স্ব মহামতে।
স্বয়মেব হি নশ্যন্তি কূলজাতা ইব দ্রুমাঃ॥

হে মহামতে! অপকারীর প্রতি মন্দ আচরণ-রূপ পাপ মনে আনিবেন না; কারণ, নদীকূলজাত বৃক্ষের ন্যায় সে নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৩৬৯। গুণবন্তোঽপি সীদন্তি ন গুণগ্রাহকো যদি।
সগুণোঽপি পূর্ণকুম্ভো যথা কূপে নিমজ্জতি॥

গুণগ্রাহক না থাকিলে গুণবন্তেও দুঃখ পাইয়া থাকেন; যেমন, পূর্ণ কুম্ভ সগুণ অর্থাৎ রজ্জুবদ্ধ হইলেও গুণগ্রাহক অর্থাৎ সেই রজ্জু ধরিবার লোক না থাকিলে কূপে নিমজ্জিত হইয়া থাকে।

৩৭০। ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।
ফলন্তি চ পরস্যার্থে সৎপথস্থা ইব দ্রুমাঃ॥ ৮

পথস্থ বৃক্ষগণ নিজে রৌদ্র ভোগ করিয়াও পথিককে ছায়া দান করে; তাহাদের ফল সম্ভারও পরের জন্য; সৎপথস্থ সাধু ব্যক্তিদিগের প্রকৃতিও সেইরূপ।

৩৭১। বরং নরঃ সৎপুরুষাবমানিতো—
ন নীচ-সম্মান-শতাভিপূজিতঃ।
বরাশ্বপাদাভিহতোঽপি শোভতে-
ন গর্দ্দভস্যোপরি ভূষিতাকৃতিঃ॥

সৎ লোক কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়াও শ্রেয়ঃ; তবু নীচ কর্ত্তৃক বহু সম্মানে পূজিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়; —ভূষিতাকৃতি হইয়া গর্দ্দভের উপরে আরোহণ অপেক্ষা ভাল ঘোড়ার লাথি খাওয়াও শোভা পায়।

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিজনে, নাধমে লব্ধকামা।"— (মেঘদূত

৩৭২। যে ত্বাবন্মলয়োপকণ্ঠ-নিলয়াস্তেষিন্ধনং চন্দনম্—
তীরোপান্তনিবাসিনাং জলনিধে রত্নানি পাষাণবৎ।
কাশ্মীরেষু নিবাসিনামপি নৃণাং নাস্ত্যাদরঃ কুঙ্কুমে—
দূরস্থ্য মহার্ঘতা পরিভবঃ সংবাসতো জায়তে ॥

যাহারা মলয়-পর্ব্বতের উপকণ্ঠে বাস করে, চন্দন-কাষ্ঠ তাহাদের ইন্ধন স্বরূপ; যাহারা সমুদ্রের তীরদেশে বাস করে, শঙ্খ-মুক্তাদি রত্ন-সকল তাহাদের কাছে পাথরের নুড়ির মত; কাশ্মীর-দেশে যাহাদের বাস, সেখানকার লোকের কাছে কুম্‌কুমের আদর নাই;—যাহা দূরে থাকে, তাহারই আদর এবং যাহা নিকটে, তাহার প্রতি অনাদর (স্বাভাবিক)। তুলনা কর—

" Distance lends enchantment to the view. "

" গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না " এবং " দূরের কেশে দন "।

৩৭৩। গঙ্গাতরঙ্গ-জল-শীকর-শীতলানি—
বিদ্যাধরাধ্যুষিত-চারুশিলাতলানি।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি—
যন্মেব যান্তি পরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ ॥

হিমালয়ে গঙ্গা-তরঙ্গের জলকণায় শীতল এবং বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক অধিষ্টিত মনোরম শীলাতলগুলি কি লয় প্রাপ্ত হইয়াছে? তবে, পরান্নভোগরত মানুষেরা সেখানে গিয়া থাকে না কেন? ভাবার্থ—পরান্নভোজন অপেক্ষা সন্ন্যাস অবলম্বন অধিক সুখের।

৩৭৪। উদ্যোগে নাস্তি দারিদ্র্যং জপতো নাস্তি পাতকম্।
মৌনে চ কলহো নাস্তি নাস্তি জাগরিতে ভয়ম্॥

উদ্যোগী পুরুষের দারিদ্র্য অসম্ভব; যে তপ-জপে রত, তাহার পাপ-কার্য্য অসম্ভব; যে মৌনী; কলহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব; এবং যে জাগ্রত, তাহার পক্ষে ভয় (চৌর্য্য ভয়) অসম্ভব।

৩৭৫। অতি রূপেণ বৈ সীতা অতি গর্ব্বেণ রাবণঃ।
অতি দানাদ্ বলির্ব্বদ্ধো হ্যতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥

সকল বিষয়েই "অতি" বর্জ্জন করিবে; (দেখ) অতি রূপ ছিল বলিয়া সীতার হরণ-দুঃখ ঘটিয়াছিল; অতি গর্ব্ব ছিল বলিয়া রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অতি দানে বলি পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

৩৭৬। অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম॥

রাবণের অতি-দর্পে লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল, দুর্যোধনাদি কৌরবদিগের অতি-মানে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অতি-দানে বলি রাজা পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন; অতএব অত্যন্ত সকলি নিন্দনীয়।

৩৭৭। একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্ বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

একটি মাত্র সুগন্ধি বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে সেই বনের সর্ব্বভাগ যেমন সুবাসিত হয়, একটী মাত্র সুপুত্রের দ্বারা কুলও তেমনই।

৩৭৮। একেন শুষ্কবৃক্ষেণ দহ্যমানেন বহ্নিনা।
দহ্মতে তদ্ বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥

একটী মাত্র শুষ্ক বৃক্ষ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিলে বনের সর্ব্ব ভাগই যেমন দাবদগ্ধ হয়, একটী মাত্র কুপুত্রের দ্বারা কুলও তেমনই।

৩৭৯। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
ফলং জন্ম হি মর্ত্ত্যেষু মরণং তস্য কেবলম্॥

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যাহার একটীও নাই, এ সংসারে তাহার জন্ম কেবল মরণ-ফলেরই নিমিত্ত।

৩৮০। গুণা ধনেন লভ্যন্তে ন ধনং লভ্যতে গুণৈঃ।
ধনী গুণবতাং সেব্যো ন গুণী ধনিনাং ক্বচিৎ॥

ধনের দ্বারা গুণ লাভ হয়; কিন্তু গুণের দ্বারা ধন লাভ হয় না; এই জন্য ধনী গুণিগণের সেব্য, গুণী কথনও ধনীদিগের সেব্য নহেন।

৩৮১। সংসার-তাপ-দগ্ধানাং ত্রয়ো বিশ্রান্তি-হেতবঃ।
অপত্যঞ্চ কলত্রঞ্চ সতাং সঙ্গতিরেব চ॥

সংসারে তাপ-দগ্ধ মানবদিগের পক্ষে কেবল তিনটী বিশ্রাম-স্থল আছে;—অপত্য, কলত্র এবং সৎ-লোকের সঙ্গ।

৩৮২। কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা—
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা—
বিষাগ্নিনা ষট্ প্রদহন্তি কায়ম্॥

ছয়টী বিষয় বিনা অগ্নিতে দেহ দাহ করে; কুগ্রামে বাস, কুজনের সেবা, কু ভোজন, ক্রোধ-মুখী ভার্য্যা, মূর্খ পুত্র ও বিধবা কন্যা।

৩৮৩। অনভ্যাসে বিষং শাস্ত্রমজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
দরিদ্রস্য বিষং গোষ্ঠী বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্॥

১৭৩ সংখ্যক শ্লোক দেখ।

অভ্যাস-অভাবে শাস্ত্র, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন, দরিদ্রের বহু পরিবার এবং বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা,—এই কয়টী বিষ-স্বরূপ।

৩৮৪। যথা খরশ্চন্দন-ভারবাহী—
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথা জনোঽয়ং বহুশাস্ত্র-পাঠী—
শাস্ত্রস্য পাঠী ন তু নিশ্চয়স্য॥

গর্দ্দভ যেমন চন্দন-কাষ্ঠের ভার বহন করিলেও চন্দন কি, তাহা সে জানে না, তেমনই বহু-শাস্ত্র-পাঠী কেবল শাস্ত্র-পাঠী মাত্র—সিদ্ধান্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়।

৩৮৫। মাতাপিতৃময়ো বাল্যে যৌবনে দয়িতাময়ঃ।
শেষেঽপত্যময়ো মূঢ় হন্ত নাত্মময়ঃ ক্বচিৎ॥

সংসার-মোহ-মুগ্ধ জন বাল্যে পিতা-মাতা ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যৌবনে দয়িতাই সব; শেষে অপত্যময়;—কখনই আত্মময় নহে।

৩৮৬। নিরালস্যাশ্চ সন্তুষ্টাঃ সুস্বপ্নাঃ সুপ্রবোধিনঃ।
সুখদুঃখসমা ধীরা ভৃত্যা জগতি দুর্ল্লভাঃ॥

অনলস, সন্তুষ্ট, সুনিদ্র, অথচ সজাগ, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, এবং ধীর এমণ ভৃত্য জগতে দুর্লভ।

৩৮৭। সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।
মাত্রাসু প্রতিবদ্ধানি যো জানাতি স লেখকঃ॥

(লেখার রীতি)—অক্ষরগুলি সমানাকার, তাহাদের শীর্ষভাগ পরস্পর সমান ; ঘন-নিবিষ্ট অথচ পরস্পর সংলগ্ন নয়, এবং শব্দ মাত্রায় নিবদ্ধ—লেখার এই সব রীতি যে জানে সেই লেখক।

৩৮৮। মন্ত্রিবর্গেষু সারোঽয়ং দৃশি নিত্যপ্রসন্নতা।
মুখে বহতি মাধুর্য্যং হৃদয়ে কার্য্য-নিশ্চয়ম্॥

মন্ত্রীদিগের সার-গুণ এই যে, তাহারা সর্ব্বদা প্রসন্ন দৃষ্টি হইবেন, তাঁহাদের বাক্যে মধুরতা (অথচ) অন্তরে কর্ত্তব্য-নিশ্চয় বিদ্যমান থাকিবে।

৩৮৯। গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।
পণ্ডিতেষু গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলাঃ॥

গুণহীন লোককে ত্যাগ করিয়া গুণবান লোককেই (কর্ম্মে) নিয়োগ করা উচিত ; কারণ, পণ্ডিতেই সকল গুণ থাকে, মূর্খ কেবল দোষাকর।

৩৯০। বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনম্।
বৃথা দানং সমৃদ্ধেষু নীচে চ সুকৃতং বৃথা ॥

পাঠান্তর (শেষ ভাগে) বৃথা দীপোদিবাপি চ।

সমুদ্রে বৃষ্টি বৃথা, তৃপ্ত জনকে খাদ্য দান বৃথা, সমৃদ্ধ জনকে ধনদান বৃথা এবং নীচমনা ব্যক্তির সৎকর্ম্ম বৃথা।

৩৯১। একোদরসমুদ্ভূতা একনক্ষত্রজাতকাঃ।
ন ভবন্তি সমাঃ শীলৈর্যথা বদরী-কণ্টকাঃ ॥

একই উদরে একই নক্ষত্রে জন্ম হইলেও গুণ সমান হইবে, এমন নয়; —যেমন কুল বৃক্ষের ফল ও কাঁটা।

৩৯২। বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু ভার্য্যা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্ম্মো মিত্রং মৃতস্য চ ॥

প্রবাসে বিদ্যাই মিত্র, গৃহে ভার্য্যাই মিত্র, রোগে ঔষধই মিত্র এবং মৃত ব্যক্তির (অর্থাৎ পরলোকে) ধর্ম্মই মিত্র।

৩৯৩। চলা লক্ষ্মীশ্চলা প্রাণাশ্চলে জীবিত-মন্দিরে ।
চলাচলৌ চ সংসারে ধর্ম্ম একো হি নিশ্চলঃ ॥

এ সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী, প্রাণ, ও বাসস্থান এ সবই চঞ্চল; কেবল ধর্ম্মই একমাত্র নিশ্চল অর্থাৎ স্থির।

৩৯৪। মাতা যদি ভবেল্লক্ষ্মীঃ পিতা দেবো জনার্দ্দনঃ।
নার্থ-সম্প্রতিপত্তিঃস্যাদ্ বিনা প্রাক্-পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ✔

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী যদি মাতা ও সাক্ষাৎ বিষ্ণু যদি পিতা হয়েন, তবু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল ভিন্ন অর্থ-প্রাপ্তি ঘটে না।

৩৯৫। কর্ম্মাণ্যেব প্রধানানি ন নক্ষত্রং নবা গ্রহাঃ।
বশিষ্ঠদত্তলগ্নাপি জানকী দুঃখভাগিনী ॥

জীবের পক্ষে কর্ম্মফলই প্রধান ; নবগ্রহ ও নক্ষত্র শুভাশুভ-বিধাতা নহে ; বশিষ্ঠ-ঋষি সম্মত লগ্নে বিবাহিতা হইয়াও জানকী দুঃখভাগিনী।

৩৯৬। ন পিতুঃ কর্ম্মণা পুত্রো ন পিতা পুত্রকর্ম্মণা।
স্বকৃতেনৈব সম্পত্তিং বিপত্তিং চোপভুঞ্জতে ॥

পিতার কর্ম্মফল পুত্র, বা পুত্রের কর্ম্মফল পিতা, ভোগ করে না ; সকলেই নিজ-নিজ কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

৩৯৭। ন মন্ত্রেণ ন বীর্য্যেণ ন ধিয়া পৌরুষেণ চ।
অলভ্যং লভতে জন্তুস্তত্র কা পরিবেদনা ॥

(বিনা প্রারব্ধ), মন্ত্র, বীর্য্য, ধীশক্তি বা পৌরুষ দ্বারা অলভ্য বস্তু লাভ করা যায় না ; অতএব ইহার জন্য শোক বৃথা।

৩৯৮। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

যাহা-কিছু পরের বশে, সে সবই দুঃখজনক এবং যাহা-কিছু নিজের বশে, তাহাই সুখকর; সংক্ষেপে, ইহাই সুখ-দুঃখের লক্ষণ।

৩৯৯। সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ॥

সুখের পরে দুঃখ, এবং দুঃখের পরে সুখ; এইরূপে সংসারে সুখ-দুঃখ চক্রের মত ঘুরিতেছে।

৪০০। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো দেহে তিষ্ঠন্তি তস্করাঃ।
তে মুষ্ণন্তি জগৎ সর্ব্বং তস্মাদ্ জাগৃত জাগৃত॥

কাম-ক্রোধ-লোভাদি ছয় তস্কর দেহের মধ্যে রহিয়াছে; তাঁহারা জগতের সকলই হরণ করিতেছে; অতএব জাগ, জাগ।

৪০১। কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য বন্ধু মহামুনে।
বিভ্রমশ্চ স্মৃতিভ্রংশাত্তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

হে মহামুনে! এ জগতে কে কাহার মাতা, কে কাহার পিতা? স্মৃতিভ্রংশ-বশতঃ বিভ্রমে জীব-সকল মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

৪০২। বাল্যে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে।
ধাতুষু ক্ষীয়মানেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥

বাল্যকালে যে শান্ত, তাহাকেই "শান্ত" বলা হয়; নতুবা শারীর শক্তির ক্ষয়ে যে শম-গুণ, তাহা কাহার না হয়?

৪০৩। কাকঃ পক্ষিষু চাণ্ডালঃ পশূনাঞ্চৈব কুক্কুরঃ। ✓
কোপী মুনীনাং চাণ্ডালঃ সর্ব্বেষাং চৈব নিন্দকঃ॥

পক্ষীদিগের মধ্যে কাক, পশুদিগের মধ্যে কুক্কুর, মুনিদিগের মধে কোপন-স্বভাব এবং লোক-সকলের মধ্যে নিন্দক, চণ্ডাল-স্বরূপ।

৪০৪। খলঃ সর্ষপ-মাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥

খল ব্যক্তি সর্ষপ-তুল্য ক্ষুদ্র পরচ্ছিদ্রও দেখিয়া থাকে; কিন্তু নিজেব সম্বন্ধে বিল্ব-ফলের মত বড় ছিদ্র দেখিয়াও দেখে না।

তুলনা কর :—"Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye" (*Bible*)

৪০৫। শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকং পদ্মনালে,—
যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে।
উদধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং—
বয়সি ধনবিয়োগো নির্বিবেকো বিধাতা॥

চন্দ্রে কলঙ্ক, পদ্মনালে কণ্টক, যুবতীর কুচনিপাত, কেশজালের পক্কতা, সমুদ্রজলের লবণাক্ততা, পণ্ডিতের নির্ধনতা, বয়স থাকিতে পতিবিয়োগ—অহো, বিধাতা বিবেকহীন!

৪০৬। যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

(অর্থ-মাহাত্ম্য)—যাহার অর্থ আছে, তাহার মিত্রবর্গের অভাব হয় না, যাহার অর্থ আছে, তাহার বান্ধবেরও অভাব নাই; যাহার অর্থ আছে, এ সংসারে সেই "পুরুষ" এবং যাহার অর্থ আছে, সেই "পণ্ডিত" বলিয়া গণ্য হয়।

৪০৭। শকটং পঞ্চহস্তেন দশহস্তেন বাজিনম্।
হস্তিনং তু সহস্রেণ দেশত্যাগেন দুর্জ্জনম্॥

শকট হইতে পাঁচ হাত, অশ্ব হইতে দশ হাত, হস্তী হইতে সহস্র হাত, দূরে থাকিয়া চলিবে; কিন্তু দুর্জ্জনকে এড়াইতে হইলে দেশত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

৪০৮। তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘনগর্জ্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলঃ পরবিপত্তিষু ॥ ✔

ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ ভোজনে; ময়ূরের আনন্দ মেঘ-গর্জ্জনে, সাধুর সুখ অন্যের শ্রী-বৃদ্ধিতে এবং খলের আহ্লাদ পরের বিপদে।

৪০৯। বৃদ্ধাং স্ত্রিয়ং নবং মদ্যং শুষ্কমাংসমাদ্রমূলকম্।
রাত্রৌ বারি দিবা স্বপ্নং বিষবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

বৃদ্ধা স্ত্রী, নূতন মদ্য, শুষ্ক মাংস, কাঁচা মূলক, রাত্রিতে জল-পান, এবং দিবা নিদ্রা বিষবৎ বর্জ্জন করা উচিত।

৪১০। বিষং বিশ্বো দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
অশিক্ষিতা বিষং বিদ্যাপ্যজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ॥

দরিদ্রের পক্ষে বিশ্ব, বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী, অশিক্ষিতা বিদ্যা ও অজীর্ণে ভোজন;—এই কয়টী বিষ-স্বরূপ।

৪১১। শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥

শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, প্রভাতের সূর্য্য, তরুণ দধি, প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা—এই ছয়টী সদ্যঃ প্রাণহর।

৪১২। সদ্যঃপক্বং ঘৃতং দ্রাক্ষা বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
উষ্ণোদকং তরুচ্ছায়া সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥

সদ্যঃ-পক্ব ঘৃত, দ্রাক্ষা, বালা-স্ত্রী, দুগ্ধ-পান, উষ্ণ জল, তরুচ্ছায়া—এই ছয়টি সদ্যঃ প্রাণকর (উপকারী)।

৪১৩। জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ নাস্তি পুত্রসমো রিপুঃ॥

পুত্রের মত শত্রু আর নাই; কারণ জন্মিবার পর হইতেই স্ত্রীকে এক প্রকার হারাইতে হয়; বয়স বাড়িতে থাকিলে ক্রমেই ধনক্ষয় হইয়া থাকে; রোগে ম্রিয়মাণ হইলে পিতারও প্রাণান্ত হয়।

৪১৪। নিশায়াং দীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
পৃথিব্যাং দীপকো রাজা সুপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

রাত্রিকালে চন্দ্রই দীপক, প্রভাতে দীপক সূর্য্য, রাজা পৃথিবীর দীপক (মুখোজ্জলকারী) এবং সুপুত্র বংশের দীপক।

৪১৫। শুনঃ পুচ্ছমিব ব্যর্থং জীবিতং বিদ্যয়া বিনা।
ন গুহ্য-গোপনে শক্তং ন চ দংশ-নিবারণে॥

বিদ্যাহীন জীবন কুক্কুর-পুচ্ছের ন্যায় বৃথা, তাহা দ্বারা গুহ্যগোপনও হয় না, মশক দংশন নিবারণও হয় না।

৪১৬। ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণোঽপি ধার্য্যতে
দ্বিকর্ণস্য তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি॥

মন্ত্র "ছয় কান" হইলে অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জানিলে শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে; "চারি কান" হইলে কোনরূপে গুপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু "দুই কান" হইলে ব্রহ্মাও তাহার অন্ত পা'ন না।

৪১৭। কোকিলানাং স্বরো রূপং লজ্জা রূপং কুলস্ত্রিয়ঃ।
বিদ্যায়াঃ পটুতা রূপং রূপং মূর্খস্য মৌনতা॥

মধুর স্বরই কোকিলদিগের রূপ, লজ্জাই কুলস্ত্রীদিগের রূপ, বাক্‌-পটুতাই বিদ্বানের রূপ এবং মূর্খের রূপ মৌনতা।

৪১৮। শাঠ্যেন মৈত্রং কপটেন ধর্ম্মং—
পরোপতাপেন সমৃদ্ধি-ভারম্।
সুখেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং—
বাঞ্ছন্তি যে নূনমপণ্ডিতাস্তে॥

যে ব্যক্তি শঠ ব্যবহার দ্বারা মিত্রতা স্থাপন, কপটাচার দ্বারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পর-পীড়ন দ্বারা ধনোপার্জ্জন, অনায়াসে বিদ্যালাভ, এবং কর্কশ ব্যবহারে নারীর সহিত সদ্ভাব, করিতে বাঞ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই মূর্খ।

৪১৯। প্রিয়ং গীতমকণ্ঠস্য বৃদ্ধস্য তরুণী প্রিয়া।
প্রিয়ং দানং দরিদ্রস্য নীচস্যোচ্চাসনং প্রিয়ম্ ॥

অহো আশ্চর্য্য ! যাহার কণ্ঠস্বর মিষ্ট নয়, সেই গান করিতে চায় ; বৃদ্ধ-লোকে তরুণী ভার্য্যা চায় , দরিদ্র লোকে দান করিতে এবং নীচ ব্যক্তি উচ্চাসন পাইতে প্রয়াসী !

৪২০। কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ঃ।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥

কূপের জল, বটবৃক্ষের ছায়া, শ্যামা-স্ত্রী, ইষ্টকালয়,—ইহারা শীত-কালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম-কালে শীতল।

৪২১। ক্ষমা বলমশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।
ক্ষমাবশীকৃতো লোকঃ ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে ॥

ক্ষমা অশক্ত লোকের বল এবং শক্তের ভূষণ ; লোকে ক্ষমা দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকে ; ক্ষমা দ্বারা এ সংসারে কি না সাধিত হয় ?

৪২২। অপাত্রে রমতে নারী গিরৌ বর্ষতি বাসবঃ।
খলমাশ্রয়তে লক্ষ্মীঃ প্রাজ্ঞঃ প্রায়েণ নির্ধনঃ ॥

আশ্চর্য্য ! এ সংসারে অপাত্রেও নারী সুখিনী হয়, পর্ব্বতের উপরেও ইন্দ্র-দেব বারি বর্ষণ করেন, লক্ষ্মী খল ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন, এবং পণ্ডিত প্রায়ই দরিদ্র !

৪২৩। পুষ্পে গন্ধং তিলে তৈলং কাষ্ঠেঽগ্নিং পয়সি ঘৃতম্।
ইক্ষৌ গুড়ং তথা দেহে পশ্যাত্মানং বিবেকতঃ॥

যেমন পুষ্পে গন্ধ, তিলে তৈল, কাষ্ঠে অগ্নি, দুগ্ধে ঘৃত, ইক্ষুতে গুড়, বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা দেখিলে, জীবের দেহে আত্মাও সেইরূপ।

৪২৪। ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥

কাষ্ঠে দেবতা থাকেন না, পাষাণেও নয়, মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতেও নয়; দেবতা থাকেন মনুষের ভাবে; অতএব ভাবই দেবারাধনার কারণ।

৪২৫। বৃদ্ধকালে মৃতা ভার্য্যা পরহস্তগতং ধনম্।
ভোজনঞ্চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনাঃ॥

পুরুষের তিনটী বিড়ম্বনা—বৃদ্ধ কালে স্ত্রী-বিয়োগ; পরহস্তগত ধন এবং পরাধীন ভোজন।

৪২৬। অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ চ মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্॥

অধম জন কেবল ধনই চায়; মধ্যম জন ধন ও মান দুই চায়; কিন্তু উত্তম জন মানই চায়; কারণ, মহতের কাছে মানই ধন।

৪২৭। কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ ভৃঙ্গ—
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রসাদী স কথং ন বধ্যঃ—
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

(ব্যাধের বংশীর) "শব্দ" শ্রবণে কুরঙ্গ, (করিণীর) "স্পর্শ" লোভে মাতঙ্গ, বহ্নির "রূপ"-মুগ্ধ পতঙ্গ প্রাণ হারাইয়া থাকে; পদ্মের "রস"-লোভী ভৃঙ্গ নিমীলিত পদ্মের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া এবং গন্ধলোভে মীন বড়িশায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়; ইহারা এক-একটী ইন্দ্রিয়েরই সেবায় হত হয়; অহো আশ্চর্য্য! মানুষ পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই সেবায় তৎপর, তবে সে মরিবে না কেন?

৪২৮। অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতি র্বেশ্যারাগো বিভূতয়ঃ।
মহীভুজাং প্রসাদশ্চ পঞ্চৈতে চঞ্চলাঃ স্মৃতাঃ॥

মেঘের ছায়া, খলের প্রীতি, বেশ্যার অনুরাগ, ধন সম্পদ এবং রাজানুগ্রহ লোকে এই পাঁচটীকে চঞ্চল বলিয়া মনে করে।

৪২৯। অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের যুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘ এবং দাম্পত্য-কলহ, এই কয়টী বিষয়ে আরম্ভ বেশ আড়ম্বরময়; কিন্তু ক্রিয়া যৎসামান্য মাত্র।

৪৩০। তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং—
তজ্জীবনং যত্র পরোপকারঃ।
তদর্জ্জিতং যদ্দ্বিজভুক্তশেষং—
তদ্ গর্জ্জিতং যৎ সমরে নিযুক্তম্॥

যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল; যে জীবনে পরোপকার সাধন হয়, তাহাই জীবন; যাহা দ্বিজ-ভুক্তের অবশেষ, তাহাই অর্জ্জিত এবং তাহাই গর্জ্জন, যাহা যুদ্ধ-কালে প্রযুক্ত।

৪৩১। সর্ব্বা সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্‌গূঢ়-পাদস্য ননু চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ॥

যাহার মন সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সবই সম্পত্তি; যাহার পদদ্বয় জুতায় ঢাকা, তাহার পক্ষে পৃথিবীটা চর্ম্মাবৃত বলিয়াই মনে হয়।

৪৩২। স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে দন্তাঃ কেশা নখা নরাঃ।
স্থানস্থিতাশ্চ শোভন্তে পবিত্রত্বং ভজন্তি বৈ॥

দন্ত, কেশ, নখ, ও নর, ইহারা যতক্ষণ স্থানস্থিত, ততক্ষণই পবিত্র ও আদৃত, স্থানভ্রষ্ট হইলে ইহারা অনাদরণীয়।

৪৩৩। ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ শত্রুশেষস্তথৈব চ।
পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মান্নিঃশেষমাচরেৎ ॥

ঋণ-শেষ, অগ্নি-শেষ ও শত্রু-শেষ পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; অতএব উহাদিগকে নিঃশেষ করাই উচিত।

৪৩৪। অর্থাতুরাণাং ন সুহৃন্ন বন্ধু—
কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
বিদ্যাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা—
ক্ষুধাতুরাণাং ন বপুর্ন তেজঃ ॥

অর্থকাতর লোক বন্ধু ও সুহৃদ্‌হীন হয়, কামুক লোক ভয় ও লজ্জাহীন হয়; বিদ্যার্থী সুখ ও নিদ্রাহীন হয়; এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তির দেহ ও শক্তি হীন হইয়া থাকে।

৪৩৫। অবলেতি পরীবাদো বৃথা হি হরিণীদৃশাম্।
যাসাং নেত্র-নিপাতেন নটবদ্ ঘূর্ণতে জগৎ ॥

যাহাদের কটাক্ষ-পাতে জগৎ নটবৎ ঘূর্ণিত হয়, সেই হরিণনেত্রা দিগের " অবলা " অপবাদ বৃথা বৈ আর কি ?

৪৩৬। জবো যৌবনমশ্বানাং ফলং বৃক্ষস্য যৌবনম্
স্ত্রিয়াঃ স্তনৌ যৌবনং স্যাদ্ধনং পুংসাং হি যৌবনম্ ॥

বেগ অশ্বদিগের যৌবন, ফল বৃক্ষের যৌবন, স্তনযুগল স্ত্রীলোকদিগের যৌবন এবং ধনই পুরুষের যৌবন।

৪৩৭। গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ—
লক্ষান্তরে ভানু জলে চ পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুঃ—
যো যস্য হৃদ্যো ন হি তস্য দূরম্ ॥

যে যাহার হৃদ্য, সে তাহার দূরে নহে; গগনে মেঘোদয় দেখিয়া পর্ব্বতে ময়ূর নৃত্য করিতে থাকে; লক্ষ-যোজনান্তরে সূর্য্যকে দেখিয়া জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়; দ্বিলক্ষ-যোজনান্তরে থাকিয়াও চন্দ্র কুমুদের বন্ধু!

৪৩৮। বিদ্বান্ প্রশস্যতে লোকে বিদ্বান্ সর্ব্বত্র গৌরবম্।
বিদ্যয়া লভতে সর্ব্বং বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

সংসারে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রশংসা-ভাজন, ও সর্ব্বত্র গৌরবার্হ হইয়া থাকেন; বিদ্যা দ্বারা সকলই পাওয়া যায়; বিদ্যা সর্ব্বত্রই পূজিত।

৪৭৯। শীতলং চন্দনং লোকে চন্দনাদপি চন্দ্রমাঃ।
চন্দ্রচন্দনয়োর্মধ্যে শীতলং সাধুসঙ্গমং॥

সংসারে চন্দন শীতল বলিয়া খ্যাত; চন্দন অপেক্ষা চন্দ্র অরও শীতল; কিন্তু সাধুসঙ্গ চন্দ্র চন্দন উভয়াপেক্ষাও শীতল।

৪৮০। যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং—
ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মর্ত্তলোকে ভুবি ভারভূতাঃ—
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

যাহাদের না-আছে বিদ্যা, না-আছে তপ, না-আছে দান, না-আছে চরিত্র, না আছে গুণ, না-আছে ধর্ম্ম, তাহারা পৃথিবীর ভার-স্বরূপ হইয়া এ সংসারে মনুষ্যরূপী মৃগগণের মত বিচরণ করে মাত্র।

৪৮১। দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে—
কুবস্ত্রতা শুদ্ধতয়া বিরাজতে।
কদন্নতা চোষ্ণতয়া বিরাজতে—
কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে॥

ধৈর্য্য-গুণে দারিদ্র, পবিত্রতা-গুণে কুবস্ত্র, উষ্ণতা-গুণে কদন্ন এবং চরিত্র-গুণে কুরূপ শোভা পাইয়া থাকে।

৪৪২। অন্তঃসার-বিহীনানামুপদেশো ন জায়তে।
মলয়াচল-সংসর্গান্ন বেণুশ্চন্দনায়তে॥

অন্তঃসার-শূন্য ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ নিষ্ফল; যেমন মলয়-পর্ব্বতের সংসর্গে বাঁশ কখনও চন্দন-গুণ প্রাপ্ত হয় না।

৪৪৩। শাকেন রোগা বর্দ্ধন্তে পয়সা বর্দ্ধতে তনুঃ।
ঘৃতেন বর্দ্ধতে বীর্য্যং মাংসং মাংসং প্রবর্দ্ধতে॥

শাক রোগ-বর্দ্ধক, দুগ্ধ তনু-বর্দ্ধক, ঘৃত বীর্য্য-বর্দ্ধক, এবং মাংস মাংস-বর্দ্ধক।

৪৪৪। ইক্ষুদণ্ডাস্তিলাঃ শূদ্রাঃ কান্তা হেম চ মেদিনী।
চন্দনং দধি তাম্বূলং মর্দ্দনং গুণবর্দ্ধনম্॥

ইক্ষু দণ্ড, তিল, শূদ্র ব্যক্তি, কান্তা, স্বর্ণ, ভূমি, চন্দন, দধি, তাম্বুল, যতই মর্দ্দিত হয়, ততই ইহাদের গুণ বাড়ে।

৪৪৫। জ্ঞাতিভির্বণ্টনেনৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেনৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

বিদ্যারত্ন মহাধন; কেন না, অন্য ধনের মত, জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বণ্টনে এবং চোর কর্ত্তৃক লুণ্ঠনে উহার হ্রাস বা নাশ হয় না; এমন কি দান করিয়াও উহার ক্ষয় নাই।

৪৪৬। অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং বৃষভং কামমোহিতম্।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শ্রান্ত অশ্ব, মত্ত গজ, কামার্থ বৃষভ, অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন শূদ্র, ইহাদিগকে দূর হইতে বর্জ্জন করিবে।

৪৪৭। একবৃক্ষ-সমারূঢ়া নানাবর্ণা বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে দশ-দিশং যান্তি কা কস্য পরিদেবনা॥

রাত্রিকালে নানাজাতীয় পক্ষিগণ একই বৃক্ষে বাস করিয়া প্রভাতে দশ দিকে চলিয়া যায়; ইহাতে কাহারও জন্য কাহারও বিরহ ক্লেশ হয় না।

৪৪৮। মাতা চ কমলা দেবী পিতা দেবো জনার্দ্দনঃ।
বান্ধবা বিষ্ণুভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

কমলা দেবী মাতা, জনার্দ্দন পিতা, বিষ্ণুভক্তগণ বান্ধব এবং ভুবনত্রয় স্বদেশ—(ইহাই মনের উদার ভাব)।

৪৪৯। সন্তঃ সন্তোষ-শৃঙ্গস্থাঃ তৃষ্ণা-কল্লোলিনী-জলে।
উন্মগ্নাশ্চ নিমগ্নাশ্চ পশ্যন্তি জন-সন্ততিম্

সাধুজনে সন্তোষ-রূপ পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া দেখেন যে, লোক-সকল তৃষ্ণা-রূপিণী কল্লোলিনীর জলে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে। (সংসার বাস্তবিকই তৃষ্ণার্ত্তগণের পরস্পর বিবাদে কোলাহলময়)।

৪৫০। ধনহীনো ন হীনশ্চ ধনিকঃ স সুনিশ্চয়ঃ।
বিদ্যারত্নেন যো হীনঃ স হীনঃ সর্ব্ববস্তুষু॥

ধনহীন বিদ্বান্ হীন নহে; সেই সুনিশ্চিত ধনী; এবং যাহার বিদ্যারত্নের অভাব, সেই সর্ব্বাংশে হীন।

৪৫১। গুণাঃ সর্ব্বত্র পূজ্যন্তে পিতৃবংশো নিরর্থকঃ।
বাসুদেবং নমস্যন্তি বসুদেবং ন কেচন॥

সংসারে সর্ব্বত্রই গুণের আদর; পিতৃবংশ নিরর্থক;—বাসুদেবই (শ্রীকৃষ্ণ) জগতে পূজনীয়, কিন্তু বসুদেবকে কেহ পূজা করে না।

৪৫২। উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে—
বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ—শীততাং যাতি বহ্নিঃ—
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

সূর্য্য যদি পশ্চিমদিকে উদিত হয়, পর্ব্বত-শিখরাগ্রে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সুমেরু-পর্ব্বত যদি গতিশীল হয় এবং অগ্নি যদি শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তবু সজ্জনের বাক্য অটল।

৪৫৩। কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং—
বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাঞ্চ।
মাধুর্য্যমিক্ষৌ কটুতা চ নিম্বে—
স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং হি সিদ্ধম্॥

কে কণ্টকের তীক্ষ্ণতা সাধন করে, মৃগ-পক্ষিগণকে চিত্রিত করে, ইক্ষুরসে মধুরত্ব ও নিম্বে কটুতা প্রদান করে?—এ সকল স্বভাবতই সিদ্ধ হয়।

৪৫৪। গৃহাসক্তস্য ন বিদ্যা ন দয়া মাংসভোজিনঃ।
দ্রব্যলুব্ধস্য ন সত্যং চৌরস্য ন পবিত্রতা॥

গৃহাসক্তের বিদ্যোপার্জ্জন হয় না, মাংস-ভোজীর মনে দয়া থাকে না, লোভী ব্যক্তির কাছে সত্য ও চোরের কাছে পবিত্রতা প্রত্যাশা করা বৃথা।

৪৫৫। ন দুর্জ্জনং সাধুদশামুপৈতি বহুপ্রকারৈরপি শিক্ষ্যমাণঃ
আমূলসিক্তঃ পয়সা ঘৃতেন ন নিম্ববৃক্ষো মধুরত্বমেতি॥

দুগ্ধ দ্বারা আমূল সিক্ত হইলেও নিম্ব যেমন মধুরতাপ্রাপ্ত হয় না, তেমনই দুর্জ্জন বহুপ্রকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও সাধু হয় না।

৪৫৬। যস্য চিত্তং দ্রবীভূতং কৃপয়া সর্ব্বজন্তুষু।
তস্য জ্ঞানেন মোক্ষেণ কিং জটাভস্মবিলেপনৈঃ ॥

সর্ব্বজীবের প্রতি কৃপায় যাহার চিত্ত দ্রবীভূত, তাহার আর জ্ঞানের, বা মোক্ষের বা জটাভস্ম বিলেপনের প্রয়োজন কি ?

৪৫৭। সংসার-কটুবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
সুভাষিতঞ্চ সুস্বাদু সঙ্গতিঃসুজনেন চ ॥

সংসার রূপ তিক্তবৃক্ষের দুইটী ফল অমৃতোপম-সুস্বাদু মধুর বাক্য ও সুজনের সঙ্গ।

৪৫৮। সত্যং মাতা পিতা জ্ঞানং ধর্ম্মো ভ্রাতা দয়া সখা
শান্তিঃ পত্নী ক্ষমা পুত্রঃ ষড়েতে মম বান্ধবাঃ

সত্য মাতা, জ্ঞান পিতা, ধর্ম্ম ভ্রাতা; দয়া সখা, শান্তি পত্নী, ক্ষমা পুত্র— এই ছয় স্বজন লইয়া (সুখের) সংসার।

৪৫৯। অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যু কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥

শরীর অনিত্য, বিভবও চিরস্থায়ী নয়, প্রতিদিনই মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে ;—অতএব ধর্ম্ম-সঞ্চয় কর্ত্তব্য।

৪৬০। জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥

যেমন বিন্দু-বিন্দু জলপাতে ঘট পূর্ণ হয়, সকল প্রকার বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ধনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

৪৬১। নিমন্ত্রণোৎসবা বিপ্রা গাবো নবতৃণোৎসবাঃ।
পত্যুৎসবা প্রিয়া ভার্য্যা অহং কৃষ্ণ রণোৎসবঃ॥

ভীমের উক্তি—যেমন ব্রাহ্মণের উৎসব নিমন্ত্রণে, গোরুর উৎসব নূতন তৃণে, প্রিয় ভার্য্যার উৎসব পতিতে, হে কৃষ্ণ, তেমনই আমার উৎসব রণে।

৪৬২। শ্মশানান্তে রতেরন্তে পুরাণান্তে চ যা মতিঃ।
সা মতি দীয়তাং নাথ মম জন্মনি জন্মনি॥

শ্মশান-কার্য্যের পরে, রতিক্রিয়ার শেষে এবং পুরাণ-শ্রবণান্তে মানুষের যেরূপ সাত্ত্বিক মনোভাব হয়, হে নাথ, আমাকে জন্মে-জন্মে সেইরূপ মনোভাব প্রদান করিও।

৪৬৩। খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া।
উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বা বিসর্জ্জনম্॥

খল এবং কণ্টকের সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া আছে;—উপানৎ দিয়া মুখ ভঙ্গ করা বা দূরে নিক্ষেপ।

৪৬৪। স্বভাবেন হি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষাঃ পিতা।
জ্ঞাতয়ঃ স্নান-পানাভ্যাং বাক্যদানেন পণ্ডিতাঃ॥

দেবগণ, সজ্জন ও পিতা ভাল স্বভাবে প্রীতি হয়েন; স্নান-পানে জ্ঞাতিবর্গ এবং মিষ্ট কথায় পণ্ডিতেরা, তুষ্ট হইয়া থাকেন।

৪৬৫। ন নির্ম্মিতা কেন ন দৃষ্টপূর্ব্বা—
ন শ্রূয়তে হেমময়ী কুরঙ্গী।
তথাপি তৃষ্ণা রঘুনন্দনস্য—
বিনাশ-কালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ॥

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়;—স্বর্ণ-মৃগী কেহ নির্ম্মাণ করে না, কেহ কখন দেখে নাই (এমন কি, কেহ কখন শুনেও নাই), তবু উহার জন্য রামের লালসা হইয়াছিল।

৪৬৬। তৃণং লঘু তৃণাত্তূলং তূলাদপি চ যাচকঃ।
বায়ুনা কিং ন নীতোঽসৌ মাময়ং যাচয়িষ্যতি॥

তৃণ লঘু, তৃণাপেক্ষা লঘু তূলা; কিন্তু যে যাচক, সে তূলা অপেক্ষাও লঘু;—বায়ু উহাকে যে উড়াইয়া লইতেছে না, তাহার কারণ, বায়ুর ভয়, উহাকে লইতে গেলে পাছে কিছু চাহিয়া বসে!

৪৬৭। বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্বজ্জন-পরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসব-বেদনাম্॥

বিদ্বানেই বিদ্বজ্জনের পরিশ্রম বুঝিতে পারে ;—যে নারী বন্ধ্যা, সে প্রসব-বেদনার গুরুত্ব জানিবে কি করিয়া ?

৪৬৮। কবিরেব কবের্ব্বেত্তি কবি-কর্ম্মণি কৌশলম্।
শেষোহিরেব জানাতি ভুবোর্ভারস্য নিশ্চয়ম্॥

কবিই কবির কবি-কর্ম্ম-কৌশল বুঝিতে পারে ; পৃথিবীর ভার নিশ্চয় রূপে কেবল শেষ-সর্পই জানে।

৪৬৯। গুণা যত্র ন পূজ্যন্তে গুণিনাং তত্র কা কথা।
নগ্ন-ক্ষপণক-গ্রামে রজকঃ কিং করিষ্যতি॥

যেখানে গুণের আদর নাই, সেখানে গুণীগণের আর কথা কি ?—যেখানে কেবল-মাত্র উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের বাস, সেখানে রজক কি করিবে ?

৪৭০। উৎপলস্য চ পদ্মস্য মৎস্য চ মৌক্তিকস্য চ।
একজাতি-প্রসূতানাং রূপং গন্ধঃ পৃথক্ পৃথক্॥

উৎপল, পদ্ম, মৎস্য, ও মুক্তা—ইহারা সকলেই সলিলোদ্ভূত হইলেও রূপে ও গন্ধে পৃথক্ পৃথক।

৪৭১। হংসো ন ভাতি বলিভুজ-মধ্যে—
গোমায়ুমণ্ডলগতো ন বিভাতি সিংহঃ
ন ভাতি তুরগঃ খরযূথ-মধ্যে—
বিদ্বান্ ন ভাতি পুরুষেষু নিরক্ষরেষু॥

কাকদিগের মধ্যে হংস, শৃগাল-মণ্ডলের মধ্যে সিংহ, গর্দ্দভের দলে অশ্ব, মূর্খ পুরুষদিগের মধ্যে বিদ্বান্—কখনই শোভা পায় না।

৪৭২। ছিন্নোঽপি চন্দনতরুর্ন জহাতি গন্ধং—
বদ্ধোঽপি বারণপতির্ন জহাতি লীলাম্।
যন্ত্রার্পিতো মধুরতাং ন জহাতি চেক্ষুঃ—
ক্ষীণোঽপি ন ত্যজতি শীলগুণান্ কুলীনঃ

চন্দন-তরু ছিন্ন হইলেও গন্ধ ত্যাগ করে না; করী বদ্ধ হইলেও করিণীর প্রতি বিলাস ত্যাগ করে না; ইক্ষুদণ্ড যন্ত্রার্পিত হইলেও মধুরতা ত্যাগ করে না; গুণীজন (অবস্থাদোষে) ক্ষীণ হইলেও স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করে না।

৪৭৩। পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি জলমন্নং সুভাষিতম্।
মূঢ়ঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংখ্যা বিধীয়তে ॥

এই দুঃখবহুল সংসারে জল, অন্ন ও মিষ্ট বাক্য, এই তিনটী পদার্থ এমনই দুর্লভ যে, উহাদিগকে তিনটী রত্ন বলাই সঙ্গত; তবু পাষাণ-খণ্ডেই মূঢ়-জনের রত্ন বুদ্ধি!

৪৭৪। দূরস্থোঽপি ন দূরস্থো যো যস্য মনসি স্থিতঃ।
যো যস্য হৃদয়ে নাস্তি সমীপস্থোঽপি দূরতঃ ॥

যে যাহার হৃদয়স্থ, সে দূরে থাকিয়াও নিকটে; আর যে তাহা নয়, সে নিকটে থাকিয়াও দূরে!

৪৭৫। তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়া বিষং শিরে।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে দুর্জ্জনে বিষম্ ॥

তক্ষকের বিষ দন্তে, মক্ষিকার বিষ মস্তকদেশে, বৃশ্চিকের বিষ পুচ্ছে কিন্তু দুর্জ্জনের বিষ তাহার সর্ব্বাঙ্গে!

৪৭৬। মণি লুণ্ঠতি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়-কালে হি কাচঃ কাচো মণি র্মণিঃ॥

মণি যদি পাদাগ্রে বিলুণ্ঠিতও হয় এবং কাচ যদি মস্তকে ধৃতও হয়, (অর্থাৎ অন্য সময়ে যদি মূল্যবান্ দ্রব্যের অনাদর ও মূল্যহীন দ্রব্যের আদর হয়);—ক্রয়-বিক্রয়-কালে মণি, মণি; কাচ, কাচ! (পাঠান্তর—২৭৬ (সংখ্যক শ্লোক দেখ)।

৪৭৭। অশক্তস্তু ভবেৎ সাধুর্ব্রহ্মচারী চ নির্ধনঃ।
ব্যাধিতো দেবভক্তশ্চ বৃদ্ধা নারী-পতিব্রতা॥

(পাঠান্তর)—অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপাচেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী॥

অক্ষমের পক্ষে সাধু হওয়া, নির্ধনের পক্ষে ব্রহ্মচারী হওয়া, রোগীর পক্ষে দেবতা-ভক্ত হওয়া এবং বৃদ্ধা নারীর পক্ষে পতিব্রতা হওয়া—আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

(পাঠান্তর) চোর অক্ষম হইলে সাধু, কুরূপা নারী পতিব্রতা; রোগী দেবতা-ভক্ত ও বৃদ্ধা বেশ্যা হইলে তপস্বিনী।

৪৭৮। স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং—
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।
জানামি রে পন্নগ তে প্রভাবং—
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি, শঙ্করস্য॥

(পৌরুষ-প্রদর্শনে) বল প্রধান নয়, স্থানই প্রধান; উপযুক্ত স্থানে থাকিতে পারিলে কাপুরুষও সিংহ হয়;—রে সর্প! তোর প্রভাব আমি জানি—শঙ্করের কণ্ঠে থাকিয়া গর্জ্জন করিতে পারিস্!

৪৭৯। পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।
তস্মান্মূর্খ-সহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

পণ্ডিতে সকল গুণের অবস্থান এবং মূর্খে কেবল দোষ; সেইজন্য সহস্র মূর্খের মধ্যে একজন মাত্র প্রাজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলেও বিশিষ্টতায় ধরা যায়।

৪৮০। তস্করস্য কুতো ধর্ম্মো দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
কৃপণস্য কুতো দানং কুতঃ সত্যঞ্চ লোভিনাম্॥

চোরের আবার ধর্ম্ম কোথায়? কৃপণের দান অসম্ভব; লোভী লোকের পক্ষে সত্য অসম্ভব।

৪৮১। উপকার-গৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥

উপকার দ্বারা বশীভূত শত্রু দিয়া অন্য শত্রুকে জয় করিবে ;—যেমন, পায়ে কাঁটা ফুটিলে, অন্য একটী কাঁটা হাতে লইয়া তাহা দ্বারা পায়ের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হয়।

৪৮২। অদাতৃত্বং বংশদোষাৎ কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা।
রুগ্নতা মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা॥

লোকে বংশ-দোষে অদাতা, কর্ম্ম-দোষে দরিদ্র, মাতৃ-দোষে রুগ্ন, এবং পিতৃদোষে মূর্খ হইয়া থাকে।

৪৮৩। প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনস্য কুতঃ সুখম্।
দুর্ম্মুখস্য কুতঃ প্রীতিঃ কুতো মৈত্রং খলস্য চ॥

সেবকের মান কোথায়? তেমনই রাগীলোকের সুখ, দুর্ম্মুখের প্রীতি এবং খলের মৈত্র অসম্ভব।

৪৮৪। জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গত যৌবনাম্।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্॥

অন্ন জীর্ণ হইলে, ভার্য্যার যৌবন শেষ হইলে, বীরপুরুষ যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলে এবং শস্য গৃহজাত হইলে, তবে প্রশংসা করিও।

৪৮৫। অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়ন্তি বানরাঃ ॥

অসম্ভব বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কাহারও কাছে বলিতে নাই ;—শিলা জলে ভাসে, ও বানরে গীত গায়, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিবে ? (অথচ ত্রেতাযুগে অনেকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।)

৪৮৬। অবংশ পতিতো রাজা মূর্খস্য পণ্ডিতঃ সুতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥

নীচ বংশে জাত জন যদি রাজা হয়, মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, দরিদ্র যদি ধন প্রাপ্ত হয়—তবে তাহারা জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করিয়া থাকে।

৪৮৭। উপভোক্তুং ন জানাতি কদাপি কৃপণো জনঃ।
আকণ্ঠজলমগ্নোঽপি কুক্কুরো লেঢ়ি জিহ্বয়া ॥

কৃপণ ব্যক্তি উপভোগ করিতে জানে না ;—(যেমন) কুকুর আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়াও জিহ্বা দ্বারা জল চাটিতে থাকে।

৪৮৮। ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষো লভতে মহীম্।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ ॥

মাতা কখনই পুত্রকে শাপ দেয় না, মহী কিছুতেই দোষপ্রাপ্ত হয় না, সাধুজন কখনই হিংসা করেন না এবং দেবতা কখনই সৃষ্টি নাশ করেন না।

৪৮৯। পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্‌ভয়ম্ ॥

বৃক্ষের ভয় (প্রবল) বায়ু হইতে; পদ্মের ভয় শিশির হইতে; পর্ব্বতের ভয় বজ্র হইতে এবং সাধু জনের ভয় দুর্জ্জন হইতে।

৪৯০। পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনম্।
হিত-প্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব্বপ্রয়োজনম্ ॥

পুত্রার্থে স্ত্রী, পিণ্ডার্থে পুত্র, হিতার্থে মিত্র এবং সর্ব্বকার্য্যার্থ ধন প্রয়োজন।

৪৯১। উদ্যোগেন কৃতে কার্য্যে সিদ্ধির্যস্য ন বিদ্যতে।
দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্ত্তব্যং পৌরুষং তদা ॥

উদ্যোগ সহকারে কার্য্য করিয়াও যদি সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, দৈবই তাহার প্রতিকূল; অতএব যথোচিত পৌরুষ প্রয়োগ আবশ্যক।

৪৯২। উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথা দৈবেন যুক্তন্তু পৌরুষং ফলসাধকম্ ॥

যেমন আকাশে পক্ষীদিগের বিচরণ উভয় পক্ষের সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তেমনই মনুষ্যের বেলায়—দৈবের সহিত পৌরুষের যোগ দিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম সফল হইয়া থাকে।

শঙ্কর-ভাষিত

৪৯৩। অক্ষিদোষাদ্ যথৈকোঽপি দ্বয়বদ্ ভাতি চন্দ্রমাঃ।
একোঽপ্যাত্মা তথা ভাতি দ্বয়বন্মায়য়া মৃষা ॥

চক্ষুর রোগ-বিশেষে যেমন একই চন্দ্রকে দুইখানি চন্দ্র বলিয়া দেখা যায়, তেমনই মায়া-সম্ভূত মিথ্যা জ্ঞানে একই আত্মাকে দুই অর্থাৎ দেহ ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়।

৪৯৪। অক্ষিদোষ-বিহীনা নামেক এব যথা শশী।
মায়াদোষ-বিহীনানামাত্মৈবৈকস্তথা সদা ॥

রোগ-হীন অর্থাৎ সহজ চক্ষে চন্দ্র যেমন একই, মায়া-ভ্রম কাটিয়া গেলে তেমনই আত্মাই একমাত্র স্বত্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

৪৯৫। মেঘ যোগাদ্ যথা নীরং করকাকারতামিয়াৎ।
মায়া-যোগাত্তথৈবাত্মা প্রপঞ্চাকারতামিয়াৎ ॥

মেঘের সংযোগে জল যেমন শিলা-রূপ ধারণ করে, আত্মাও তেমনই মায়ার যোগে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ-রূপে পরিণত।

৪৯৬। জলাদন্য ইবাভাতি জলোত্থো বুদ্‌বুদো যথা।
তথাত্মনঃ পৃথগিব প্রপঞ্চোঽয়মনেকধা॥

জল হইতে বুদ্বুদ্ উঠিলে যেমন তাহাকে জল হইতে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, তেমনই জগৎকেও আত্মা হইতে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

৪৯৭। যথা বুদ্বুদ্‌নাশেন জলনাশো ন হি ক্বচিৎ।
তথা প্রপঞ্চনাশেন নাশঃ স্যাদাত্মনো ন হি॥

বুদ্‌বুদের নাশ হইলে যেমন জলের নাশ হয় না, তেমনই এই জগতের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না ;—অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী !

৪৯৮। নানাবিধেষু কুম্ভেষু বসত্যেকং নভো যথা।
নানাবিধেষু দেহেষু তদ্বদেকো বসাম্যহম্॥

যেমন নানাবিধ কুম্ভে একমাত্র আকাশই বিদ্যমান, তেমনই নানাবিধ দেহে একই আমি অর্থাৎ আত্মা।

৪৯৯। যথা ঘটেষু নষ্টেষু ঘটাকাশো ন নশ্যতি।
তথা দেহেষু নষ্টেষু নৈব নশ্যামি সর্ব্বগঃ॥

ঘটের নাশে যেমন ঘটস্থ আকাশের নাশ হয় না, তেমনই দেহের নাশে আমার (আত্মার) নাশ হয় না ; কারণ আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান্।

৫০০। তোয়াশয়েষু সর্ব্বেষু ভানুরেকোঽপ্যনেকবৎ।
একোঽপ্যাত্মা তথা ভাতি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনেকবৎ॥

সকল জলাশয়েই একই সূর্য্য যেমন অনেকবৎ প্রতীয়মান্ হয়; তেমনই সর্ব্বক্ষেত্রেই একই আত্মা অনেকবৎ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

৫০১। স্ফটিকে রক্ততা মিথ্যা মৃষা খে নীলতা যথা।
তথা জগদিদং মিথ্যা ত্বেকস্মিন্নদ্বয়ে ময়ি॥

রক্তবর্ণ কাচের রক্তবর্ণতা যেমন মিথ্যা, আকাশের নীলবর্ণতা যেমন মিথ্যা, একমাত্র অদ্বিতীয় আমাতে (অর্থাৎ আত্মাতে) এই জগৎও তেমনই মিথ্যা।

৫০২। তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জ্ঞান না হয় যে, একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের অধিষ্ঠান-স্বরূপ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের মত এই জগৎকেই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান্ হইয়া থাকে।

৫০৩। সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু র্নিরীক্ষতে।
অজ্ঞান-চক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥

যিনি জ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতে সমর্থ, তিনি দেখেন সচ্চিদাত্মা সর্ব্বময় বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু যিনি অজ্ঞান-দৃষ্টি, তিনি সেরূপ দেখেন না— যেমন অন্ধ সমুজ্জ্বল সূর্য্য দেখিতে পায় না।

৫০৪ মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ, কেচ দস্যবো বিষয়াঃ
কা ভববল্লী তৃষ্ণা, কো বৈরী যস্ত্বনুদ্যোগঃ ॥

(প্রশ্নোত্তর-মালা) মদের মত মোহ-জনক কি?—স্নেহ; কাহারা দস্যু? বিষয়াদি; সংসার-রজ্জু কি?—কামনা; কে শত্রু?— যে উদ্যোগহীন।

৫০৫ কস্মাদ্ ভয়মিহ মরণাৎ, অন্ধাদিহ কোবিশিষ্যতে রাগী
কঃ শূরো যো ললনা-লোচন-বাণৈর্ন ব্যথিতঃ ॥

ইহলোকে ভয় কিসের? মরণের; অন্ধ অপেক্ষাও বিশিষ্ট কে?— যাহার অনুরাগ বা আসক্তি আছে; কে বীর—যিনি ললনা-কটাক্ষ-বাণে ব্যথিত নহেন।

৫০৬ কিং গহনং স্ত্রীচরিতং, কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন।
কি দুঃখমসন্তোষঃ, কি লাঘবমধমতো যাচ্ঞা ॥

কি দুর্ব্বোধ ?—স্ত্রী-চরিত্র ; কে বুদ্ধিমান্ ?—যিনি স্ত্রী-চরিত্রে বিমুগ্ধ নহেন ; দুঃখ কি ? অসন্তোষ ; লঘুতা কি ?—অধমের কাছে প্রার্থনা। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে, নাধমে লব্ধকামা।"—(মেঘদূত)।

৫০৭। নলিনীদলগতজলবত্তরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ।
কথয় পুনঃ কে শশিনঃ কিরণসমা সজ্জনাঃ এব ॥

নলিনী-দলস্থ জলের মত চঞ্চল কি ?—যৌবন, ধন ও আয়ু ; চন্দ্রের কিরণের মত (স্নিগ্ধ) কি ?—সৎব্যক্তিগণ।

৫০৮। কিং মরণং মূর্খত্বং, কিং চানর্ঘং যদবসরে দত্তম্।
আমরণাৎ কিং শল্যং প্রচ্ছন্নং যৎ কৃতং পাপম্ ॥

মরণ কি ?—মূর্খত্ব ; অমূল্য কি ?—প্রয়োজন-সময়ে দান ; মৃত্যু পর্য্যন্ত শল্যের মত বেদনা-দায়ক কি ?—গোপনে কৃত পাপ-কর্ম্ম।

৫০৯। কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ, কো বধিরো যো
হিতানি ন শৃণোতি।
কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি॥

কে অন্ধ? যিনি অকার্য্যে রত; কে বধির?—যিনি হিতকথায় কর্ণপাত করেন না; কে মূক?—যিনি যথা-সময়ে প্রিয় বাক্য বলিতে জানেন না।

৫১০। কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে,
কিং প্রশস্তমৌদার্য্যম্।
পূজ্যো বিদ্বদ্ভিঃ স্বভাবতঃ সর্ব্বদা বিনীতো যঃ॥

শোচনীয় কি?—ধনৈশ্বর্য্য থাকিতেও কৃপণতা; প্রশংসনীয় কি? উদারতা; বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরও পূজ্য কে?—যে স্বভাবতঃ সকল সময়েই বিনীত।

৫১১। কুত্র বিষং দুষ্টজনে, কিমিহাশৌচং ভবেৎ—
ঋণং নৃণাম্।
কিমভয়মিহ বৈরাগ্যং, ভয়মপি কিং বিত্তমেব
সর্ব্বেষাম্॥

বিষ কোথায়? মন্দলোকের মনে;—এ সংসারে অশৌচ কি?—ঋণই মানুষের অশৌচ; এ সংসারে অভয় কি? বৈরাগ্যই অভয়; ভয় কি? ধনই সকলের ভয়ের বিষয়।

৫১২। কস্য ন শোকো যঃ স্যাদক্রোধঃ, কি সুখং তুষ্টিঃ।
কো রাজা রঞ্জনকৃৎ, কশ্চ শ্বা নীচসেবকো
যঃ স্যাৎ॥

কাহার অনুশোচনা হয় না?—যিনি ক্রোধহীন; সুখ কি? তুষ্টিই সুখ; রাজা কে?—প্রজারঞ্জনই যাঁহার কার্য্য; কে কুক্কুর?—যে দুর্ভাগ্য নীচ ব্যক্তির সেবা করে।

৫১৩। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ॥

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই—অপর কিছু নহে;—সত্য শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই বেদান্তের ঘোষণা।

৫১৪। পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ—
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী।
কো বা মোহান্ধো মদনাতুরো যো—
মৃত্যুশ্চ কো বাহপযশঃ স্বকীয়ম্॥

বন্ধন-রজ্জু কি?—অহং-মম ইত্যাদি অভিমান; সুরার মত মোহ জন্মায় কিসে?—স্ত্রী; মোহান্ধ কে?—যে কাম-পীড়িত; মৃত্যুই বা কি? নিজের দুর্ণাম।

৫১৫। কিং ভূষণাদ্‌ভূষণমস্তি শীলং—
তীর্থংপরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধম্।
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা—
শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্॥

সকল ভূষণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কি?—সুচরিত্র; সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কি?—অন্তশুদ্ধি; এ সংসারে হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য কি?—কনক ও কামিনী; সদা শ্রবণযোগ্য কি?—গুরুবাক্য ও বেদবাক্য।

৫১৬। রাজ্যং করোতু বিজ্ঞানী ভিক্ষামটতু নির্ভয়ঃ।
দোষৈর্ন লিপ্যতে শুদ্ধঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সুখে রাজত্বই করুন, বা ভিক্ষার্থে নির্ভয়ে বিচরণই করুন, পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেই শুদ্ধাত্মাও তেমনই কোন দোষের দ্বারা বিকৃত হয়েন না।

৫১৭। দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো দেহী দেবো নিরঞ্জনঃ।
অর্চ্চিতঃ সর্ব্বভাবেন স্বানুভূত্যা বিরাজতে॥

মানবের দেহ দেবালয়-স্বরূপ; নির্ম্মল পরব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা; সকল প্রকার ভাবের দ্বারা অর্চ্চিত সেই দেবতা কেবলমাত্র অনুভূতি-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

৫১৮। অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ—
রাত্রৌ চিবুক-সমর্পিত-জানুঃ।
করতল-ভিক্ষা তরুতল-বাস—
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥

(স্থবিরাবস্থায়) সম্মুখে বহ্নি ও পৃষ্ঠে সূর্য্য (করিয়া দিন কাটিতেছে) এবং হাঁটুতে চিবুক দিয়া রাত্রি কাটিতেছে ; করতলে ভিক্ষান্ন ও তরুতলে বাস ; তবু আশা ছাড়িতেছে না !

৫১৯। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং কুতঃ আয়াতঃ—
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

কে তোমার স্ত্রী ? কে তোমার পুত্র ? এ সংসার অত্যন্ত বিচিত্র ! কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছ ?—ভ্রাতঃ ! এই তত্ত্ব চিন্তা কর।

৫২০। মা কুরু ধন-জন-যৌবন গর্ব্বং—
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা—
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব করিও না; (কারণ) নিমিষে কাল সকলই হরণ করে; এই মায়াময় সংসার (চিন্তা) ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদকে (সার) জানিয়া, তাহাতে শীঘ্র নিবিষ্ট হও।

৫২১। নলিনীদলগত-জলমতি-তরলং—
তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা—
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

নলিনীদলস্থ জল অতি চঞ্চল; (আমাদের) জীবনও সেইরূপ অস্থির; সাধুজনের সঙ্গ ক্ষণেকের জন্য হইলেও ভব-সমুদ্র পার হইবার পক্ষে উহাই এক মাত্র নৌকা!

৫২২। নাহং দেহো জন্মমৃত্যুঃ কুতো মে—
নাহং প্রাণাঃ ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে—
নাহং কর্ত্তা বন্ধ-মোক্ষৌ কুতো মে

আমি দেহ নহি, তবে আমার জন্ম মৃত্যু কোথা হইতে? আমি প্রাণ নহি, তবে আমার ক্ষুৎপিপাসা কোথা হইতে? আমি চিত্ত নহি, তবে আমার শোক-মোহ কোথা হইতে? আমি কর্ত্তা নহি, তবে আমার বন্ধন-মোক্ষ কোথা হইতে?

৫২৩। যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন-শক্ত—
স্তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু জরয়া জর্জ্জর দেহে—
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন ধনোপার্জ্জন-ক্ষম, ততদিন নিজ পরিবার আসক্ত; তৎপরে দেহ জরাগ্রস্ত হইলে গৃহে কেহই বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে না।

৫২৪। তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে—
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা—
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

সতত চিত্তে তত্ত্ব-কথার চিন্তা কর; এবং নশ্বর বিত্তের চিন্তা দূর কর; সজ্জন-সঙ্গম যদি ক্ষণকালের জন্যও হয়, তবে একমাত্র উহাই ভব-সমুদ্র পার হইবার নৌকা।

৫২৫। বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত—
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা-মগ্নঃ—
পরম-ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

যতদিন বালক, ততদিন ক্রীড়াসক্ত; যতদিন তরুণ, ততদিন তরুণীতে আসক্ত; যতদিন বৃদ্ধ, ততদিন কেবল (বিষয়) চিন্তামগ্ন;—পরম ব্রহ্মে কেহই লীন নহে!

৫২৬। যাবজ্জননং তাবন্মরণং—
তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরো দোষঃ—
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

যতদিন জনন, ততদিন মরণ; ততদিন জননী-জঠরে শয়ন; ইহাই এ সংসারে স্ফুটতর দোষ;—হে মানব, তোমার সন্তোষ কোথায়?

৫২৭। দিন-যামিন্যৌ সায়ং-প্রাতঃ—
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু—
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥

দিন ও রাত্রি, সন্ধ্যা ও প্রাতঃ, শিশির ও বসন্ত পুনঃ আগত ;—এই রূপে কাল ক্রীড়া করিতেছে এবং আয়ু যাইতেছে ; তবু আশা-বায়ু ছাড়িতেছে না !

৫২৮। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং—
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-ভাণ্ডম্॥

অঙ্গ শিথিল, মস্তক শুক্ল-কেশাচ্ছাদিত, মুখ-গহ্বর দন্তহীন; কম্পিত হস্তে দণ্ড ধৃত ; তবু আশা-ভাণ্ড ছাড়িতেছে না !

৫২৯। যাবৎ পবনো নিবসতি দেহে—
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে—
ভার্য্যা বিভেতি তস্মিন কায়ে।

যতদিন দেহে (প্রাণ) বায়ু থাকে, ততদিন গৃহে কুশল জিজ্ঞাসা করে; সে বায়ুর অভাবে দেহের নাশ হইলে, তাহা দেখিয়া ভার্য্যা ভীত হয়!

৫৩০। বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো—
ভিক্ষান্ন-মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ—
কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বেদান্ত-বাক্যে সদা আনন্দিত, ভিক্ষান্ন-মাত্রে পরিতুষ্ট, শোকহীন মনে বিচরণশীল—এমন কৌপীনধারীরাই বাস্তবিক ভাগ্যবন্ত।

৫৩১। কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ—
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং—
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্ন-বিচারম্ ॥

তুমি কে? আমি কে? কোথা হইতে আমাদের আগমন? আমার জননী কে, কে বা আমার জনক?—এই স্বপ্ন-বিচার-সঙ্কুল বিশ্ব ত্যাগ করিয়া ভাবিয়া দেখ, এ সবই অসার।

৫৩২। ক্ষীর-নীর-বিবেকজ্ঞো হংস এব ন চেতরঃ।
আত্মানাত্ম বিবেকজ্ঞো যতিরেব ন চেতরঃ ॥

হংসই কেবল দুগ্ধ ও জলের প্রভেদ বুঝিতে পারে, অন্যে নহে;—(তেমনই) যতিই কেবল বুঝেন, আত্মা কি ও অনাত্মা কি;—অন্যে নহে।

৫৩৩। সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ—
গাঙ্গং বারি সমস্ত বারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী,
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥

পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে সম্পূর্ণ জগৎটাই যেন নন্দন-কানন; সকলই যেন কল্পবৃক্ষ; সকল জলই যেন গঙ্গা-জল; সকল ক্রিয়াই পবিত্র; প্রাকৃত বা সংস্কৃত সকল বাক্যই যেন বেদবাণী; মেদিনী যেন বারাণসী এবং জগতের সর্ব্বাবস্থাই যেন ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়।

মূর্খ-শতক

৫৩৪। সামর্থ্যে বিগতোদ্যোগঃ স্বশ্লাঘী প্রাজ্ঞপর্ষদি।
বেশ্যাবচসি বিশ্বাসী প্রত্যয়ী দম্ভডম্বরে॥

(একশত প্রকার মূর্খের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি)

(১) সামর্থ্য সত্ত্বেও যিনি উদ্যোগ-হীন; (২) যিনি পণ্ডিত-সভায় নিজগুণ খ্যাপন করেন; (৩) বেশ্যার আলাপে (প্রেমালাপে) যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন; (৪) যিনি দাম্ভিকের আড়ম্বর-পূর্ণ কথায় প্রত্যয় করেন;—

৫৩৫। দ্যূতাদিচিত্তবদ্ধাশঃ কৃষ্যাদস্যায়েষু সংশয়ী।
নির্বুদ্ধিঃ প্রৌঢ়কার্য্যার্থী বিবিক্তরসিকো বণিক্॥

(৫) দ্যূতাদি ক্রীড়া-দ্বারা অর্থলাভের আশায় যিনি মন বাঁধিয়া রাখেন; (৬) কৃষিকর্ম্মাদি হইতে অর্থলাভে যিনি সন্দিগ্ধচিত্ত; (৭) বুদ্ধিহীন হইয়াও যিনি বড় কার্য্য করিতে প্রয়াসী; (৮) যিনি নির্জ্জনপ্রিয় (shy), অথচ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী;—

৫৩৬। ঋণেন স্থাবরক্রেতা স্থবিরঃ কন্যকাবরঃ।
ব্যাখ্যাতা চাশ্রুতে গ্রন্থে প্রত্যক্ষ্যার্থেঽপ্যপহ্নবী॥

(৯) যিনি ঋণ করিয়া স্থাবর-সম্পত্তি ক্রয় করেন; (১০) যিনি বৃদ্ধ বয়সে তরুণীর স্বামী; (১১) অশ্রুতনামা গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে যিনি অগ্রসর; (১২) প্রত্যক্ষ ব্যাপারেও যিনি অপলাপ করেন;—

৫৩৭। চপলাপতিরীর্ষ্যালুঃ শত্রুশত্রুরশঙ্কিতঃ।
দত্ত্বাধনানুশয়ী কবিনা হঠপাঠকঃ॥

(১৩) চঞ্চলা (বা ভ্রষ্ট-চরিত্রা) রমণীকে বিবাহ করিয়াও যিনি তাহার প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টি রাখেন; (১৪) প্রবল শত্রু সম্বন্ধেও যিনি নির্ভয়; (১৫) দানান্তে যিনি ধনের জন্য অনুশোচনা করেন; (১৬) নিজে অপণ্ডিত হইয়াও যিনি পণ্ডিতের সহিত তর্কযুদ্ধে হঠকারিতা প্রকাশ করেন;—

৫৩৮। অপ্রস্তাবে পটুবক্তা প্রস্তাবে মৌনকারকঃ।
লাভকালে কলহকৃৎ মন্যুমান্ ভোজন ক্ষণে॥

(১৭) যে-প্রসঙ্গের প্রস্তাব নাই, অথচ সেই প্রসঙ্গে যিনি বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করিতে থাকেন; (১৮) প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে যিনি মৌনাবলম্বন করেন; (১৯) লাভ-প্রাপ্তির কালে যিনি লাভদাতার সহিত কলহ করেন; (২০) ভোজন কালে যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন;—

৫৩৯। কীর্ণার্থঃ স্থূললাভেন লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ।
পুত্রাধীনে ধনে দীনঃ পত্ন্যায়ত্তার্থ যাচকঃ॥

(২১) স্বল্পলাভের জন্য যিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন (২২) লোকোক্তিতে যিনি ক্লেশ অনুভব করিয়া আত্ম গোপন করিয়া থাকেন ; (২৩) পুত্রকে সমস্ত ধন দান করিয়া যিনি দীনভাবে জীবন যাপন করেন ; (২৪) পত্নীকে মূল্যবান্ কিছু দিয়া পরে যিনি তাহা আবার ফিরিয়া চাহেন ;—

৫৪০। ভার্য্যাখেদাৎ কৃতোদ্বাহঃ পুত্রকোপাৎ তদন্তকঃ।
কামুকঃ স্পর্দ্ধয়া দাতা গর্ববান্ মার্গণোক্তিভিঃ॥

(২৫) ভার্য্যা মনোমত হয় নাই, এই দুঃখে যিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ; (২৬) পুত্রের প্রতি ক্রোধবশে যিনি তাহার প্রাণবধ করেন ; (২৭) স্পর্দ্ধা করিয়া যে কামুক বেশ্যাকে অতিরিক্ত দান করেন ; (২৮) যাচকের প্রশংসাবাদে যিনি গর্ব্ব অনুভব করেন ;—

৫৪১। ধী-দর্পান্ন হিতশ্রোতা কুলোৎসেকাদসেবকঃ।
দত্তার্থান্ দুর্লভান্ কামী দত্ত্বা শুল্কমমার্গগঃ॥

(২৯) নিজ বুদ্ধির অহংকারে যিনি হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন না ; (৩০) বংশ-গর্ব্বে যিনি (দুরবস্থাতেও) চাকরী করেন না ; (৩১) দুর্লভ ধন দান করিয়া আবার যিনি ধন কামনা করেন ; (৩২) নিয়মিত শুল্ক দিয়াও যে বণিক্ গুপ্ত পথ দিয়া গমন করেন ;—

৫৪২। লুব্ধে ভূভুজি লাভার্থী ন্যায়ার্থী দুষ্টশাস্তরি।
কায়স্থে স্নেহবদ্ধাশঃ ক্রূরে মন্ত্রিণি নির্ভয়ঃ॥

(৩৩) লোভী রাজার কাছে যিনি অর্থলাভের প্রয়াসী ; (৩৪) দুষ্ট শাসকের কাছে যিনি ন্যায়-বিচারের আশা করেন ; (৩৫) কায়স্থের অর্থাৎ খাজনা আদায়কারীর সহিত স্নেহবদ্ধ বলিয়া যিনি অনুগ্রহের আশা করেন ; (৩৬) রাজমন্ত্রী ক্রূর প্রকৃতি জানিয়াও যিনি নির্ভয় ;—

৫৪৩। কৃতঘ্নে প্রতিকার্য্যার্থী নীরসে গুণবিক্রয়ী।
স্বাস্থ্যে বৈদ্যক্রিয়াণ্বেষী রোগী পথ্য-পরাঙ্মুখঃ॥

(৩৭) কৃতঘ্নের উপকার করিতে যিনি ব্যগ্র ; (৩৮) অরসিকের কাছে গুণ দেখাইয়া যিনি পুরস্কারের প্রত্যাশী ; (৩৯) সুস্থ দেহেও যিনি ভেষজাদি সেবনে উৎসুক ; (৪০) রোগের সময়ে যিনি পথ্য সেবনে অসম্মত :—

৫৪৪। লোভেন স্বজনত্যাগী বাচা মিত্র-বিরাগকৃৎ।
লাভকালে কৃতালস্য মহর্দ্ধিঃ কলহপ্রিয়ঃ॥

(৪১) কোন কিছুর লোভে পড়িয়া যিনি আত্মীয় ত্যাগ করেন ; (৪২) কটু বাক্যে যিনি বন্ধু-বিয়োগ ঘটান : (৪৩) লাভের সময়ে যিনি অলস ; (৪৪) মহাধনশালী হইয়াও যিনি ধন-বিষয়ে কলহ করিতে ছাড়েন না ;—

৫৪৫। রাজ্যার্থী গণকস্যোক্তেঃ মূর্খমন্ত্রে কৃতাদরঃ।
শূরো দুর্ব্বলবাধয়ে দৃষ্টদোষাঙ্গনা-রতঃ॥

(৪৫) যিনি গণকের কথায় নির্ভর করিয়া রাজ্যলাভের আশা করেন; (৪৬) যিনি মূর্খের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করেন; (৪৭) দুর্ব্বলকে বাধা দিয়া যিনি নিজেকে বীর জ্ঞান করেন; (৪৮) রমণীর চরিত্র দোষ দেখিয়াও যিনি তাহার প্রতি আসক্ত;—

৫৪৬। ক্ষণরাগী গুণাভ্যাসে সঞ্চয়েঽন্যৈঃ কৃতব্যয়ঃ।
নৃপানুকারী মানেন জনে রাজাদি-নিন্দকঃ॥

(৪৯) সদ্‌গুণ-অভ্যাসে যাঁহার অনুরাগ ক্ষণস্থায়ী; (৫০) অন্যের সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে যিনি মুক্তহস্ত; (৫১) সম্মান পাইবার লোভে যিনি রাজার (পরিচ্ছদাদি) অনুকরণ করেন; (৫২) জনগণের সমক্ষে যিনি (রাজাদির) রাজা-মন্ত্রী ইত্যাদির নিন্দা করেন;—

৫৪৭। দুঃখে দর্শিত দৈন্যার্ত্তিঃ সুখে বিস্মৃত দুর্গতিঃ।
বহুব্যয়োঽল্পরক্ষার্থং পরীক্ষায়ৈর্বিষাশনঃ॥

(৫৩) দুঃখের অবস্থায় যিনি লোক সমক্ষে নিজের দৈন্য-পীড়া দেখান; (৫৪) সুখের অবস্থায় যিনি দুর্দ্দশার দিন বিস্মৃত হয়েন; (৫৫) অল্প বিষয় রক্ষার নিমিত্ত যিনি বহু ব্যয় করেন; (৫৬) বিষের গুণ পরীক্ষার জন্য যিনি বিষ ভক্ষণ করেন;—

৫৪৮। দগ্ধার্থো ধাতুবাদেন, রসায়নৈর্সক্ষয়ী।
আত্মসম্ভাবনাস্তব্ধঃ, ক্রোধাদাত্মবধোদ্যতঃ॥

(৫৭) স্বর্ণ-রোপ্যাদি খাঁটি কি না, দেখিবার জন্য যিনি অর্থ দগ্ধ করিয়া ফেলেন; (৫৮) অনর্থক রসায়ন-ঔষধাদি সেবন করিয়া যিনি দেহের রস ক্ষয় করেন; (৫৯) আত্মম্ভরিতায় সর্ব্বদাই যিনি গম্ভীর; (৬০) ক্রোধ-বশে যিনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত;—

৫৪৯। নিত্যং নিষ্ফলসঞ্চারী, যুদ্ধপ্রেক্ষী শরাহতঃ।
শয়ী শক্তবিরোধেন, স্বল্পার্থঃ স্ফীতডম্বরঃ॥

(৬১) প্রতিদিন যিনি অকাজে ঘুরিয়া বেড়ান; (৬২) শরাহত হইয়াও যুদ্ধ দেখিবার সাধ যাঁহার মিটে না; (৬৩) প্রবলের সহিত বিরোধ করিয়াও যিনি নিশ্চিন্তায় শয়ন করেন; (৬৪) স্বল্প আয়ের লোক হইয়াও যিনি বাহ্যাড়ম্বরে স্ফীত;—

৫৫০। পণ্ডিতোঽস্মীতি বাচালঃ, সুভটোঽস্মীতি নির্ভয়ঃ।
প্রফুল্লিতোঽতিস্তুতিভি র্মর্ম্মভেদী স্মিতোক্তিভিঃ॥

(৬৫) 'আমি পণ্ডিত' এই ভাবিয়া যিনি বাচালতা প্রকাশ করেন; (৬৬) 'আমি বীর' এই ভাবিয়া যিনি নির্ভয়; (৬৭) যিনি অতি-স্তুতিতে (চাটুকারের অত্যুক্তিতে) আনন্দিত; (৬৮) পরিহাসোক্তিতে যিনি মর্ম্ম-ভেদী উত্তর করেন;—

৫৫১। দরিদ্র-হস্ত-ন্যস্তার্থঃ, সন্দিগ্ধেঽর্থে কৃতব্যয়ঃ।
স্বব্যয়ে লেখ্যকালস্য, দৈববশাৎ ত্যক্ত-পৌরুষঃ

(৬৯) দরিদ্র ব্যক্তির হস্তে যিনি অর্থ গচ্ছিত রাখেন; (৭০) যে কার্য্যের ফলাফল অনিশ্চিত, সে কার্য্যে যিনি অর্থ ব্যয় করেন; (৭১) নিজকৃত ব্যয় লিখিতে যিনি আলস্য করেন; (৭২) সকলই দৈবের হাত, এই ভাবিয়া যিনি পুরুষকার (কর্ম্মচেষ্টা) পরিত্যাগ করেন;—

৫৫২। গোষ্ঠীরতীর্দরিদ্রশ্চ, দৈন্যে বিস্মৃত-ভোজনঃ।
গুণহীনঃ কুলশ্লাঘী, গীতগায়ী খরস্বরঃ॥

(৭৩) অতি-দরিদ্র হইয়াও যিনি ধনী-সমাজে মেলামেশা করেন; (৭৪) মনোদুঃখে যিনি ভোজন করিতে ভুলেন; (৭৫) যিনি নিজে নির্গুণ হইয়া, কেবল বংশের গর্ব্ব করিতে ব্যস্ত; (৭৬) কণ্ঠস্বর গর্দ্দভের মত হইলেও যিনি গান করিতে ছাড়েন না;—

৫৫৩। ভার্য্যাভয়ান্নিবিদ্ধার্থী, কার্পণ্যেনাপ্তদুর্যশঃ।
ব্যক্তদোষজনশ্লাঘী, সভামধ্যাদ্বিনির্গতঃ।॥

(৭৭) ভার্য্যাকে দিতে হইবে, এই ভয়ে যিনি অর্থোপার্জ্জনে নিবারিত; (৭৮) কৃপণতা-দোষে যিনি দুর্ণাম-প্রাপ্ত; (৭৯) লোকে যাহার দোষের কথা জানে, তাহার প্রশংসা যিনি করেন; (৮০) সভায় কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে যিনি সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন;—

৫৫৪। দূতো বিস্মৃতসন্দেশঃ কাসবাং শ্চৌরিকারতঃ।
ভূরিভোজ্যব্যয়ঃ কীর্ত্তেঃ, শ্লাঘায়ৈঃ স্বল্পভোজনঃ॥

(৮১) বার্ত্তা-বাহকের কার্য্য করিতে গিয়া, যিনি বার্ত্তা স্মরণ করিতে পারেন না; (৮২) যিনি কাস-রোগী অথচ চৌর-কার্য্যে প্রবৃত্ত; (৮৩) কেবল কীর্ত্তির জন্য যিনি ভূরি-ভোজনের ব্যয় স্বীকার করেন; (৮৪) প্রশংসা প্রাপ্তির নিমিত্ত যিনি স্বল্প ভোজনের কষ্ট স্বীকার করেন;—

৫৫৫। স্বল্পে ভোজ্যেঽতিরসিকো, বিক্ষিপ্ত ছদ্মচাটুভিঃ।
বেশ্যাব্যাপার-কলহী, দ্বয়োর্মন্ত্রে তৃতীয়কঃ॥

(৮৫) যে ভোজন-দ্রব্য স্বল্পমাত্র, তার প্রতিই যিনি অত্যাসক্তি প্রকাশ করেন; (৮৬) কপট চাটুবাক্যে যিনি বিচলিত হয়েন; (৮৭) বেশ্যা-ব্যাপার লইয়া যিনি কলহে প্রবৃত্ত হয়েন; (৮৮) দুই ব্যক্তির গোপনে পরামর্শ-কালে যিনি সেখানে উপস্থিত হয়েন;—

৫৫৬। রাজপ্রসাদে স্থিরধীঃ, অন্যায়েন বিবর্দ্ধিষুঃ।
অর্থহীনোঽর্থকার্য্যার্থী, জনে গুহ্য-প্রকাশকঃ॥

(৮৯) রাজানুগ্রহে যিনি অটল-বিশ্বাসবান্; (৯০) অন্যায় দ্বারা যিনি উন্নতিকামী; (৯১) অর্থহীন হইয়া যিনি অর্থ-সাপেক্ষ কর্ম্ম করিতে প্রয়াসী; (৯২) গোপনীয় ব্যাপার যিনি সাধারণ জনের কাছে প্রকাশ করেন;—

৫৫৭। অজ্ঞাতপ্রতিভূঃ কীর্ত্ত্যৈ হিতবাদিনি মৎসরী।
সর্ব্বত্র বিশ্বস্তমনাঃ, ন লোক-ব্যবহারবিৎ॥

(৯৩) প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত যিনি অজানা লোকের প্রতিভূ (জামিন্) হয়েন; (৯৪) হিতবাদীর প্রতি যিনি ক্রুদ্ধ হয়েন; (৯৫) সকল ব্যক্তির প্রতিই যিনি বিশ্বস্ত-চিত্ত; (৯৬) যিনি লোক-ব্যবহারে অজ্ঞ;—

৫৫৮। ভিক্ষুকশ্চোষ্ণভোজী, গুরুশ্চ শিথিল-ক্রিয়ঃ।
কুকর্ম্মণ্যপি নির্লজ্জঃ, স্যান্মূর্খশ্চ সহাসগীঃ॥

(৯৭) যিনি ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করেন, অথচ উষ্ণ ভোজনে (গরম গরম খাইতে) অভ্যস্ত; (৯৮) যিনি গুরু-ব্যবসায়ী অথচ নিজে (নিত্য নৈমিত্তিক) ক্রিয়া সম্যক্ সম্পাদনে অমনোযোগী; (৯৯) কুকর্ম্মে যাঁহার লজ্জা নাই; (১০০) যিনি না হাসিয়া কথা কহিতে পারেন না;—

তিনি মূর্খ।

বিবিধ

৫৫৯। রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিত সৌম্যবক্ত্রা--
তারাগণোন্মীলিত-চারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুক প্রাবরণা বিভাতি—
নারীব শুক্লাংশুক-সংবৃতাঙ্গী॥

সমুদিত চন্দ্রে সুন্দর-বদনা, উদ্ঘাটিত তারাগণে চারু-নেত্রা, এবং (শুভ্র) জ্যোৎস্না-রূপ সূক্ষ্ম আবরণে আবৃতা, রাত্রি যেন শুক্ল ও সূক্ষ্ম বসনে সংবৃতাঙ্গী নারীর মত শোভা পাইতেছে!

৫৬০। সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ॥

সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-অলাভ, জন্ম-মৃত্যু এবং যত কিছু ঘটনার কারণ বুঝা যায় না, সে সবই নিশ্চয় দৈবের কর্ম্ম। (একান্ত-ভাবে পুরুষকার-বাদী লক্ষ্মণের প্রতি ধীর-মতি রামের উক্তি)।

৫৬১। উৎসাহো বলবানার্য্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥

(সীতার উদ্ধার-বিষয়ে ভগ্নোৎসাহ রামের প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি)—হে আর্য্য! উৎসাহ বলবান্; উহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল আর নাই। উৎসাহ-শীল লোকের পক্ষে কিছুই দুর্লভ নহে।

৫৬২। সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

(সীতা-হরণ) সংকল্প শুনিয়া রাবণের প্রতি মারীচের উক্তি)—হে রাজন্! প্রিয় কথা বলে, এমন লোক সর্ব্বদা সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় হইলেও মঙ্গলকর কথার বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই দুর্লভ।

৫৬৩। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে—শরীর তাহার রথ, বুদ্ধি সারথি এবং মন অশ্ব নিগ্রহক (লাগাম্)।

৫৬৪। শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ ॥

(পম্পা-সরোবরের তীরে সাবধানে বিচরণ-শীল বক দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি রামের উক্তি)—লক্ষ্মণ! দেখ, পরম ধার্ম্মিক বক প্রাণিবধের আশঙ্কায় ধীরে-ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে!

৫৬৫। ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরম-দারুণঃ।
নির্জ্জীব-ভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীব-ভক্ষকো বকঃ ॥

(রামের উক্তরূপ কথায় লক্ষ্মণের উত্তর)—হে রাঘব! বক যে অতিশয় নিষ্ঠুর, তাহা আপনি জানেন না; শকুনি নির্জ্জীবকে ভক্ষণ করে; কিন্তু বক সজীব-ভক্ষক!

৫৬৬। কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী—
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা—
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে ॥

(সীতা-সম্বন্ধে বিরহী রামের উক্তি)—হে লক্ষ্মণ! সেই আমার প্রিয়া সীতা—কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে মন্ত্রী; গৃহকার্য্যে দাসী, ধর্ম্মাচরণে পত্নী, ক্ষমায় পৃথিবী, স্নেহে মাতা, শয্যায় রামা, এবং রঙ্গে সখী!

৫৬৭। দেশে-দেশে কলত্রাণি দেশে-দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

(লঙ্কা-যুদ্ধে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রামের বিলাপ)—দেশে-দেশে বহু কলত্র মিলে; দেশে-দেশে বহু বান্ধব পাওয়া যায়; কিন্তু এমন দেশ দেখিতেছি না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়!

৫৬৮। নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদ-বন্দনাৎ॥

(হ্রিয়মানা সীতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব রামকে দেখাইলে, তিনি বিলাপ করিতে-করিতে লক্ষ্মণকে দেখিতে দিলে, লক্ষ্মণের উক্তি)—কেয়ূর-দ্বয় সীতার কি না, তাহা আমি জানি না; কুণ্ডল-দ্বয়ও তাঁহার কি না, জানি না;—কেবল, নিত্য চরণ-বন্দনা করিতাম বলিয়া নূপুর দুইটী যে তাঁহার, তাহাই বলিতে পারি।

৫৬৯। ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা লক্ষ্মণায় ন রোচতে।
জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

(লঙ্কা-যুদ্ধের অবসানে বিভীষণ লঙ্কার রাজা হইয়া রামকে কিছুদিন লঙ্কায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে, বিভীষণের প্রতি রামের উক্তি)—এই স্বর্ণপুরী লঙ্কা লক্ষ্মণের ভাল লাগিতেছে না; (কারণ) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী।

৫৭০। গতিরেকা পতির্ভার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্ চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥

(রাম বনবাসে গমন করিলে, দশরথের প্রতি কৌশল্যার বিলাপোক্তি)
—হে রাজন্! নারীর এক গতি পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিগণ;—এই তিন ছাড়া চতুর্থ গতি নাই।

৫৭১। কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে॥

কেহ আম্রবণ ছেদন করিয়া পলাশ মূলে জল সেচন করিতে থাকিলে এবং সুন্দর পুষ্পোদ্গম দেখিয়া ফলের জন্য লোলুপ হইতে থাকিলে,—ফলাগমে তাহাকে নিশ্চয়ই শোক করিতে হয়।

৫৭২। অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম্ম ত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুক-সেচকঃ॥

ফল না জানিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ফলের বেলায়, পলাশ-বৃক্ষে জল-সেচকের মত, অনুতাপ করিতে হয়।

৫৭৩। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

(ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে)—যিনি বুঝিয়াছেন—(ব্রহ্ম) তাঁহার মনোগত অর্থাৎ জ্ঞাত নয়, তিনি (ব্রহ্মকে) জানিয়াছেন ; আর যিনি বুঝিয়াছেন,—ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞাত, তিনি (ব্রহ্মকে) জানেন নাই।

৫৭৪। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

(রামায়ণের ভূমিকোক্ত ক্রৌঞ্চবধ-রূপ নৃশংস ঘটনা দর্শনে ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির শাসন-বাক্য)—রে নিষাদ! তুই যখন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চটীকে বধ করিলি, তখন তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা পাইবি না।

৫৭৫। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

প্রণব ধনু, আত্মা শর, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য,—এইরূপ কথিত হয় ; অপ্রমত্ত অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে লক্ষ্য ভেদ করিয়া শরেরই মত লক্ষ্যময় *(পক্ষান্তরে ব্রহ্মময়)* হইতে হয়।

৫৭৬। বহির্ব্যাপার-সংরম্ভো হৃদি সংকল্প-বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥

(যোগ-বাশিষ্ঠে রামের প্রতি বশিষ্ঠের উক্তি)—বাহিরে কার্য্যোদ্যোগী, অন্তরে সংকল্প বর্জ্জিত—বাহিরে কর্ত্তা, অন্তরে অকর্ত্তা,—এই ভাবে জীবন যাপন কর।

৫৭৭। কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥

(মহাভারতোক্ত যুধিষ্ঠির-বক-সংবাদে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বক-রূপী ধর্ম্মের প্রশ্ন চতুষ্টয়)—বার্ত্তা কি? আশ্চর্য্য কি? পন্থা কি? এবং কেই বা সুখী?—আমার এই চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া (সরোবরের) জল পান কর।

৫৭৮। অস্মিন্ মহামোহময়-কটাহে—
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিঘট্টনেন—
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

(মহা)কাল এই (পৃথিবী-রূপ) মহামোহময় কটাহে দিন-রাত্রি-রূপ ইন্ধনের সাহায্যে, সূর্য্য-রূপ অগ্নিতে, মাস-ঋতু-রূপ হাতা দ্বারা পরিঘট্টিত করিয়া জীবগণকে পাক করিতেছে;—ইহাই বার্ত্তা।

৫৭৯। অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥

দিন-দিন প্রাণী-সকল যমালয়ে প্রস্থান করিতেছে ; (ইহা দেখিয়াও) অবশিষ্টেরা স্থিরত্ব ইচ্ছা করে ;—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে ?

৫৮০। বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ—
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্—
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

বেদ-সকল ভিন্ন-ভিন্ন, স্মৃতি-সকল ভিন্ন-ভিন্ন ; এমন মুনি নাই, যাঁহার মত (অন্যের মত হইতে) ভিন্ন নয় ; ধর্ম্মের তত্ত্ব দুরধিগম্য ;—(এ অবস্থায়) বিশিষ্ট লোক যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পন্থা।

৫৮১। দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥

অঋণী যে-ব্যক্তি নিজ-গৃহে দিনের অষ্টম ভাগে অর্থাৎ শেষভাগে শাক পাক করে, হে জলচর বক ! সেই ব্যক্তিই সুখী।

৫৮২। সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং ন প্রদাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব

(যুদ্ধ নিবারণ উদ্দেশ্যে পাণ্ডব-পক্ষ হইতে কৃষ্ণ যখন অপর পক্ষের নিকট পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে দুর্য্যোধনের গর্ব্বোক্তি)—সুতীক্ষ্ণ সূচির অগ্র-বিন্দু-দ্বারা যতটুকু ভূমি ভেদ করা যাইতে পারে,* হে কেশব! বিনা যুদ্ধে আমি তাহারও অর্দ্ধ-পরিমাণ ভূমি দিব না।

৫৮৩। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ—
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা জানি; কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি নাই;— অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি; কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই;— হে হৃষীকেশ!* তুমি আমার হৃদয়-মধ্যে থাকিয়া আমাকে যেমন নিয়োজিত করিতেছ, আমি তেমনই করিতেছি।

৫৮৪। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥

(দুর্য্যোধনের প্রতি)—হে রাজন্, আপনি সর্ষপ-পরিমাণ পরচ্ছিদ্র দেখিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের বিল্ব-পরিমাণ (ছিদ্র) দেখিয়াও দেখেন না!

৫৮৫। জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণ স্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ॥

যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পাণ্ডবদিগের জয় হউক; কারণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য এবং যেখানে ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য, সেইখানেই জয়। "সত্যমেব জয়তে—নানৃতম"।

৫৮৬। আত্মা নদী সংযম-পুণ্যতীর্থা—
সত্যোদকা শীল-তটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র—
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদেশ-বাক্য)—আত্মা নদী-স্বরূপ—(সকল বিষয়ে) সংযম উহার পবিত্র তীর্থ অর্থাৎ ঘাট; সত্য উহার উপাদেয় পানীয়; চরিত্র উহার সুদৃঢ় তট এবং করুণার হর্ষোল্লাস উহার তরঙ্গ;—হে পাণ্ডুপুত্র; তুমি ঐ নদীতে স্নান কর; (প্রাকৃত) জলের দ্বারা অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না।

৫৮৭। ক নু মাং ত্বদধীন-জীবিতাং—
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষত-সেতু-বন্ধনো—
জল-সঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

(হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে রতির বিলাপ)—সেতু-বন্ধন ভগ্ন হইলে বন্যার জল-রাশি যেমন জল-গত-প্রাণা নলিনীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া যায়, তেমনই হঠাৎ প্রেমবন্ধন ছেদন করিয়া তবানুগত-জীবনা আমাকে কোথায় ফেলিয়া চলিয়া গেলে!

৫৮৮। উপমানমভূদ্বিলাসিনাং—
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং—
ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ॥

(ভস্মীভূত মদন-দেহ দেখিয়া রতির বিলাপোক্তি) তোমার যে দেহ সৌন্দর্য্য-গুণে বিলাসীদিগের উপমান-স্বরূপ ছিল, আজ সেই দেহ এই দশা প্রাপ্ত, ইহা দেখিয়াও আমি বিদীর্ণ হইতেছি না;—নিশ্চয় স্ত্রীলোকেরা কঠিন-হৃদয়।

৫৮৯। শশিনা সহ যাতি কৌমুদী—
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি—
প্রতিপন্নং বিচেতনৈরপি ॥

(ভস্মীভূত মদন-দেহ দেখিয়া রতির বিলাপোক্তি), চন্দ্র অস্ত গেলে, সেই সঙ্গে জ্যোৎস্নাও যায়; মেঘ অন্তরিত হইলে, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎও লোপ পায়;—রমণীগণ পতির পথই অনুসরণ করিয়া থাকে—এ কথা অচেতন পদার্থ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

৫৯০। গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ—
প্রিয়শিষ্যা ললিতকলাবিধৌ।
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা—
হরতা ত্বাং বদ কিং ন হৃতম্

(ইন্দুমতীর শোকে অজের বিলাপোক্তি)—তুমি ছিলে আমার গৃহ-কর্ম্মে গৃহিণী, পরামর্শে মন্ত্রী, বিশ্রম্ভালাপে সখী, এবং বিলাস-কলা-বিধানে প্রিয়-শিষ্যা; নিদারুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করায় আমি কি না হারাইয়াছি!

৫৯১। ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে ছায়েব তরোর্মূলং ন মুঞ্চতি॥

দিবাবসানে ছায়া যেমন তরুর মূল ছাড়ে না, সেইরূপ তুমি দূরে যাইতে থাকিলেও আমার হৃদয়কে ছাড়িয়া যাও না।

৫৯২। ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্ দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

(রঘুবংশ-প্রণয়নে কালিদাসের বিনয়োক্তি)—কোথা বিশাল সূর্য্য বংশ, আর কোথা ক্ষুদ্র-বিষয়-গ্রহণ করিবার মত বুদ্ধি-মাত্র-সম্বল আমি!—মোহ-বশে ভেলায় করিয়া দুস্তর সাগর পার হইতে ইচ্ছুক!

৫৯৩। মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

(রঘুবংশ-প্রণয়নে কালিদাসের বিনয়োক্তি)—বামন যেমন উচ্চশির-লোকের লভ্য ফলের লোভে উদ্বাহু হইয়া উপহাসের পাত্র হয়, মূর্খ আমি, কবি-যশের প্রার্থী হইয়া তেমনই উপহাসাস্পদ হইব।

৫৯৪। দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং—
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ—
সর্ব্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে॥

প্রিয়ে! বসন্তকালে সকলই চারুতর হয়;—বৃক্ষ-সকল পুষ্পিত, সরোবরাদির জল পদ্ম-খচিত, স্ত্রীজাতি সকামা, পবন সুরভি, সন্ধ্যাকাল সুখপ্রদ, এবং দিবাভাগ উপভোগ্য।

৫৯৫। হেম-ধেনু-ধরাদীনাং দাতারঃ সুলভা ভুবি।
দুর্ল্লভঃ পুরুষো লোকে সর্ব্বজীবে দয়াপর॥

স্বর্ণ, ধেনু, ভূমি ইত্যাদির দাতাগণ ভূমণ্ডলে সুলভ; কিন্তু সকল জীবের প্রতি দয়াবান্, এমন মানুষ সংসারে দুর্ল্লভ।

৫৯৬। হরিণাপি হরেণাপি ব্রহ্মণাপি সুরৈরপি।
ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্যাঃ পরিমার্জ্জিতুম্॥

কপালে লিখিতা রেখা হরিই হউন, হরই হউন, ব্রহ্মাই হউন, আর দেবগণই হউন, কেহই মুছিয়া ফেলিতে পারেন না।

৫৯৭। যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিভুনাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্বচঃ॥

প্রভু হইয়াও বালকের নিকট. হইতেও যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য গ্রহণ করিবে ; অসার বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে না।

৫৯৮। তপঃ পরং কৃতে যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

সত্য-যুগে তপস্যা, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ; ত্রেতা-যুগে জ্ঞান, দ্বাপর-যুগে যজ্ঞ, এবং কলি-যুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, কথিত হয়।

৫৯৯। যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হস্তী, চর্ম্ম-নির্ম্মিত মৃগ, এবং বিদ্যা-বিহীন ব্রাহ্মণ ;— এই তিনই কেবল নাম ধারণ করে মাত্র।

৬০০। নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছাদ্ গ্রাহাদ্ বিমুচ্যতে॥

বৃক্ষ যেমন নদী-তীর ত্যাগ করে, বা পক্ষী যেমন বৃক্ষাবাস ত্যাগ করে, তেমনই এই দেহ ত্যাগ করিয়া কষ্টে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি হইয়া থাকে।

৬০১। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পতি পলায়িত (বা নিরুদ্দিষ্ট), মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব বা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট,—(বিবাহিতা) নারীদিগের ঐ পাঁচ অবস্থায় অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়।

৬০২। অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়-জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥

যে ব্যক্তি, অজ্ঞ বা অর্দ্ধমাত্র (সামান্য) জ্ঞান-প্রাপ্ত লোককে "সকলই ব্রহ্ম"—এই কথা বলিবে, সে ঐ বাক্য দ্বারা ভীষণ নরক-জালে প্রেরিত হইবে। (যে ব্যক্তি যে জ্ঞান পাইবার অধিকারী নয়, তাঁহাকে সে জ্ঞান দিলে, তাহার অনিষ্ট করা হয়;—ইহাই ভাব)।

৬০৩। শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে বংশে কুলনারীগণ মনোদুঃখ প্রাপ্ত হয়েন, সে বংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়; এবং যে বংশে তাঁহারা দুঃখ-প্রাপ্ত হয়েন না, সে বংশ সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৬০৪। সন্তুষ্টো ভ্যার্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

যে বংশে সর্ব্বদা ভার্য্যা দ্বারা ভর্ত্তার সন্তুষ্টি হয় এবং ভর্ত্তা দ্বারা ভার্য্যার সন্তুষ্টি হয়, সে বংশের মঙ্গল ধ্রুব।

৬০৫। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্।

বিদ্যাদান ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃ-যজ্ঞ, হোম-ক্রিয়া দৈব যজ্ঞ, জীবগণকে খাদ্য-দান ভূত-যজ্ঞ এবং অতিথি-সেবা নৃ-যজ্ঞ।

৬০৬। যদ্‌যৎ পরবশং কর্ম্ম তৎতদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্‌যদাত্মবশন্তু স্যাৎ তৎতৎ সেবেত যত্নতঃ॥

যে-যে কর্ম্ম পরবশ, সেই-সেই কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ, এবং যে-যে কর্ম্ম আত্মবশ, সেই-সেই কর্ম্ম সযত্নে সেবা, করা উচিত।

৬০৭। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

যে-কোন কামনাই হউক, কামনা-মাত্রেই কথনও উপভোগের দ্বারা উপশমিত হয় না ; বরং ঘৃত-সংযোগে কৃষ্ণবর্ত্মের অর্থাৎ অগ্নির মত কেবল বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।

৬০৮। জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

জন্মের পরে (যে পর্য্যন্ত সংস্কার না হয়) মানুষকে "শূদ্র" জ্ঞান করিতে হয় ; সংস্কার-ক্রিয়াদি হইলে, "দ্বিজ", বেদ-পাঠান্তে "বিপ্র" এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে সে "ব্রাহ্মণ" পদ-বাচ্য।

৬০৯। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-সংযমঃ।
দমঃ ক্ষমার্জ্জবং দানং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃ-স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ঋজুতা (সরলতা), এবং দান—এই কয়েকটী সকলের পক্ষে ধর্ম্ম-সাধন।

৬১০। শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জনের নিকট হইতেও মঙ্গলকারী বিদ্যা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে; চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং নীচবংশ হইতে স্ত্রীরত্ন অর্থাৎ সদ্‌গুণবিশিষ্টা স্ত্রী-রত্ন গ্রহণ করিবে।

৬১১। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্‌বৃত্তং কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্ ॥

বিষের মধ্য হইতেও অমৃত, বালকের নিকট হইতেও সদ্‌বাক্য, শত্রুর নিকট হইতেও সুচরিত্র এবং কুস্থান হইতেও কাঞ্চন—গ্রহণ-যোগ্য।

৬১২। ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

মাংস-ভক্ষণে দোষ হয় না, মদ্যপানেও না, মৈথুনাচারেও না ;- প্রবৃত্তিই ঐরূপ ; কিন্তু ঐ সকল হইতে নিবৃত্তিই মহাফলদায়িকা।

৬১৩। যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ

যেখানে নারীগণ সম্মানিত হয়েন, সেইখানে দেবতারাও প্রসন্ন থাকেন ; আর, যেখানে তাহা নয়, সেইখানে সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল।

৬১৪। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগ-দ্বেষ-ক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥

ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, রাগ-দ্বেষের ক্ষয় এবং অহিংসা—এই সকলের দ্বারা লোকদের অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

৬১৫। বাক্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ ধিগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্ ॥

প্রথমে বাক্য দ্বারা, পরে ধিক্কার দ্বারা, তাহার পরে ধন দ্বারা ;- অবশেষে বধ দ্বারা, দণ্ড করিতে হয়। (মনু-নির্দ্দিষ্ট দণ্ড-নীতি)।

৬১৬। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

সত্য (বাক্য) বলিবে ; প্রিয় (বাক্য) বলিবে ; অপ্রিয় সত্য (বাক্য) বলিবে না এবং প্রিয় অসত্য (বাক্য) বলিবে না ;—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

৬১৭। নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥

সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, অসত্য অপেক্ষা পাপ আর নাই ;- অতএব মর্ত্ত্যজন সর্ব্বাত্মশক্তি দ্বারা একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিবেন।

৬১৮। সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥

সত্যহীন পূজা, সত্যহীন জপ, সত্যহীন তপস্যা, উষর অর্থাৎ ক্ষার ভূমিতে বীজ-বপনের মত, নিষ্ফল।

৬১৯। সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি

সত্যই পরব্রহ্মের রূপ, সত্যই পরম তপ; সকল ক্রিয়ার মূলেই সত্য;– সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

৬২০। গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যাভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

গৃহস্থ, স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন; স্বজন ও বন্ধুদিগকে পোষণ করিবেন;—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

৬২১। ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর-কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী প্রতিব্রতা ॥

সাধ্বী ও পতিরতা ভার্য্যাকে কখনও তাড়না করিবে না, সদা মায়ের মত পালন করিবে, ঘোর কষ্টেও ত্যাগ করিবে না।

৬২২। নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশ-বিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥

নিদ্রা, আলস্য, দেহচর্য্যা, কেশ-বিন্যাস, আহারে ও পরিধানে আসক্তি—এই-সকল বিষয়ে অতিরিক্ত আচরণ করা ভাল নয়।

৬২৩। যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

মিতাহার, মিত-নিদ্রা, মিত-বাক্য, মিত-মৈথুন, নির্ম্মল, বিনয়ী, পবিত্র, নিপুণ এবং সকল কর্ম্মেই আসক্ত-চিত্ত, হইবে।

৬২৪। তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্ত-যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ॥

(স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে উপদেশ)—বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং বার্দ্ধক্যে পতির স্বজনদিগের বশে, থাকিবে;—কখন স্বতন্ত্র হইবে না।

৬২৫। অলোভী স্যাৎ প্রজা-বিত্তে গৃহ্লীয়াৎ সম্মিতং করম্।
রক্ষন্নঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ॥

(রাজধর্ম্ম)—রাজা, প্রজার ধনে লোভ করিবেন না; পরিমিত কর গ্রহণ করিয়া এবং অঙ্গীকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করিবেন।

৬২৬। গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি॥

নিজের গ্রাস হইতে অর্দ্ধমাত্র ভিক্ষার্থীকে কেন দিবে না?—ইচ্ছানুরূপ ঐশ্বর্য্য কাহার কোন্‌কালে হইয়া থাকে?

৬২৭। অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ঞ্চ বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥

সকল চেষ্টাই উপযুক্ত অবস্থার উপরে নির্ভর করে—এবং সকল ক্রিয়াই উপযুক্ত সময়ের উপর নির্ভর করে;—সেইজন্য অবস্থা ও সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

৬২৮। যোগ ক্ষেম-রতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্মিতহাসঃ স্যাৎ মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥

(উপদেশ-বাক্য)—অলব্ধ বিষয়ের লাভ এবং লব্ধ বিষয়ের রক্ষায় মনোযোগী হইবে। নিপুণ, ধার্ম্মিক, প্রিয়বন্ধু, মিত-বাক্ ও মিত-হাস হইবে—বিশেষতঃ মান্য ব্যক্তির সমক্ষে।

৬২৯। সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন; এবং নিজের উৎকর্ষ ও পরের নিন্দা পরিবর্জ্জন করিবেন।

৬৩০। সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কাম-ক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ✓

একমাত্র সত্যই যাঁহার ব্রত, দীন-দুঃখীর প্রতি যিনি সর্ব্বথা দয়াশীল, এবং কাম-ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তিনি ত্রিলোক-জয়ী।

৬৩১। সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সম্মানকে বিষের মত জ্ঞান করিয়া ভীত হইবেন এবং অবমাননাকে অমৃতের মত বাঞ্ছা করিবেন।

৬৩২। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে ॥

কেবলমাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কোন বিষয় নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নয়; কারণ, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে।

৬৩৩। তাবদ্ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তি র্যাবদ্ বেদান্ত-কেশরী॥ ৮

বনে শৃগালদিগের মত, শাস্ত্র-সকল কেবল ততক্ষণই চীৎকার করিতে থাকে যতক্ষণ-না মহাশক্তি বেদান্ত-কেশরী গর্জ্জন করিয়া উঠে।

৬৩৪। অদত্তেত্যাগতা লর্জ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্ম্ম-স্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতাঃ খলু মাতরঃ॥

কন্যাকে অদত্তা রাখিলে লজ্জার বিষয় হয়; দান করিলেও মন ব্যথিত হয়; (অহো) ধর্ম্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়িয়া মায়ের মন নিশ্চয়ই দুঃখিত।

৬৩৫। প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ—
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ—
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥

যাহারা বিঘ্ন-ভয়ে (কোন কার্য্য) আরম্ভ করে না, তাহারা অধম; যাহারা আরম্ভ করিয়া বিঘ্ন-প্রতিহত হইয়া বিরত হয়, তাহারা মধ্যম; আর যাহারা পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন-প্রতিহত হইয়াও প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, তাহারাই উত্তম।

৬৩৬। অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্‌॥

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধু দ্বারা অসাধুকে, দানের দ্বারা কদর্য্যকে এবং সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করিতে হয়।

পালি সাহিত্যে আছে ;—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরীয়ং দানেন, সচ্চেন অলিক বাদিনম্‌॥"

৬৩৭। শান্তং সদা প্রাণিবধভীতং—
বৃহজ্জটাজুটধরোত্তমাঙ্গম্‌।
তনূল্লসদ্‌-গৈরিক-গৌর-বস্ত্রং—
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্‌॥

(বুদ্ধদেবের ধ্যান)—শান্ত, সদা প্রাণিবধ-ভীত, শিরে বৃহজ্জটাজূটধারী, তনু শোভাকর-গৈরিক-গৌর-বসন-পরিহিত, যোগীশ্বর, বুদ্ধকে আমি ভজনা করি।

৬৩৮। দীপো যথা নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো—
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ—
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

৬৩৯। এবং কৃতী নির্ব্বৃতিমভ্যুপেতো—
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ—
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

(বৌদ্ধ-মতে নির্ব্বাণ-মোক্ষের ব্যাখ্যা)—নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত দীপালোক যেমন ভূমি-মধ্যেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না : কোন দিকেও যায় না ;—কোন বিদিকেও যায় না ;—তৈল-ক্ষয়ে কেবল শান্তি প্রাপ্ত হয় মাত্র ; ঐরূপ, যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সে ভূমি-মধ্যেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না ; কোন দিকেও যায় না ; কোন বিদিকেও যায় না ;—দুঃখ-ক্ষয়ে কেবল শান্তি লাভ করে মাত্র।

৬৪০। যথা হি দর্পণে রূপং দৃশ্যতে ন চ বিদ্যতে।
বাসনা-দর্পণে চিত্তং দ্বিধা দৃশ্যতে বালিশৈঃ॥

যেমন দর্পণে রূপ দেখা যায় মাত্র, উহার মধ্যে রূপ থাকে না ; তেমনই বাসনা-দর্পণে অজ্ঞ লোকে চিত্তকে দ্বিধা (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপে) দেখিয়া থাকে। (বৌদ্ধমত)।

৬৪১। নটবৎ নৃত্যতে চিত্তং মনোর্বিদূষ-সাদৃশম্।
বিজ্ঞানং পঞ্চভিঃ সার্দ্ধং দৃশ্যং কল্পেতি রঙ্গবৎ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বিজ্ঞান, অভিনয়োপযোগী দৃশ্য রচনা করিতেছে এবং তাহাতে 'মন-রূপ জ্ঞানী দর্শকের সমক্ষে চিত্ত নটের মত নৃত্য করিতেছে। (বৌদ্ধমত)।

৬৪২। অনন্তশাস্ত্রং বহুধা চ বিদ্যা—
স্বল্পশ্চ কালো বহুলাশ্চ বিঘ্নাঃ।
যচ্ছারভূতং তদুপাসনীয়ং—
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥

শাস্ত্র অশেষ, বিদ্যাও বহুবিধ; (এ দিকে) সময় স্বল্প এবং নানাবিধ বিঘ্নও বহুল; (এমন অবস্থায়) হংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ মাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ যাহা সার তাহাই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

৬৪৩। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

যতকাল হৃদয়-কন্দরে ভোগ ও মোক্ষের বাসনা-রূপিনী রাক্ষসী বাস করে, ততকাল এ জীবনে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় কেমন করিয়া হইতে পারে?

৬৪৪। ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা—
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা—
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥

বিষয়-ভোগ সকল আমাদের দ্বারা ভক্ষিত হয় না, আমরাই বিষয় ভোগ দ্বারা ভক্ষিত হই ; তপ ক্লেশিত হয় না, তপের দ্বারা আমরাই ক্লেশিত হই ; কাল যাইতেছে না, আমরাই কাল-বশে যাইতেছি : তৃষ্ণা জীর্ণ হইতেছে না, আমরাই তৃষ্ণা-বশে জীর্ণ হইতেছি।

৬৪৫। ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মথনং ক্ষীর বারিধেঃ
কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতের টীকারম্ভে শ্রীধর স্বামীর বিনয়-নিবেদন)—কোথায় মন্দমতি আমি, আর কোথায় (শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ) ক্ষীর-সমুদ্রের এই (টীকা-রূপ) মন্থন!—যেথানে মন্দর-পর্ব্বত ডুবিয়া যায়, সেথানে পরমাণু কি (তুচ্ছ)!

৬৪৬। ভগবদ্‌ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌

যে ব্যক্তির ভগবদ্‌ভক্তি নাই, তাহার জাতি (জাতি-গর্ব্ব), শাস্ত্র (নানা শাস্ত্রে জ্ঞান), জপ, তপ—এ সকল ঠিক যেন মৃত দেহের লোকরঞ্জন সাজসজ্জা !

৬৪৭। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্‌ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥

বিষ্ণু-ভক্তির নয়টী-লক্ষণ ;—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন।

৬৪৮। চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলে জীবিত-মন্দিরে।
চলাচলে চ সংসারে ধর্ম্ম একো হি নিশ্চলঃ ॥

নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল এই জীবিত-মন্দিরে লক্ষ্মীও চঞ্চলা, প্রাণও চঞ্চল;—কেবল এই অস্থির সংসারে একমাত্র ধর্ম্মই স্থির।

৬৪৯। পর্ব্বতারোহণে তোয়ে গোকুলে শ্বান-বিগ্রহে।
পতিতস্য সমুত্থানে যষ্টেঃ পঞ্চগুণাঃ স্মৃতাঃ॥

যষ্টির পাঁচটী গুণ ঃ—পর্ব্বতে উঠিতে, হাঁটিয়া নদীপার হইবার সময়ে জলের গভীরতা জানিতে, গোষ্ঠে গো-তাড়ন করিতে, কুকুরের ঝগড়ায় আত্ম-রক্ষার্থে এবং পড়িয়া গেলে উঠিতে, যষ্টির প্রয়োজন।

৬৫০। নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকেন তু নিতম্বিনী।
সৈবামৃতানুরক্তা স্ত্রী বিরক্তা বিষবল্লরী॥

স্ত্রীলোক নিজে কিঞ্চিন্মাত্রাতেও না-অমৃত, না-বিষ ;—সে যখন (পতির) অনুরক্তা, তখন অমৃত ; আর যখন বিরক্তা, তখন বিষ-লতিকা।

৬৫১। দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্মকর্ম্ম-শুভাশুভম্।
সংযোগাশ্চ বিয়োগাশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

জন্ম, কর্ম্ম, শুভ ও অশুভ—জাগতিক সকল ব্যাপারই এবং সংযোগ, বিয়োগ, দৈবাধীন ;—দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল আর নাই।

৬৫২। স জীবতি গুণা যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
গুণকীর্ত্তিবিহীনো যো বিফলং তস্য জীবনম্ ॥

যে নানা-গুণে গুণবান্, সে প্রকৃত পক্ষে জীবন ধারণ করে; যাহার কীর্ত্তি থাকে, তাহার জীবনও সার্থক; কিন্তু যাহার গুণও নাই, কীর্ত্তিও নাই, তাহার জীবন বৃথা।

৬৫৩। ন বীজ-হারিকা পৃথ্বী ন বিপ্রো বেদনাশকঃ
ন ধর্ম্মনাশকো রাজা ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ ॥

পৃথিবী কখন বীজ হরণ করেন না, ব্রাহ্মণ বেদ নাশ করেন না, রাজা ধর্ম্ম নাশ করেন না, আর দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

৬৫৪। অপ্সু প্লবন্তি পাষাণা মানুষা ঘ্নন্তি রাক্ষসান্।
কপয়ঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

জলে পাষাণ ভাসে, মানুষে রাক্ষস বধ করে, বানরে কর্ম্ম করে;- কালের গতি বুঝা দায়! (পাঠান্তর—প্লবন্তি প্রস্তরা নীরে)

৬৫৫। রজসা শুধ্যতে নারী কাষ্ঠং শুধ্যতি তক্ষণাৎ।
তাম্রমম্লযোগেন পন্থা বাতেন শুধ্যতি॥

রজঃ দ্বারা নারী শুদ্ধ হয়, কাষ্ঠের শুদ্ধি হয় তক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ চাঁচিয়া, অম্ল দ্বারা তাম্র এবং বায়ু দ্বারা পথ, বিশোধিত হইয়া থাকে।

৬৫৬। ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহং তথা
ক্ষার-যোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।

ফল শুদ্ধ হয় ধুইলে, গৃহ শুদ্ধ হয় গোময়-লেপনে, ক্ষার-যোগে বস্ত্রের ময়লা কাটে, আর দ্রব্যের শুদ্ধি হয় মূল্য দানে।

৬৫৭। একভূরুভয়ো রেকদলয়ো রেক কাণ্ডয়োঃ॥
শালি-শ্যামা কয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

শালি ও শ্যামা, উভয় প্রকার ধান্যের ভূমিও এক, দলও এক কাণ্ডও এক; উহাদের ভেদ আর কিছুতেই নহে, কেবল ফলে অর্থাৎ শস্যেই ভেদ বুঝা যায়।

৬৫৮। দ্বিজায় দত্বা পাদুকা শতবর্ষীয় জর্জ্জরা
তৎফলাদশ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্নদীয়তে

শত বর্ষের জর্জ্জর খড়ম ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তার ফলে আমার অশ্ব লাভ হয়েছে ;—অতএব যাহা দান না করা যায়, তাহাই নষ্ট।

৬৫৯। মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা—
ভ্রাতা ন সম্ভাষতে ভৃত্যো কুপ্যতি।
নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা নালিঙ্গতে—
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং।
সুহৃত্তমস্তদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ

অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা করেন, পিতা মিষ্ট সম্ভাষণ করেন না, ভ্রাতা কথা কহেন না, ভৃত্যও রাগ দেখায়, পুত্র কাছে আসে না, স্ত্রীও আলিঙ্গন করেন না, আর প্রিয় মিত্র অর্থ-প্রার্থনার ভয়ে আলাপ মাত্রও করিতে চাহেন না ; অতএব শোন সখে, অর্থ উপার্জ্জন কর ; অর্থ দ্বারা সকলেই বশ হয়।

৬৬০। শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ॥

শত্রুরও গুণ ব্যাখ্যা করা উচিত এবং গুরুরও দোষ কথন কর্ত্তব্য ; সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নে পুত্র ও শিষ্যের প্রতি হিত বাক্য কহা উচিত।

৬৬১। চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

চিত্ত বিত্ত, জীবন, যৌবন—এ সকলই অস্থায়ী ; জগতের সবই তাই ; কেবল, যাহার কীর্ত্তি থাকে, সেই (প্রকৃত পক্ষে) বাঁচিয়া থাকে।

৬৬২। কবিতা রস-মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ-কবিঃ।
ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ ॥

কবিতা-রসের মাধুরী কবিই বুঝেন, (অবশ্য) কবিতার কবি নয় ;—যেমন, ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি ভবই বুঝিয়া থাকেন, (ভবানীর পিতা) হিমালয় বুঝেন না।

৬৬৩। ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং—
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে—
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

নিত্য করিরাজের কুম্ভাকৃতি-শিরোদেশ-ভঙ্গকারী, পবন অপেক্ষা অধিক বেগবান্ এবং গিরিরাজের (হিমালয়ের) শৃঙ্গবাসী হইয়াও, সিংহ পশুছাড়া অন্য-কিছু নয়।

৬৬৪। কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা—
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্যা।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা—
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

কাকের চঞ্চু যদি সোনা দিয়া বাঁধান হয়, তাহার চরণদ্বয় যদি মাণিক্যযুক্ত হয় এবং যদি এক-একটী পক্ষ গজমুক্তা-মণ্ডিত হয়, তবু কাক কখনও রাজহংস হয় না।

৬৬৫। মৌনং কৃতং কৃতং ভদ্রং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্ ॥

বর্ষার আগমনে কোকিল নীরব হয়, ইহা সে ভালই করে। কারণ, যেখানে ভেকগণ বক্তা, সেখানে (কোকিলের) নীরবতাই শোভন।

৬৬৬। কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদো পিক-
কাকয়োঃ।
আয়াতে মধুযামিন্যে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাক কালো, কোকিলও কালো; সে বিষয়ে কাক-কোকিলে ভেদ নাই। কিন্তু মধু যামিনী (চৈত্র) আসিলেই বুঝা যায়, কাক, সে কাক; আর কোকিল, সে কোকিল।

৬৬৭। হংসঃ শ্বেতো বকঃ শ্বেতঃ কো ভেদো বকহংসয়োঃ।
নীর-ক্ষীর-বিভাগেতু হংসো হংসো বকো বকঃ॥

হংস শ্বেতবর্ণ, বকও শ্বেত-বর্ণ; তবে বক-হংসে প্রভেদ কি? কেবল ক্ষীর মিশ্রিত নীর হইতে নীর ত্যাগ পূর্ব্বক, ক্ষীর গ্রহণে বুঝা যায়, হংস, সে হংস; আর বক, সে বক।

৬৬৮। গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব॥

গগন, সে গগনাকার, সাগর সে সাগরোপম;—অন্য প্রকারে বুঝান যায় না। তেমনই রাম-রাবণের যুদ্ধ, তাহা রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত।

৬৬৯। বরং রামশরঃ সহ্যো ন চ বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিত-রৌদ্রবৎ॥

(রাবণের উক্তি)—বরং রামের বাণ সহ্য হয়, কিন্তু বিভীষণের বাক্য সহা যায় না। জ্ঞাতি-দুর্ব্বাক্য, মেঘান্তে রৌদ্রের ন্যায়, নিতান্তই অসহ্য।

৬৭০। কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাম্মতম্।

যেমন মৃতের আর মরণ হয় না, তেমনই যাহা কৃত তাহা কৃতই; তাহার আর করণ কি? তেমনি যাহা গত, তাহার শোচনা নাই; ইহাই জ্ঞানিগণের মত।

৬৭১। মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তি কেন বাধ্যতে॥

অদৃষ্ট-ফলে যাহা ঘটবে, কে তাহা রোধ করিতে পারে? দেখ—গোবিন্দ যাঁহার মাতুল, অর্জ্জুন যাঁহার পিতা, সেই অভিমন্যু রণে নিহত হইলেন!

৬৭২। সমুদ্র-মন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

সমুদ্র-মন্থনে বিষ্ণু লক্ষ্মী লাভ করিলেন; আর মহাদেব লাভ করিলেন হলাহল। (অতএব দেখা যাইতেছে) সর্ব্বত্র ভাগ্যই ফলদান করে, বিদ্যা বা পৌরুষে নয়।

৬৭৩। করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তু দেবস্য যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥

শাস্ত্রজ্ঞ এদিক-ওদিক চেষ্টা করিতে থাকুন; কিন্তু ফল দেন দেবতা; যাহা বিধাতার মনে আছে, তাহাই ঘটে।

৬৭৪। কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং দুর্গন্ধং ক্রিমিসঙ্কুলম্,।
ম্লেচ্ছ-পক্বং সুরাসিক্তং স্বল্পং তদপি দুর্লভম্॥

(এই দুঃখময় সংসারে বাসনা-ক্লিষ্ট মানুষের হৃদয়োচ্ছাস) কাক-মাংস, কুকুরোচ্ছিষ্ট, পূতিগন্ধময়, ক্রিমি-সঙ্কুল, ম্লেচ্ছ-পক্ব, সুরাসিক্ত এবং অত্যল্প মাত্র—তাহাও দুষ্প্রাপ্য!

৬৭৫। ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নযোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে॥

মগধে মদ্যপানে দোষ নাই; কলিঙ্গ-দেশে অন্নগ্রহণে ও স্ত্রী-সম্ভোগে জাতি বিচার নাই; ওড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ ভোগে ও গৌড় দেশে মৎস্য-ভোজনে দোষ নাই।

৬৭৬। আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ।
কুলাচার-রতে চৈব এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

পীড়িত, বালক, বৃদ্ধ ও কুলাচার-রত—ইহাদের সম্বন্ধে কোন (বাঁধাবাঁধি) নিয়ম নাই; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

৬৭৭। অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ-জলমাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে॥

রোহিত মৎস্য অগাধ জল-সঞ্চারী হইয়াও ধীর; আর সফরী মৎস্য গণ্ডূষ-মাত্র জলেই ফর্‌ ফর্‌ করিয়া নিজ চাঞ্চল্য দেখাইতে থাকে।

৬৭৮। সুবর্ণ-সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে॥

অতসী বৃক্ষ সম্বন্ধে—স্বর্ণবর্ণ ফুল দেখিয়া বোধ হয়, রত্ন ফলিবে; এই আশায় বৃক্ষের সেবা করিয়া, শেষে ফলের বেলায় দেখা যায়, কেবল ঝন্‌-ঝনানি সার!

৬৭৯। নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনম্॥

বস্ত্র, ছত্র, স্ত্রী ও গৃহ— এ সকলের নূতনই প্রশস্ত। কেবল সেবক ও অন্ন, পুরাতনই ভাল।

৬৮০। বিদ্যয়া তপসা বাপি-দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্॥

বিদ্যা, তপস্যা, জলাশয় দান ও বিনীত ব্যবহার—এই সকলের দ্বারা মানুষের যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায় সুপুত্রে, সুযশে এবং জলাশয়-পক্ষে জলের সুপানীয়ত্বে।

৬৮১। জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ।
সীতা সত্য-পরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ—
দোর্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃস্বয়ম্—
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে
কা কথা॥

সূর্য্যবংশে যাঁহার জন্ম; রাজাগ্রগণ্য দশরথ যাঁহার পিতা; সত্য-পরায়ণা সীতা যাঁহার পত্নী, লক্ষ্মণ যাঁহার ভ্রাতা, প্রতাপে যাঁহার সমান পৃথিবীতে আর কেহই নাই এবং যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণু, এমন রামও বিধি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছেন; অন্যের কথা আর কি বলিব!

৬৮২। কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্‌রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ॥

বুদ্ধি, কর্ম্মের বশ; কর্ম্ম, বুদ্ধির বশে নহে। যেহেতু, সুবুদ্ধি রাম স্বর্ণ-হরিণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন! (যাহাতে কি অনর্থই ঘটিল)।

৬৮৩। অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইত্যেব পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেব কবয়োবিদুঃ॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম—ইহাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি; অহিংসা পরম দান, পণ্ডিতেরা এইরূপই বলিাছেন।

৬৮৪। একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া—
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ—
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।

যাঁহার এক ভার্য্যা সরস্বতী, যিনি স্বভাবতঃ মুখরা; দ্বিতীয় ভার্য্যা লক্ষ্মী, যিনি চঞ্চলা; একমাত্র পুত্র মন্মথ, যিনি দুর্নিবার ও ভুবন-বিজয়ী; বাস সমুদ্রে; শয্যা অনন্ত সর্পের উপরে, এবং বাহন সর্পভুক্ গরুড়; নিজ গৃহের এই ব্যবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া মুরারি—কাষ্ঠময় হইয়াছেন।

৬৮৫। একা ভার্য্যা শবর-রসিকা নিম্নগা চ দ্বিতীয়া—
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো দ্বিরদবদনো ষন্মুখোঽতো দ্বিতীয়ঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী প্লবগবদনো বাহনং পুঙ্গবেশঃ—
স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং ভস্মদেহো মহেশঃ॥

মহাদেবের দুই ভার্য্যার মধ্যে একজন (কালী) শব-প্রিয়া, এবং অপরা (গঙ্গা) নীচ-গামিনী; জ্যেষ্ঠ পুত্র গজানন এবং কনিষ্ঠ ষড়ানন; সহচর নন্দী-ভৃঙ্গী বানর-মুখ এবং বাহন বৃষভরাজ; নিজ গৃহের এই অবস্থা ভাবিয়া তিনি (সংসারত্যাগীর ন্যায়) ভস্মদেহ হইয়াছেন। 'শবর' অর্থে চণ্ডালও হয়। শ্মশান-বাসিনীর পক্ষে সে অর্থও বেশ খাটে। "শবর" শব্দের আর-এক অর্থ মহাদেব। শ্লিষ্টার্থে কালী শবর-প্রিয়া বটেন।

৬৮৬। অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভু-সেবনম্॥

অসার সংসারে এই চারিটী মাত্র সার—কাশীতে বাস, সতের সঙ্গ, গঙ্গাজল পান ও শম্ভুর সেবা।

৬৮৭। অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥

অসার সংসারে শ্বশুর-গৃহই সার। দেখ, মহাদেব হিমালয়ে শয়ন করেন; আর বিষ্ণু শয়ন করেন সমুদ্রে।

৬৮৮। চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ।
অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ॥

চিন্তাই মনুষ্যের জ্বর (অর্থাৎ ক্ষয়-কারক); তেমনই বস্ত্রের পক্ষে উত্তাপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে অসৌভাগ্য এবং অশ্বের পক্ষে মৈথুন।

৬৮৯। চিতা-চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্॥

চিতা ও চিন্তা—এই দুয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী; কারণ, চিতা নির্জীবকে দহন করে; কিন্তু চিন্তা দহন করে জীবিতকে।

৬৯০। যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তে পদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে।

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ও তাঁহার পদপঙ্কজে ভক্তি থাকে, তবে বিষম দুর্গমে বা রণে মরণে চিন্তা কি?

৬৯১। কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ।
মত্ত-কুঞ্জর-সংঘাতং ভিনত্ত্যেকোঽপি কেশরীঃ॥

বৃহস্পতি যাহার কেন্দ্রস্থ, অন্য সব গ্রহ তাহার কি অপকার করিতে পারে? কেশরী একাই মত্ত হস্তিযূথকে জয় করিতে সমর্থ।

৬৯২। অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥

অতিথি, বালক, রাজা ও ভার্য্যা—ইহারা, (গৃহস্থের) আছে, কি নাই, তাহা জানিতে চাহে না; কেবল বার-বার দেও-দেও এই বলিতে থাকে।

৬৯৩। আত্মবুদ্ধিঃ শুভঙ্করী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥

নিজের বুদ্ধিতে চলিলে শুভ হয়; বিশেষতঃ গুরুর বুদ্ধিতে; পরের বুদ্ধিতে বিনাশ এবং স্ত্রীর বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

৬৯৪। আগচ্ছতি যথা লক্ষ্মীর্নারিকেল-ফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছতি তথা লক্ষ্মীর্গজভুক্ত-কপিত্থবৎ॥

লক্ষ্মীর আগমন যেমন নারিকেল-ফলে জল-সঞ্চারের মত; কিন্তু তাঁহার নির্গমন ঠিক গজভুক্ত কপিত্থের মত। (গজভুক্ত কপিত্থ অন্তঃসার শূন্য)।

৬৯৫। সাধয়ন্তি মহৎ কার্য্যং মিলিতাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
নির্ম্মান্তি ক্ষৌদ্রপটলং বিশালং সরঘা অপি ॥

ক্ষুদ্র জন্তুরা মিলিত হইয়া বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ;—(দেখ) মধু-মক্ষিকাগণের মত ক্ষুদ্র পতঙ্গেরা (একত্রে) প্রকাণ্ড মৌচাক নির্ম্মাণ করে।

৬৯৬। কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥

কে কাহার মাতা, কাহার পিতা, কাহার সহোদর ভ্রাতা? দেহে প্রাণে সম্বন্ধ নাই। তবে কাহার জন্য খেদ?

৬৯৭। বনানাং বনকাষ্ঠানাং নদীস্রোত-সমাগমঃ।
সঙ্গমেঽপি পুনর্ভঙ্গ কা কস্য পরিবেদনা

বনের কাষ্ঠ-খণ্ড নদী-স্রোতে পরস্পর মিলিত হয়; আবার সে মিলন ভঙ্গ হইয়া যায়। তবে আবার কাহার জন্য শোক?

৬৯৮। দূরাগতাঃ পথশ্রান্তাশ্ছায়াং যান্তি চ শীতলম্।
শীতলাশ্চ পুনর্যান্তি কা কস্য পরিবেদনা।

দূর হইতে আগত, পথশ্রান্ত পথিকগণ ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শীতল হয়; পরে আবার আপন-আপন গন্তব্য পথে গমন করে; তবে কাহার জন্য দুঃখ?

৬৯৯। আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কিঞ্চিদ্বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন বা॥

কন্যার পিতা প্রথমেই বরকে দেখিবেন; তারপর বরের ধন-সম্পত্তি; তারপর, কুল। বরে যদি কিছু দোষ থাকে, তবে ধনেই বা কি হইবে, কুলেই বা কি হইবে?

৭০০। নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।
নাস্তি জ্ঞানং কুতোমুক্তির্ভক্তির্নাস্তি কুতস্তুধীঃ॥

গ্রাম নাই, তার সীমা; বিদ্যা নাই, তার যশ: জ্ঞান নাই, তার মুক্তি, আর, ভক্তি নাই, তার ধী—কোথায়?

৭০১। লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি চ যানি তু।
তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ ও দাহকারী নানাবিধ দোষ নষ্ট করিবার জন্য মধুর দ্রব্যের দ্বারা আহার সমাপ্ত করিতে হয়। (এ সম্বন্ধে আর একটী শ্লোকার্দ্ধ প্রচলিত আছে—তিক্তেন চ সমারভ্য মধুরেণ সমাপয়েৎ।)

৭০২। অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

এই চরাচর জগৎ অন্ন দ্বারা তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে; (অতএব) অন্ন দানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখনও হয় নাই, হইবেও না।

৭০৩। আশাং দত্বা ন দদ্যাদ্ যঃ দাতারং প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ং দত্বা হরেদ্ যস্তু স পাপিষ্ঠ স্ততোহধিকঃ॥

যে ব্যক্তি আশা দিয়া পরে দান না করে; এবং যে ব্যক্তি দাতাকে দান করিতে বারণ করে;—ইহারা পাপিষ্ঠ ত বটেই; কিন্তু ততোধিক পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে দান করিয়া পরে হরণ করে।

৭০৪। যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আছে, যতক্ষণ একেবারে নিরিন্দ্রিয়তা হয় নাই অর্থাৎ কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিছু-না-কিছু বিদ্যমান্, ততক্ষণ চিকিৎসা কর্ত্তব্য ; কারণ, কালের গতি কুটিল।

৭০৫। ভোজনং যত্র তত্র বৈ শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতী-তীরে অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি॥

একদা ললাট-রেখা-গণক এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্মশানে একটী অস্থিময় মস্তকের রেখা পাঠ করিয়া জানিলেন যে জীবদ্দশায় লোকটী যেখানে-সেখানে আহার করিত ; রাত্রিকালে হাটের মধ্যে যে-কোন স্থানে শয়ন করিত, গো-ভাগাড়ে উহার মৃত্যু এবং পরে আরও বা কি হইবে! তিনি কৌতূহল-বশে সেই অস্থিময় মাথাটী বাড়ী আনিয়া সাবধানে একস্থলে রাখিয়া দিলেন। একদিন তাঁহার পত্নী উহা দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন—উহা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের ভূতপূর্ব্বা প্রণয়-পাত্রী কোন স্ত্রীলোকের মাথা হইবে, নতুবা উহার প্রতি ব্রাহ্মণের এত যত্ন কেন? এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিষ্ঠা-মধ্যে ফেলিয়া দেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, "অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি"—প্রশ্নের সমাধান হইল দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন।

৭০৬। দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ ॥

দরিদ্রের গুণসকল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত; অন্নচিন্তা (বড়ই) বিস্ময়করী; যে তাহাতে কাতর, তাহার মনে কাব্যরস আসিবে কোথা হইতে?

৭০৭। ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষো নন্দনং বনম্ ॥

ক্রোধ (রিপু) যম-রাজা, আশা দুস্তরা নদী, বিদ্যা কাম-ধেনু (যাহা চাওয়া যায় তাহাই দেয়) এবং সন্তোষ (Contentment) নন্দন-বন।

৭০৮। দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে হরিণায়ত-লোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্ ॥

অয়ি হরিণায়তলোচনে! আর-একবার (আমার প্রতি) চাহিয়া দেখ; পুরাকাল হইতে জনশ্রুতি আছে যে, বিষের ঔষধ বিষ।

৭০৯। বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥

অন্য শাস্ত্র সকল বিফল; তাহাদের মধ্যে কেবলই (মতভেদ জনিত) বিবাদ। (কেবল) জ্যোতিষ্ শাস্ত্রই সফল, যাহার উক্তির সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য।

৭১০। বাসঃ কাঞ্চন-পিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈ স্তনুমার্জ্জনম্।
ভক্ষ্যং স্বাদু রসাল-দাড়িম্বফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে।
হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপীক্রোড়ে মনো ধাবতি।

(রাজালয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ শুক-পক্ষীর বিষাদ)- সুবর্ণ-পিঞ্জরে বাস; রাজা স্বহস্তে গায়ে হাত বুলাইয়া (আদর করিয়া) থাকেন; স্বাদু আম্র-দাড়িম্ব ফল আহার; সুধা-ধবল দুগ্ধ পান; সভায় সতত রামনামোচ্চারণ; হাহা হন্ত, তবু আমার মন জন্মবৃক্ষ-ক্রোড়ে ধাবমান হয়!

৭১১। যবাভাবে তু গোধুমং মুদ্গাভাবেঽপি মাষকম্।
মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাদ্ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্॥

যব অভাবে গম, মুগ অভাবে মাষকলাই, মধু অভাবে গুড় এবং ঘৃতাভাবে তৈল দিবে।

৭১২। অগ্রতশ্চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি॥

(রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি)—আমার মুখে বেদ এবং পৃষ্ঠে সশর ধনু; উভয়েই আমি পারগ শাপের দ্বারাই হউক, বা, শরের দ্বারাই হউক।

৭১৩। গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো—
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ—
করী সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥

গুণীই গুণের মর্ম্ম বুঝে,—নির্গুণে তাহা বুঝে না; বলীই বলের মর্ম্ম বুঝে, বলহীনে তাহা বুঝে না; বসন্তের মর্ম্ম কোকিলেই বুঝে কাকে নহে। এবং সিংহের বল হস্তীই বুঝে, মুষিকে নহে।

৭১৪। জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তিরও বাক্য স্খলন হয়, হস্তীরও পা টলে, ভীমও রণে ভঙ্গ দেন এবং মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

৭১৫। ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।
ন চ বিদ্যা সমো বন্ধু র্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥

অপত্যে যে স্নেহ, সেইরূপ স্নেহ আর কাহাতেও হয় না; দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই; বিদ্যার মত বন্ধু আর হয় না এবং অহঙ্কার অপেক্ষা প্রবল শত্রু আর নাই।

৭১৬। কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি যো বিদ্বান্ সর্ব্বৈরেব প্রপূজ্যতে॥

বিদ্যাহীন মানুষের বিখ্যাত কুলে কি করে? নীচ বংশ-জাত হইয়াও যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হয়, সে সকলেরই পূজ্য।

৭১৭। চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

রাজ-সেবা অর্থাৎ রাজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়; কিন্তু কেবল মাত্র রাজাকেই সেবা করিলে চলে না;—রাজার চক্রকেও সেবা করিতে হয়। অহো! চক্রের মাহাত্ম্যে ভগবান্ ভূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গল্পটী এই—ভগবান্-নামে এক পণ্ডিত এক রাজার প্রিয় পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি চক্র-সেবা করিতেন না। তাহাতে চক্রের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। তাহারা চক্রান্ত করিয়া একদিন দ্বারবান্‌কে বলিল যে, রাজা আদেশ করিয়াছেন যেন ভগবান্-পণ্ডিতকে রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়া না হয়। সেই অবধি ভগবান্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। ক্রমে রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চক্রের লোকেরা বলিল যে, ভগবান্ পণ্ডিত মারা গিয়াছে। একদিন পণ্ডিত শুনিল, রাজা নগরে বাহির হইবেন। কিন্তু জনতা ভেদ করিয়া রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ দুরূহ ব্যাপার ভাবিয়া পণ্ডিত এক বৃক্ষের উপরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"মহারাজ! আমি ভগবান্ পণ্ডিত।" পারিষদ্-চক্র বলিয়া উঠিল—"মহারাজ! ঐ দেখুন্, মৃত ভগবান্ পণ্ডিত ভূতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন!" চক্রাধীন রাজা অগত্যা তাহাই বিশ্বাস করিলেন।

৭১৮। নির্ব্বাণ-দীপে কিমু তৈল-দানং—
চৌরে গতে কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতা-বিলাসঃ—
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

দীপ নিবিয়া গেলে, তাহাতে তৈল দিয়া ফল কি? চোর (চুরি করিয়া) পলায়ন করিবার পরে সাবধানতায় কি লাভ? বয়স গত হইলে বনিতা-বিলাস অনর্থক, জল সরিয়া গেলে সেতুবন্ধে কি করিবে?

৭১৯। অশাতাস্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণঃ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরাঃ॥

মাঘ মাসে তরু সকল, ফাল্গুনে পশুপক্ষীরা, চৈত্রে জলচর সকল এবং বৈশাখে নর ও বানরগণ, শীতহীন হয়।

৭২০। লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শারীরং কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতি দিনে-দিনে॥

(সাক্ষাৎ হইলে) লোকে সদ্বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে—শরীর ভাল আছে ত? কিন্তু যখন দিনে-দিনে আয়ু ক্ষয় হইতেছে তখন আর আমাদের কুশল কোথায়?

৭২১। শর্করা-শতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতং নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

যদি শতভার শর্করা দিয়া নিম্ব-বৃক্ষ রোপণ করা যায় এবং নিত্য তাহাতে দুগ্ধ সিঞ্চন করা যায়, তবু নিম্ব মধুরতা প্রাপ্ত হয় না।

৭২২। হীন-সেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।
অজা সিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্॥

হীন জনের সেবা করা উচিত নয়; মহতের আশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য। সিংহের অনুগ্রহ থাকিলে ছাগলও বনে নির্ভয়ে চরিয়া বেড়ায়।

৭২৩। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

যাহার যেমন স্বভাব, সে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না;—অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব ঘুচে না। (ইহার উত্তরে তুলসীদাস কহিয়াছেন —

সদ্‌গুরু পাঁওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞানকর্ উপদেশ।
কয়লাকি ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ কর্ পর্‌বেশ্॥

৭২৪। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, কৃষিকর্ম্মে তাহার অর্দ্ধেক, তাহারও অর্দ্ধেক, রাজ সেবায়,—ভিক্ষায় কিছুই না, কিছুই না।

৭২৫। হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

(চারিটী গৃহ-পালিত জামাতাকে কি-কি উপায়ে তাড়াইতে হইয়াছিল, তাহারই ক্রম)— আহার-কালে ঘৃত বিনা হরি চলিয়া গেলেন; ক্রমে, আসন দেওয়া বন্ধ হইলে মাধব চলিয়া গেলেন; পরে, যখন আহারার্থ কদন্ন দেওয়া হইতে লাগিল, তখন পুণ্ডরীকাক্ষের চৈতন্য হইল, তিনি চলিয়া গেলেন; অবশেষে, চতুর্থ জামাতা ধনঞ্জয় যখন কিছুতেই যায় না, তখন— সে প্রহারের দ্বারা বিদূরিত হইল।

৭২৬। নিঃস্বো হ্যেকশতং শতী সহস্রং—
সহস্রাধিপো লক্ষং লক্ষেশ মহীপালতাম্।
ক্ষিতিপতি শ্চক্রেশবৎ সম্পদ—
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রহ্মাসম্পদং—
বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা পদং হরে র্হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

(তৃষ্ণার সীমা কোথায়)? যে নিঃস্ব, সে এক শতের বাসনা করে; যাহার একশত আছে, সে সহস্র চায়; সহস্রাধিপ লক্ষ; লক্ষেশ মহীপালতার কামনা করে; মহীপাল চক্রেশের মত সম্পদ চায়; চক্রেশ চায় ইন্দ্রত্ব; ইন্দ্র চাহেন ব্রহ্মার পদ পাইতে; ব্রহ্মা চাহেন হরির পদ এবং হরি চাহেন হরের পদ। তৃষ্ণার সীমা কে পাইয়াছে?

৭২৭। রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
পশু পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥

রাজা দেখেন কর্ণের দ্বারা (অর্থাৎ চরমুখে বার্ত্তা শুনিয়া); পণ্ডিতেরা দেখেন বুদ্ধি দ্বারা; পশু দেখে গন্ধের দ্বারা; বর্ব্বরে দেখে অতীতের দ্বারা (অর্থাৎ ঘটনা ঘটিয়া গেলে, তখন তাহাদের জ্ঞান হয়)।

৭২৮। উৎপত্তি বিষমা যস্য নিত্যং যস্য ব্যয়ো ভবেৎ।
সর্ব্বশস্যপ্রধানস্য ধান্যস্য কুশলং বদ ॥

যাহার উৎপত্তি বহুশ্রম-সাধ্য, নিত্য যাহার ব্যয়, সকল শস্যের মধ্যে যাহা প্রধান; সেই ধান্যের কুশল বল।

৭২৯। বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমথবা নিম্ব-ভোজনম্।
অথবা যুবতী ভার্য্যা অথবা বহ্নিসেবনম্ ॥

বসন্ত-কালে ভ্রমণ উপকারী; অথবা নিম্ব ভোজন; অথবা যুবতী ভার্য্যা; অথবা বহ্নি সেবন।

৭৩০। রামাদপি মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
এতাভ্যাং যদি মর্ত্তব্যং বরং রামান্নরাবণাৎ ॥

(উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া মারীচের উক্তি)—রাম হইতে অথবা রাবণ হইতে যখন মরিতেই হইবে; তখন এই দুয়ের মধ্যে রাবণের হাতে মরা অপেক্ষা রামের হাতে মরাই ভাল।

৭৩১। ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহই গৃহ নয়, গৃহিণীই গৃহ, এইরূপ কথিত হয়। গৃহিণীর সহিত একত্র হইয়া গৃহী ব্যক্তি পুরুষার্থ-সকল সম্যক্ প্রকারে ভোগ করে।

৭৩২। ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া-
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকে রসস্য নিবেদনং—
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

(অরসিকের প্রতি বিদ্রূপোক্তি)—হে বিধাতঃ, অন্যান্য শতদুঃখ, তোমার যত ইচ্ছা, আমায় দেও, সে সব আমি সহিব। কেবল অরসিকের কাছে রসের নিবেদন,—এইটী আমার কপালে লিখিও না, লিখিও না, লিখিও না।

৭৩৩। শর্ব্বরী-দীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

চন্দ্র, রাত্রির দীপক (অর্থাৎ উজ্জ্বলকারী); প্রভাতের দীপক রবি; ধর্ম্ম ত্রৈলোক্য-দীপক; সৎপুত্র কুলের দীপক।

৭৩৪। পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়োর্নাস্তি স্বতন্ত্রতা ॥

কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধকালে পুত্রই নারীর রক্ষক ; স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বতন্ত্রতা নাই।

৭৩৫। সর্ব্বা এবাপদস্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্।
সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্ ॥

যাহার মন তুষ্ট নয়, তাহার পক্ষে সকলই আপদ ; কিন্তু যাহার মন সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সকলই সম্পদ্।

৭৩৬। শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ-কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা তাহাই বলিতেছি— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই, তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

৭৩৭। প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষর-দ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

যে ব্যক্তি নিত্য প্রভাতে দুর্গা-দুর্গা এই অক্ষর-দ্বয় স্মরণ করে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত, তাহার আপদ নষ্ট হয়।

৭৩৮। "আ"গতং শিব বক্ত্রেভ্যো—
"গ"তঞ্চ গিরিজা-শ্রুতৌ।
"ম"তঞ্চ বাসুদেবস্য—
তস্মাদাগম উচ্যতে॥

("আগম"—শব্দের ব্যাখ্যা)—শিব-মুখ হইতে "আ"-গত; পার্ব্বতীর কর্ণে "গ"ত; এবং তাহা বাসুদেবেরও "ম"ত;—এই শাস্ত্রের নাম "আগম"।

৭৩৯। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং ফলং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

মূর্খে "বিষ্ণায়" বলে, পণ্ডিতে বলেন "বিষ্ণবে"; উভয়ের ফল কিন্তু সমান;—কারণ, জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী (ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন)।

৭৪০। যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

(বিবাহ-মন্ত্রে কন্যার উক্তি)—এই যে তোমার হৃদয়, তাহা আমার হৃদয় হউক; আর এই আমার হৃদয়, তাহা তোমার হউক (অর্থাৎ আমাদের উভয়ের দুই হৃদয় মিলিয়া এক হৃদয় হউক)।

৭৪১। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়স্য জীবিতস্য চ॥

দেহের আরোগিতা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের উত্তম মূল। রোগ তাহার এবং শ্রেয়ের ও জীবিতের অপহর্ত্তা।

৭৪২। নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী যথা।
স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেষ্বহিতো ভবেৎ।

নগরের পক্ষে যেমন নগরাধ্যক্ষ, রথের পক্ষে যেমন রথী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ দেহের পক্ষে তেমনই মনোযোগী থাকিবেন।

৭৪৩। যো ন নির্গত্য নিঃশেষামালোকয়তি মেদিনীম্।
অনেকাশ্চর্য্যসংপূর্ণাং স নরঃ কূপদর্দ্দুরঃ॥

যে ব্যক্তি নির্গমন পূর্ব্বক অনেকাশ্চর্য্যপূর্ণা মেদিনীকে নিঃশেষে না দেখে, সে মানুষ কূপ-মণ্ডুক।

৭৪৪। কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণো হর্ষমুপাগতঃ।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হা কেশব হা কেশব॥

(শ্লেষ-অলঙ্কারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ)—রণে কেশবকে পতিত দেখিয়া দ্রোণ হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং পাণ্ডবগণ "হা কেশব, হা কেশব" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (এই হইল ব্যঙ্গার্থ; উহার বাচ্যার্থঃ—কে=জলে; দ্রোণ=দাঁড়কাক; পাণ্ডব=শৃগাল। জলে মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া দাঁড়কাক হর্ষপ্রাপ্ত হইল; (কিন্তু জলে থাকায়—ভোগে আসিল না বলিয়া) শৃগালগণ—'হা কেশব,' 'হা কেশব' বলিয়া রোদন করিতে থাকিল।

৭৪৫। যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাদ্ গৃহমায়াতঃ সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

যার নাম, গোত্র বা বাসস্থান জানা নাই, যে অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত তাহাকেই পণ্ডিতেরা অতিথি কহিয়াছেন।

৭৪৬। অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভাঃ মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক, পক্ষী ও নিকটবর্ত্তী রাজা—এই ছয়ের নাম ঈতি অর্থাৎ শস্যনাশকারী।

৭৪৭। অসারস্য পদার্থস্য প্রায়েণাড়ম্বরো মহান্।
ন হি তাদৃক্ ধ্বনিঃ স্বর্ণে যাদৃক্ কাংস্যে প্রজায়তে॥

প্রায়ই অসার পদার্থের মহা আড়ম্বর হইয়া থাকে—স্বর্ণে সেরূপ ধ্বনি উৎপাদিত হয় না, যেমন হয় কাঁসায়।

৭৪৮। যথার্থ কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক-সুখপ্রদম্।
তৎসত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥

যাহা যথার্থ-কথন এবং সর্ব্বলোকের প্রিয়, তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে অসত্য তাহার বিপরীত।

৭৪৯। আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ

স্বার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থেও যে সকল মানব মিথ্যা বলেন না সেই সব জ্ঞানী লোক স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

৭৫০। হৃদয়ে বহসি গিরীন্দ্রৌ—
ত্রিভুবন-জয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলা ত্বং যদি মন্যে—
কে বলবন্তো ন জানীম।

(যুবতীর প্রতি) – বক্ষে দুইটী গিরীন্দ্র বহন করিতেছ, কটাক্ষ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিতেছ ; ইহাতেও যদি ভাবি—তুমি অবলা ; তবে বলবন্ত কে, তাহা জানি না।

৭৫১। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ—
সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং—
ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥

(ব্রাহ্মণ-কুলে) জন্ম দ্বারা "ব্রাহ্মণ", (ব্রাহ্মণোচিত) সংস্কার হইলে "দ্বিজ", বেদাদি-বিদ্যালাভে "বিপ্র" এবং ঐ তিনের সমবায় যাঁহাতে, তিনি "শ্রোত্রিয়" বলিয়া কথিত।

৭৫২। যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণাম্॥

যদি একটী মাত্র কর্ম্ম দ্বারা জগৎকে বশ করিতে চাও, তবে কলিকালে কল্পলতা দেবী প্রতারণার উপাসনা কর।

৭৫৩। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

(নারদের প্রতি বিষ্ণুর উক্তি)—আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না; যোগীদিগের হৃদয়েও না; আমার ভক্তগণ যেখানে গান করে, আমি সেইখানেই (প্রকৃতপক্ষে) বাস করিয়া থাকি।

৭৫৪। সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ ॥

কি সদন্নে, কি কদন্নে, কি লোষ্ট্রে, কি কাঞ্চনে, যাঁহার নিত্য সমবুদ্ধি, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত।

৭৫৫। বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

পণ্ডিতেরা, কি বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, কি গরু-হস্তীতে, কি কুকুরে, কি চণ্ডালে—সকলের প্রতি সমদর্শী।

৭৫৬। দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপ-সঞ্চয়ঃ।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

(দীক্ষার ব্যাখ্যা)—অত্যন্ত জ্ঞান দান করে বলিয়া "দী"; সঞ্চিত পাপের ক্ষয় করে বলিয়া "ক্ষা", এই জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকেই "দীক্ষা" কহিয়া থাকেন।

৭৫৭। হতে হনূমতা রামে সীতা হর্ষমুপাগতা।
রুদন্তি রাক্ষসাঃ সর্ব্বে হা হা রাম হতোহতঃ

(শ্লোকটীর ব্যঙ্গার্থ বড়ই চমৎকার)—হনুমান্ কর্ত্তৃক রাম হত হইলে সীতা আনন্দিতা হইলেন এবং রাক্ষসেরা "হা হা! রাম হত, রাম হত" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল! বস্তুত, ঐ শ্লোকের বাচ্যার্থ অন্যরূপ—হনুমান্ কর্ত্তৃক (রাবণের) উপবন নষ্ট হইলে, সীতা আনন্দিতা হইলেন এবং রাক্ষসেরা "হা হা! উপবন নষ্ট হইল, উপবন নষ্ট হইল" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল! "আরাম" অর্থে উপবন।

৭৫৮। যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

(বৃহস্পতি-ঋষি-প্রণীত চার্ব্বাক্-শাস্ত্রের একটী প্রসিদ্ধ শ্লোক)—যতদিন বাঁচিয়া থাক, সুখে জীবন যাপন করিয়া লও; ঋণ করিয়াও ঘৃত সেবন কর; কারণ, এই দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে, আর পুনরাগমন নাই। ("Eat, drink, and be merry")

৭৫৯। অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

অজ্ঞান-রূপ অন্ধকারে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চক্ষুকে যিনি জ্ঞান-রূপ অঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। (যে তুলিকা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করা যায়, তাহার নাম "অঞ্জন-শলাকা")।

৭৬০। শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শষ্পায় ন স্পন্দতে-
মূকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে ত্বদ্‌বিরহেণ হন্ত নিতরাং গোবিন্দ দৈন্যং গতাঃ
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়নানেত্রাম্বুভির্ব্বর্দ্ধতে॥

হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে গোকুলমণ্ডলী শীর্ণ হইয়াছে; পশুগণ তৃণভক্ষণের জন্য চঞ্চল নয়; কোকিলকুল নীরব; শিখীগণ ব্যাকুল হইয়া নৃত্য করিতেছে; সকলেই তোমার বিরহে দৈন্য-প্রাপ্ত হইয়াছে; কেবল একমাত্র যমুনা হরিণ-নেত্রা (বিরহবিধুরা গোপীদিগের) নেত্র-জলে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে!

৭৬১। মাতৃষ্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃস্বষা।
শ্বশ্রূ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

মাসী, মামী, খুড়ী বা জ্যেঠি, পিসী, শাশুড়ী, ও বৌঠাকুরাণী, সংসারে ইঁহারা মাতৃতুল্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। (বৌ-ঠাকুরাণী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। "বৌ-দিদি" অসঙ্গত)।

৭৬২। শরীরে জর্জ্জরীভূতে ব্যাধিগ্রস্তে কলেবরে।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥

দেহ ব্যাধিগ্রস্থ ও জর্জ্জরীভূত হইলে, সে অবস্থায় স্বয়ং নারায়ণই চিকিৎসক এবং গঙ্গাজলই ঔষধ।

৭৬৩। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ ॥

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী ও দ্বারকা—এই সাতটী (তীর্থস্থান) মোক্ষদায়িকা। (মায়া=মায়াবতী, হরিদ্বারের নামান্তর)।

৭৬৪। কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগোযত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ ॥

যে দেশে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার (হরিণ-বিশেষ) বিচরণ করে, তাহাকেই যজ্ঞোপযোগী দেশ বলিয়া জানিবে; তাহার বাহিরে ম্লেচ্ছদেশ।

৭৬৫। যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী—
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং—
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে! রঘুপতির উত্তর-কোশলরাজ্যই বা কোথায় গিয়াছে?—এই চিন্তা করিয়া মন স্থির কর;—এই জগৎ সত্য নহে, ইহাই অবধারণ কর।

৭৬৬। ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু—
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং—
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

বিক্রমাদিত্য রাজার সভায় যে নয়জন "নবরত্ন" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি।

৭৬৭। সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপী মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥

ব্রাহ্মণঘাতী মনুষ্য সেতুবন্ধে, সমুদ্রে ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে (গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে) পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু মিত্রদ্রোহীর কোথাও মোচন নাই।

৭৬৮। অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।
বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগম্ ॥

শশীশেখরের প্রিয়তমা গিরিসুতা (পার্ব্বতী) তোমাদিগকে রক্ষা করুন; আমার হৃদয়ে ভগবানের পদযুগ অবস্থান করুক। (বাঙ্গালার শিশু-লালনী ছড়ায় এই শ্লোকের প্রথমাংশ অপভ্রষ্ট ভাবে রহিয়াছে—"অকু তবু গিরিসুতা, মায়ে বলে পড়ো পুতা"; ইত্যাদি।

৭৬৯। আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্র-মৈথুন-ভেষজম্।
তপোদানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ ॥

আয়ু, ধন, নিজগৃহের দোষ, মন্ত্রণা (বা ইষ্টমন্ত্র ?), মৈথুন, ঔষধ, তপ, দান, ও অপমান—এই নয়টী বিষয় যত্নে গোপন করিবে।

৭৭০। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়-মিথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥

বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাংশ-বাসী পঞ্চগৌড়-নামে খ্যাত—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলিক (বা মৈথিল) এবং উৎকল।

৭৭১। সন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
জরামৃত্যু-মহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে॥

জরা-মৃত্যু-রূপ মহাগ্রাহ-সমন্বিত গম্ভীর কাল-সাগরে এই জগত সম্যক্ নিমজ্জিত, ইহা কেহই বুঝিতেছে না!

৭৭২। চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগম্।
চতুর্বর্ণময়ো লোকস্ততঃ সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ।

জ্ঞান (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ; কালাবস্থাও (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) চতুর্যুগ; সংসার (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) চতুর্বর্ণোময় এবং সকলই চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট।

৭৭৩। অশ্বত্থামা-বলির্ব্যাস-হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥

অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনূমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম—এই সাতজন চিরজীবী।

৭৭৪। ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।

(উদ্ভট)—রাজা পাল্‌কী করিয়া যাইতেছিলেন; বাহকদের মধ্যে কালিদাস অজ্ঞাতভাবে ছিলেন। কিছু পরে রাজা দেখিলেন যে, স্কন্ধ পীড়িত হওয়ায় একজন বাহক কাতর হইয়াছে; (তাই দেখিয়া রাজা কহিলেন) ওরে বাহক! যদি তোর স্কন্ধে বেদনা বোধ হইতেছে, তবে একটু বিশ্রাম কর্। (রাজার "বাধতি" শব্দ ভুল—"বাধতে" হইবে)—তখন সে বাহক (কালিদাস) বলিল— আমার স্কন্ধ তেমন পীড়িত হইতেছে না, যেমন "বাধতি" পীড়া দিতেছে। (গল্পটী গাল-গল্প-স্বরূপেই লইতে হইবে)।

৭৭৫। কামিনী-কায়-কান্তারে কুচপর্ব্বত-দুর্গমে।
মা সঞ্চর মনঃ পান্থ তত্রাস্তে স্মরতস্করঃ॥

রে মনরূপ পান্থ! তুমি কুচ-পর্ব্বত দ্বারা দুর্গম কামিনীর দেহরূপ বনে বিচরণ করিও না; সেখানে মদন-রূপ তস্কর আছে।

৭৭৬। প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্য-বিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচার-রতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা-পরাঙ্মুখাঃ॥

ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে, লোকে পুণ্য-বর্জ্জিত, দুরাচার-রত, সত্য-কথনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে।

৭৭৭। বিসৃজ্য সূর্পবদ্দোষান্ গুণান্ গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জ্জনঃ॥

সাধুলোকে, কুলোর মত, দোষ সকল ত্যাগ করিয়া গুণ সকল গ্রহণ করেন; আর দুর্জ্জনে চালনীর মত গুণ ত্যাগ করিয়া দোষ গ্রহণ করিয়া থাকে।

৭৭৮। অজ্ঞানোপহতো বাল্যে যৌবনে বনিতা-হতঃ।
শেষে কলত্রচিন্তার্ত্ত কিং করোতি নরাধমঃ॥

বাল্যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন, যৌবনে বনিতা দ্বারা বিনষ্ট; শেষে কলত্র-চিন্তায় পীড়িত;—নরাধম করে কি!

৭৭৯। জনকশ্চোপনেতা যশ্চ কন্যাং প্রযচ্ছতি।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

জন্মদাতা, উপনেতা, কন্যাদাতা, অন্নদাতা, ও ভয়ত্রাতা এই পাঁচজন "পিতা" বলিয়া গণ্য।

৭৮০। দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ— এই পাঁচটী কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

৭৮১। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুবংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর-সকল ও বংশানুবংশচরিত,—পুরাণের এই পাঁচটী লক্ষণ।

৭৮২। সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—এই পাঁচটী মদনের পাঁচ বাণ বলিয়া কথিত। (এখানে 'বাণ' গুণাত্মক)।

৭৮৩। অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ

অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, ও রক্তোৎপল—এই পাঁচটী (ফুল) মদনের পঞ্চবাণ। এখানে 'বাণ' রূপাত্মক)।

৭৮৪। ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা -
অবিরল কুচযুগা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন-সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা—
সকল-তনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

যে নারীর চক্ষু কমলের (ন্যায়, অর্থাৎ পদ্মপত্রাঙ্কিত চক্ষুর আকারের মত) দীর্ঘায়ত, নাশারন্ধ্র ক্ষুদ্র, এবং কুচযুগ ঘন-সন্নিবেশিত; যে রমণী দীর্ঘ-কেশী ও কৃশাঙ্গী; মৃদু কথা যাহার সুশীলতার পরিচায়ক; নৃত্যগীতে যাহার অনুরাগ; যাহার সর্ব্বাঙ্গ সুসজ্জিত; এবং যে নারী পদ্ম-গন্ধা;— এইরূপ নারীই "পদ্মিনী" বলিয়া খ্যাত।

৭৮৫। পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

এই কয়জন পবিত্র-যশাঃ বলিয়া খ্যাত—রাজা নল, যুধিষ্ঠির, সীতা ও জনার্দ্দন।

৭৮৬। উদ্যোগেন বিনা রাজন্ ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরা ইতি জল্পন্তি যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি॥

হে রাজন্! উদ্যোগ বিনা মনোবাঞ্ছা-সকল সফল হয় না;—উদ্যোগে অক্ষম (অলস) ব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে—যাহা হইবার, তাহা হইবে।

৭৮৭। আষোড়শী ভবেদ্ বালা—
তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতী প্রৌঢ়া—
ভবেদ্ বৃদ্ধা ততঃ পরম্॥

নারী ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত "বালা" বলিয়া গণ্য; ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—"তরুণী"; পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত "প্রৌঢ়া"; তাহার উর্দ্ধ বয়সে "বৃদ্ধা"।

৭৮৮। নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(নারায়ণের নমস্কার)—যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

৭৮৯। আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেব-নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন সাগরের দিকে যায়, তেমনই যে-কোন দেবোদ্দেশে নমস্কার করা হউক না কেন, তাহা কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়।

৭৯০। অহং মহাত্মা ধনবান্ মত্তুল্য কোঽস্তি ভূতলে।
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ॥

আমি একজন মহাত্মা, ধনবান্, আমার মত ভূতলে কে আছে?—মনে এইরূপ ভাব জন্মিলে, তাহাকে পণ্ডিতগণ "মদ" কহিয়া থাকেন।

৭৯১। অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥

ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে দেখিতে থাকিলে কাহার মহিমা-বৃদ্ধি না হয়? এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে দেখিতে থাকিলে সকলেই হীনতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

৭৯২। মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

আমার মা, আমার বাপ, আমার এই গৃহিণী ও গৃহ এইরূপ অন্য বিষয়ে যে "আমার-আমার" ভাব, তাহাই "মোহ" বলিয়া কথিত।

৭৯৩। দানাদি-প্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদি-প্রভবং যশঃ।
যশঃকীর্ত্তি-পরিভ্রষ্টো জীবন্নপি ন জীবতি॥

দানাদি হইতে কীর্ত্তি হয়; শৌর্য্যাদি হইতে যশ হয়; যে মানুষ যশহীন ও কীর্ত্তিহীন সে বাঁচিয়া থাকিলেও বাঁচিয়া নাই, বুঝিতে হইবে।

৭৯৪। স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে পঙ্কে চ চন্দনে তথা।
সমতা-ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বর্ণে ও লোষ্ট্রে, গৃহে ও অরণ্যে, পঙ্কে ও চন্দনে, যাহার সমভাব, সেই "যোগী" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

৭৯৫। উপমা কালিদাসস্য ভারবেঃ পদগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

কালিদাসের উপমা, ভারবির পদ-গৌরব, নৈষধের পদ-লালিত্য প্রসিদ্ধ; মাঘে উক্ত তিনটী গুণই বর্ত্তমান।

৭৯৬। নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরবহা।
উষ্ণকায়া মহাবেগা অস্থিকেশ-তরঙ্গিণী॥

(প্রেতলোকে) বৈতরণী-নামে দুর্গন্ধা নদী; তাহাতে উষ্ণ রুধির মহাবেগে প্রবাহিত এবং তাহার তরঙ্গে (মৃতদেহের) অস্থি-কেশ নিরন্তর উদ্বর্ত্তিত হইতেছে।

৭৯৭। ষড়্জং রৌতি ময়ূরো হি—
গাবোর্ণদন্তি চর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং—
ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমম্ ॥

ময়ূরের (কেকা) রব স্বরগ্রামের "ষড়জ", গোরুর রব "ঋষভ", ছাগলের "গান্ধার" এবং ক্রৌঞ্চের ধ্বনি "মধ্যম"।

৭৯৮। অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ॥

যে ত্যাগ সহ্য করে না, সে বন্ধু; যে সদা একমত, সে সুহৃৎ; যাহার—অভিন্ন হৃদয়, সে সখা।

৭৯৯। মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।
উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অষ্ট যোগিনীর নাম— মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধি ও

৮০০। দণ্ড-কমণ্ডলুং রক্ত-বস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ

যিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করেন, রক্ত বস্ত্র মাত্র যাঁহার পরিধেয় বসন, যিনি নিত্য প্রবাসী, কখন একস্থানে থাকেন না, তাঁহাকেই সন্ন্যাসী বলে।

৮০১। স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চ-স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।

(সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাব-ব্যঞ্জক আটটী লক্ষণ)—ঘর্ম্ম-নির্গম, স্থিরীভাব, রোমহর্ষণ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বিবর্ণতা, অশ্রুবর্ষণ, ও চেষ্টা-জ্ঞান-রাহিত্য—এই কয়টী সাত্ত্বিক-লক্ষণ বলিয়া খ্যাত।

৮০২। ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রুয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥

সম্মানে হর্ষ না করা; অপমানে ক্রোধ না করা, ক্রুদ্ধ হইয়াও কর্কশ বাক্য না বলা—ইহাই সাধু লক্ষণ।

৮০৩। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরির নাম, হরির নাম,—কেবল মাত্র হরির নাম ভিন্ন কলিযুগে অন্য গতি নাই।

৮০৪। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ ॥

বৈষ্ণবাদর্শ—যে-ব্যক্তি নিজকে তৃণাপেক্ষা সুনীচ (অতিতুচ্ছ) জ্ঞান করিতে পারে, যে-ব্যক্তি তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং যে-ব্যক্তি নিজে মানার্থী না হইয়া অন্যের প্রতি সম্মান প্রদানে তৎপর,—এমন ব্যক্তিই সদা হরিগুণ গান করিতে অধিকারী।

৮০৫। ক্ব নন্দকুল চন্দ্রমাঃ ক্ব শিখি-চন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ—
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধিঃ—
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্‌ বিধিম্‌ ॥

(রাধা-ভাবে কৃষ্ণ-বিরহাকুল শ্রীচৈতন্যের উক্তি) হে সখি! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায়! কোথায় ময়ূরপুচ্ছ-শোভন! কোথায় মধুর-মুরলী-বাদনরব! কোথায় সুরেন্দ্র-নীলকান্তি! কোথায় রাস-রসিক-নর্ত্তক! কোথায় জীব-দুঃখ মোচনের ঔষধি! কোথায় আমার অমূল্য ধন, উত্তম সুহৃদ! হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্‌!

৮০৬। কদাহং যমুনা-তীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্‌বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি তোমার (সহস্র) নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে বাষ্পাকুল-লোচনে যমুনা-তীরে নৃত্য করিতে থাকিব!

৮০৭। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং—
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে—
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

(শ্রীচৈতন্য দেবের উক্তি) হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী, বা কবিতা কামনা করি না; কেবল যেন জন্মে-জন্মে তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

৮০৮। নয়নং গলদশ্রুধারয়া—
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা—
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

(শ্রীচৈতন্য দেবের উক্তি)—হে ভগবান্—তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা পড়িবে, বাক্য রুদ্ধ হইয়া মুখের ভাষণ গদ্‌গদ হইবে, আর, দেহ পুলকে ব্যাপ্ত হইবে!

৮০৯। যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতাম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

(শ্রীচৈতন্য দেবের উক্তি)—গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষ যুগে পরিণত, চক্ষু বর্ষা-প্লাবিত এবং সর্ব্ব জগৎ শূন্যময় হইয়াছে।

৮১০। সঙ্গম-বিরহঃ বিকল্পে—
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমঃ।
সঙ্গমে সর্ব্বথৈকা
বিরহে তন্ময়-ভূলোকম্॥

মিলন ও বিরহ—এ দুয়ের মধ্যে যদি বিকল্পে কোনটী আমার প্রার্থনীয় হয়, তবে বরং বিরহই যেন পাই, মিলন নয়; কারণ, মিলনে সেই আমার সব; কিন্তু বিরহে ভূলোকময় সেই!

৮১১। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যু দশা দশঃ॥

(বৈষ্ণব-সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিরহের "দশ দশা" কথিত হয়)—চিন্তা জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

৮১২। পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপ ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ ॥

লোকে পুণ্যের ফল ইচ্ছা করে, কিন্তু পুণ্য-কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না; পাপের ফল কেহই ইচ্ছা করে না, তবু পাপ কর্ম্ম করিতে কাহারও যত্নের ত্রুটি নাই!

৮১৩। আত্মস্থং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া ॥

আত্মস্থ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে দেবতা অন্বেষণ, যেন হাতের কৌস্তুভ ফেলিয়া কাচের লোভে ভ্রমণ।

৮১৪। মাতা চ পার্ব্বতী গৌরী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥

(বিশ্বপ্রেম)—পার্ব্বতী গৌরী মাতা, দেব মহেশ্বর পিতা, মানব-সকল ভ্রাতা. আর ত্রিভুবন স্বদেশ।

৮১৫। উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্য-দগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচাবিব ॥

বালবৈধব্য-দগ্ধা কুলস্ত্রীদের কুচ-যুগের মত, দরিদ্র লোকদের মনোবাঞ্ছা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়।

৮১৬। সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্ ॥

(বেণী-সংহার নাটকে কর্ণের উক্তি)—আমি সূতই হই, আর সূতপুত্রই হই, যেই হই, (তাহাতে কি আসিয়া যায়?) কুলে জন্ম, সে ত অদৃষ্টের আয়ত্ত, কিন্তু আমার নিজের আয়ত্ত আমার পৌরুষ।

৮১৭। রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিতঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

(পুরাণোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ক্ষমা-প্রার্থনা)—যিনি রূপবিবর্জ্জিত, আমি ধ্যান রচনা দ্বারা তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়াছি; আমি স্তুতি দ্বারা অখিল গুরুর অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; যিনি সর্ব্বব্যাপী, আমি তীর্থযাত্রাদির উপদেশ দিয়া তাঁহার ব্যাপিত্ব খণ্ডিত করিয়াছি;—হে জগদীশ! আমার কৃত এই বিকলতা-দোষত্রয় ক্ষমার যোগ্য।

৮১৮। যদি হরিস্মরণে সরসং মনো—
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং—
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

(গীত গোবিন্দে)—যদি হরি-স্মরণে মন সরস হইয়া থাকে এবং তদীয় লীলাবিলাস শুনিতে কুতূহলী হইয়া থাকে, তবে জয়দেবের বাণী,—মধুর, কোমল কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর। প্রথম পংক্তির আর এক-প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত যদি হরি-স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও ইত্যাদি। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত। কারণ, হরি-স্মরণে মন সরস হইলে, তবে ত হরির বিলাস-কলায় কুতূহল হইবে!

৮১৯। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
পয়সা সিঞ্চিতং নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

স্বভাব যাহার যেমন, সে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না—নিম্ব বৃক্ষে দুগ্ধ সেচন করিলেও নিম্ব-ফল মধুর হয় না। (অনুরূপ শ্লোক—৪৫৪ সংখ্যা দেখ)

হিন্দী প্রবাদ—জিস্ কয় জৌন্ স্বভাব, ছুটে না জীসে।
নিম্‌ন মিঠি হোয়্ সিঁচৌ গুড়্ ঘিউসে॥

৮২০। ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণীঃ সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিধিবশাদ্ ব্যাঘ্রোঽপি তং
ধাবতি।
স্ব-স্বাহার-বিহার-সাধন-বিধৌ সর্ব্বেজনাঃ ব্যাকুলাঃ।
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি ন দৃশ্যতে॥

(এ জগতে) নিজ-নিজ আহার-বিহার সাধনার্থ সকলেই ব্যাকুল—ভেক চলিতেছে; তাহার পশ্চাতে সর্প ধাবমান; সর্পের পশ্চাতে ময়ূর; ময়ূরের পশ্চাতে ব্যাধ; এবং বিধিবশে ব্যাধের পশ্চাতে ব্যাঘ্র। পৃষ্ঠদেশে কাল বর্ত্তমান; কিন্তু যিনি কেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইতেছে না।

৮২১। অসিত-গিরি-সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুঃ পাত্রম্—
সুরতরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

(মহিম্ন-স্তবে মহাদেব-মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক)—যদি অসিত (কৃষ্ণবর্ণ) পর্ব্বতের ন্যায় প্রচুর কালি, বিশাল সমুদ্র তাহার আধার, সুরতরুবরশাখা লেখনী, পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত পত্র, আর সারদা নিরবধি যদি উহা লইয়া লেখেন, তবু তোমার গুণাবলী বর্ণনার শেষ হয় না।

৮২২। যচ্চিন্তিতং তদিহং দূরতাং প্রযাতি—
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধা-চক্রবর্ত্তী—
সোঽহং ব্রজামি বিপিনং জটিল তপস্বী ॥

এ জগতে যাহা ভাবা যায়, তাহা পাওয়া যায় না—দূরে চলিয়া যায় এবং যাহা কখনও মনেও উদয় হয় নাই, তাহাই ঘটিয়া থাকে; প্রাতঃকালে রাজা হইব ভাবিয়াছিলাম; সেই আমিই জটাধারী তপস্বী হইয়া বনে চলিলাম! (রামের উক্তি)

৮২৩। আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং—
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং—
নান্তর্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

যদি হরির আরাধনা করিয়া থাকি, তবে আর তপে প্রয়োজন কি? আর-যদি হরির আরাধনা না করিয়া থাকি, তাহা হইলেই বা তপের দ্বারা কি হইবে? যদি আমার অন্তরে ও বাহিরে হরি থাকেন, তবে তপে প্রয়োজন কি? আর-যদি হরি আমার অন্তরে ও বাহিরে না থাকেন, তবেই বা তপের কি হইবে?

৮২৪। আহারে বড়বানলশ্চ শয়নে যঃ কুম্ভকর্ণায়তে—
সন্দেহে বধিরঃ পলায়নবিধৌ সিংহঃ শৃগালো রণে।
অন্ধো বস্তু-নিরীক্ষণেঽথ গমনে খঞ্জঃ পটুঃ ক্রন্দনে—
ভাগ্যেনৈব হি লভ্যতে পুনরসৌ সর্ব্বোত্তমঃ সেবকঃ॥

আহারে (দুর্নিবার্য্য) বড়বানল; নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ; সন্দেহপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলে শুনিতে পায় না; পলায়ন-কার্য্যে সিংহ; রণে শৃগাল; দ্রব্য নিরীক্ষণে অন্ধ; গমনে খঞ্জ, এবং ক্রন্দনে পটু;—এমন সর্ব্ববিষয়ে উত্তম ভৃত্য ভাগ্য-বশেই পাওয়া যায়! (আজকাল এমন ভৃত্য পাইতে বেশী ভাগ্যের প্রয়োজন হয় না)।

৮২৫। কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ।
জৈমিনের্ব্যাসদেবস্য দর্শনানি ষড়েব হি॥

কপিলের সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর মীমাংসা ও ব্যাসদেবের বেদান্ত—এই ষড়দর্শন।

৮২৬। ন বিষং বিষমিত্যাহু র্বিষয়ং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেহ-হরং বিষম্॥

বিষ, বিষ নহে;—বিষয়ই বিষ, এইরূপ কথিত হয়। বিষ এই দেহই নাশ করে; কিন্তু বিষয় জন্মান্তরঘ্ন।

৮২৭। বিষস্য বিষয়ানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।
উপভোগাদ্ বিষং হন্তি বিষয়ঃ স্মরণাদপি॥

বিষ আর বিষয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর ;—বিষ খাইলে প্রাণান্ত হয় ; কিন্তু বিষয়ের স্মরণও হানিকর।

৮২৮। ত্বয়া ন পঠিতা চণ্ডী ময়ানাপি চিকিৎসিতঃ।
অকস্মাৎ নগর-প্রান্তে কথং চিতা ধূমায়তে॥

(এক গ্রামে দুই ভ্রাতা—একজন লোকের পীড়ায় চণ্ডী পাঠ করেন, অন্য ভ্রাতা চিকিৎসা করেন। একদিন তাঁহারা উভয়েই গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে দেখিলেন, শ্মশানে শবদাহ হইতেছে। তখন চিকিৎসক ভ্রাতা অপরকে বলিতেছেন)—তুমিও চণ্ডী পাঠ কর নাই, আমিও চিকিৎসা করি নাই ; তবে অকস্মাৎ নগরপ্রান্তে চিতা ধূমায়িত হইতেছে কি প্রকারে? (এখানে চিকিৎসা ও চণ্ডীপাঠের প্রতি বক্রোক্তি লক্ষ্য)।

৮২৯। লোচনে হরিণ-গর্ব্ব-মোচনে—
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ—
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ॥

অয়ি নতাঙ্গি! হরিণ-গর্ব্ব-নাশক (তোমার) দুটী চক্ষু কজ্জল দ্বারা দূষিত করিও না ;—বাণই যখন শীঘ্র জীবন-নাশক, তাহাতে আবার বিষ-লেপনের প্রয়োজন কি?

৮৩০। বটে-বটে বৈশ্রবণ শ্চত্বরে চত্বরে শিবঃ।
পর্ব্বতে-পর্ব্বতে রামঃ সর্ব্বত্র মধুসূদনঃ॥

বিশেষ-বিশেষ বট-বৃক্ষে যক্ষের বাস, বিশেষ-বিশেষ স্থানে শিবালয়, বিশেষ-বিশেষ পর্ব্বতে রাম-মন্দির; মধুসূদন সর্ব্বত্র।

৮৩১। মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥

(মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরম্ভে গ্রন্থকার বোপদেব কৃত মঙ্গলাচরণ)—সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে প্রণতি পূর্ব্বক আমি পরোপকারার্থ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতেছি।

৮৩২। কেবলং যুক্তিমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
শাস্ত্রহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

কেবল-মাত্র যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে নাই; (কারণ). অশাস্ত্রীয় বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।

৮৩৩। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহহি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

যাঁহারা লোকোত্তর মানব, তাঁহাদের চিত্ত বজ্রাপেক্ষা কঠোর এবং কুসুমাপেক্ষা কোমল—কে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়?

৮৩৪। অপূর্ব্বোঽহং বিধেঃ সৃষ্টিরেকাঙ্গোঽপি
ত্রিলিঙ্গভাক্‌।
রন্ধনে স্ত্রী পুমান্‌ কার্য্যে শয়নে চ নপুংসকম্‌॥

(বিবাহিত প্রবাসীর খেদোক্তি—)—আমি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—একাঙ্গ হইয়াও আমি ত্রিলিঙ্গভাক্‌ হইয়াছি!—আমায় রন্ধন করিতে হয়, তখন আমি স্ত্রী; তার পর কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়, তখন আমি পুরুষ; অবশেষে শয়ন-কালে আমি নপুংসক।

৮৩৫। বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

বেদ, রামায়ণ, পুরাণ এবং মহাভারতে—প্রথমে, ও শেষে এবং মধ্যে, সকল স্থলেই হরিগুণ গীত হইয়াছে।

৮৩৬। তয়া কবিতয়া কিং বা তয়া বনিতয়াঽপিবা।
পাদ-বিন্যাস-মাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥

সে কবিতাতেই কি, বা সে বনিতাতেই বা কি, যদি না পদবিন্যাস মাত্রে মনোহরণ করিল?

৮৩৭। কিমরাজক-দেশোঽয়ং শাস্তা চাত্র ন বিদ্যতে।
নয়নস্যাপরাধেন কথং বন্দীকৃতং মনঃ॥

(প্রেমরাজ্য সম্বন্ধে কবির উক্তি)—কি অরাজক দেশ এই (প্রেমরাজ্য)! এখানে শাসক কেহ নাই! (তাহা না হইলে) নয়নের অপরাধে কেন মনকে বন্দী করা হয়?

৮৩৮। হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর-ভূধরাঃ॥

বনবাসকালে সীতাবিরহিত রামের উক্তি :—(বক্ষের) স্পর্শ-বিচ্ছেদের ভয়ে আমি কণ্ঠে হার পরিতাম না। এখন কি না আমাদের মধ্যে সরিৎসাগর-পর্ব্বতের ব্যবধান!

৮৩৯। পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

অবিরত বারি পড়িতেছে, শিখীরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে; আজ হয় কান্ত, নয়, কৃতান্ত আমার দুঃখের অন্ত করিবেন।

(কথিত আছে, বল্লাল সেন কোন কারণে পুত্রকে দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন; ক্রমে বর্ষাকাল আসিলে বিরহিনী পুত্রবধূ ঐ শ্লোকটী রচনা করিয়া এমন স্থলে রাখিয়াছিলেন, যাহাতে উহা শ্বশুরের চক্ষে পড়ে। ফলে, বল্লাল পুত্রকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন।)

৮৪০। ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং—
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারং কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গোপালসংঘাবৃতং
গোবিন্দং করবেণুবাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষণং ভজে॥

প্রস্ফুটিত ইন্দীবরের ন্যায় যাঁহার কান্তি, চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখশ্রী, শিখীপুচ্ছ-ভূষণ যাঁহার প্রিয়, যিনি শ্রীবৎসাঙ্কে শোভিত, কৌস্তুভধারী, পীতাম্বর, সুন্দর; গোপীরা তাহাদের নয়নোৎপল দিয়া যাঁহার অর্চ্চনা করে, যিনি গোপাল-সংঘে বেষ্টিত, যিনি করধৃত মুরলী-বাদনে অনুরক্ত, এবং যাঁহার দিব্য অঙ্গ ভূষণে ভূষিত,—সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৮৪১। দারিদ্র-গুরুণাদায়ি দেহীতি মন্ত্র উত্তমঃ।
যং জপন্ সর্ব্বমীক্ষেঽহং ন মাং কোঽপি নিরীক্ষতে॥

দারিদ্র-রূপ গুরু, "দেহি" (দাও) এই উত্তম মন্ত্র দান করিয়াছেন; যাহা জপিতে-জপিতে আমি সকলকেই দেখিতে পাই; কিন্তু কেহই আমাকে দেখে না।

৮৪২। ধূর্ত্তস্য বচনে কাস্থা ক্বচিৎ সত্যং ক্বচিন্মৃষা।
ক্বচিৎ রৌদ্রং ক্বচিদ্ বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য দিনং যথা॥

ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস কি?—কখনও সত্য, কখনও মিথ্যা; যেমন শ্রাবণের দিনের মত, কখনও রৌদ্র, কখনও বৃষ্টি।

৮৪৩। মাভূজ্জন্ম কুলস্ত্রীণাং জন্ম চেদ্ যৌবনং নহি।
যৌবনং চেদ্ নতু প্রেম প্রেম চেদ্ বিরহো নহি ॥

কুলস্ত্রীদের যেন জন্ম না হয়; যদি জন্ম হয়, তবে যেন তাহাদের যৌবন না হয়, যদি যৌবন হয়, তবে যেন প্রেম না হয়; আর যদি প্রেম হয়, তবে যেন বিরহ না হয়! (পতি-বিয়োগ-বিহ্বলা, সম্ভবতঃ বিধবা যুবতী কুলস্ত্রীর মর্ম্মান্তিক খেদোক্তি)।

৮৪৪। কাকে নাহুয়তে কাকো ভিক্ষুণা ন তু ভিক্ষুকঃ।
কাকভিক্ষুকয়োর্মধ্যে বরং কাকো ন ভিক্ষুকঃ ॥

কাকও কাককে (আহারার্থ) আহ্বান করে; কিন্তু ভিক্ষুক কখনই ভিক্ষুককে তাহা করে না; অতএব কাক ও ভিক্ষুকের মধ্যে কাকই শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষুক নয়।

৮৪৫। দুর্মন্ত্রী রাজ্যনাশায় গ্রামনাশায় কুঞ্জরঃ।
শ্যালকো গৃহনাশায় সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ ॥

দুর্মন্ত্রী দ্বারা রাজ্যনাশ হয়, হস্তী দ্বারা গ্রামনাশ হয়, শ্যালকের দ্বারা গৃহনাশ হয়, আর সর্ব্বনাশ হয় মাতুলের দ্বারা!

৮৪৬। কৃষ্ণ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরীঃ
কালিন্দী-কল কল্লোল-কোলাহল-কতূহলী ॥

কংস-কুঞ্জরের পক্ষে সিংহ স্বরূপ, এবং যমুনার মধুর কল্লোল-কোলাহলে আনন্দিত - হে কৃষ্ণ, কল্যাণ কর। (অনুপ্রাস লক্ষ্য)।

৮৪৭। মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ ॥

(কবি এই শ্লোকে চারিটী অবস্তুর সমবায়ে একটী জাজ্জ্বল্যমান্ রূপ সৃষ্টি করিয়া চক্ষের সমক্ষে ধরিয়াছেন)—মৃগতৃষ্ণার জলে স্নান করিয়া, মাথায় আকাশ-কুসুম পরিয়া এবং শশ-শৃঙ্গের ধনু হাতে ধরিয়া, এই বন্ধ্যাপুত্র যাইতেছেন!

(মৃগতৃষ্ণা, আকাশ-কুসুম, শশ-শৃঙ্গ ও বন্ধ্যাপুত্র—এ সকলই অবস্তু, ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই; অথচ কবি এই চারিটী দ্বারা বেশ একটী জীবন্ত মূর্ত্তি গড়িলেন।

৮৪৮। কূজতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বল-কল নাদম্।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদম্ ॥

(রাধিকার বিরহোন্মাদ বর্ণনা)—(বসন্তে) কোকিলকুলের উজ্জ্বল কলনাদে কূজন শুনিয়া (রাধিকা) সবিষাদে বৃথা "জৈমিনি-জৈমিনি" উচ্চারণ করিতে থাকেন। (কথিত আছে—"জৈমিনি" উচ্চারণে বজ্রভয় নিবারিত হয়)।

৮৪৯। নীলনলিনমাল্যমহহ বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড়-গরুড়-গরুড়েত্যপি রৌতি পরম-ভীতা॥ ৮

(রাধিকার বিরহোন্মাদ বর্ণনা)—নীল পদ্মের মালা দেখিলে রাধিকা (সর্প-ভ্রমে) পরম ভীতা ও কণ্টকিতা হইয়া "গরুড়—গরুড়—গরুড়" উচ্চারণ করিতে থাকেন।

("গরুড়" উচ্চারণে সর্পভয় নিবারিত হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী)।

৮৫০। পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

(শ্রাদ্ধোক্ত বচন)—পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপ-স্বরূপ, পিতা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলে সকল দেবতা প্রীত হয়েন।

৮৫১। পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ-পোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ

(সন্তানকে) গর্ভধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া, পিতা অপেক্ষাও মাতা অধিকতর পূজনীয়া; অতএব মাতার মত গুরু ত্রিলোকে নাই।

৮৫২। প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত স্তদস্তু তব পূজনম্॥

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা করি, হে জগন্মাতঃ, তাহা তোমার পূজা (বলিয়া গণ্য) হউক।

৮৫৩। ক্ষমা-শস্ত্রং করে যস্য দুর্জ্জনঃ কিং করিষ্যতি।
অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশম্যতি॥

যাহার হাতে ক্ষমা-রূপ শস্ত্র আছে, দুর্জ্জনে তাহার কি করিতে পারে? যেখানে তৃণ নাই, সেখানে অগ্নি পড়িলে আপনিই নিবিয়া যায়।

৮৫৪। ন তজ্জলং যন্ন সুচারু-পঙ্কজং—
ন পঙ্কজং তৎ যদলীন-ষট্পদম্।
ন ষট্পদং তৎ ন গুঞ্জতি যৎ কলং—
ন গুঞ্জিতং তৎ ন জহার যন্মনঃ॥

তাহা জল নয়, যাহাতে সুন্দর পদ্ম নাই; তাহা পদ্ম নয়, যাহাতে ভ্রমর বসিয়া নাই; সে ভ্রমর নয়, যে কল-গুঞ্জন না করে; আর তাহা গুঞ্জন নয়, যাহা মনকে হরণ না করে।

(এখানে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, সরোবর যদি সুচারুপদ্মখচিত হয়, সেই পদ্মে যদি ভ্রমর বসিয়া কল-গুঞ্জন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ সরোবর দেখিয়াই মন মোহিত হয়)।

৮৫৫। সাধু সাধু রঘুনাথ যৎ ত্বয়া—
পর্য্যাণায়ি জনকস্য কন্যকা।
কার্য্যমেতদপরেণ দুষ্করং—
যুক্তমেতদজ বংশ-জন্মনঃ ॥

(বিবাহান্তে বাসরে এক রসিকা রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন- রাম! তুমি কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছে বলিতে পার? রাম ঐ প্রশ্নটীর গূঢ় ভাব অনুধাবন না করিয়াই উত্তর দিলেন —আমি জনকের কন্যা বিবাহ করিয়াছি। তখন রামের মুখে এই উত্তর শুনিয়া সহাস্যে রসিকা বলিতেছেন)—হে রঘুনাথ! সাধু, সাধু, যখন তুমি জনকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ! এ কার্য্য অপরের পক্ষে দুষ্কর হইলেও অজবংশজের পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে।

৮৫৬। সুজনো ন যাতি বৈরং—
পরহিতনিরতো বিনাশ-কালেঽপি।
ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ—
সুরভয়তি মুখং কুঠারস্য ॥

সাধু ব্যক্তি পরের হিত করিতে সতত রত, সে নিজের বিনাশ কালেও (বিনাশকারীর প্রতি) শত্রুতা করে না;—যেমন ছেদন-কালেও চন্দন-তরু কুঠারের মুখকে সুরভি করিয়া থাকে।

৮৫৭। ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপিপুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং—
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপিপুনর্মিষ্টমেবেক্ষুদণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপিপুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং—
ন প্রাণান্তে প্রকৃতি-বিকৃতি র্জায়তে চোত্তমানাম্॥

চন্দন পুনঃ পুনঃ ঘৃষ্ট হইয়াও সুচারু-গন্ধ; ইক্ষুদণ্ড পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইয়াও মিষ্ট; স্বর্ণ পুনঃ পুনঃ অগ্নিদগ্ধ হইয়াও কান্তবর্ণ;—যাহারা উত্তম, প্রাণান্তেও তাহাদের স্বভাবের বিকার হয় না।

৮৫৮। বেপথুর্মলিনবক্ত্রং দীনবাক্ গদ্‌গদস্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

মরণ-কালে যে-কিছু চিহ্ন দেখা দেয়—(হস্ত-পদের) কম্পন, মলিনমুখতা, ক্ষীণকণ্ঠে বাক্য. ও গদ্‌গদ স্বর, যাচ্‌ঞা কালেও মানুষের সেই সকল চিহ্ন দেখা দেয়। (যাচ্‌ঞা ও মরণে কোন প্রভেদ নাই ইহাই ভাবার্থ)।

৮৫৯। হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরিতকী॥

হরের ভবনে অর্থাৎ হিমালয়-প্রদেশে জন্মায়, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণ, এবং সকল রোগ হরণ করে, বলিয়া উহার নাম হরিতকি।

৮৬০। ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী।
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ ॥

গৃহ থাকিলেই গৃহস্থ হয় না, যাহার ভার্য্যা আছে তাহাকেই গৃহী বলে; যেখানে ভার্য্যা, সেই খানেই গৃহ; ভার্য্যাহীন গৃহ বন।

৮৬১। অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥

ভার্য্যা মানুষের অর্দ্ধেক; ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামের মূল; সুতরাং ত্রাণার্থীর মূলস্বরূপ।

৮৬২। নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে—
শশিকলা বিকলা ক্ষণদা-ক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে বনিতা মুখং—
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥

দিন শেষ হইলে নলিনী মলিনা হয়; রাত্রির শেষ হইলে শশীকলার সৌন্দর্য্য যায়; এই দেখিয়া বিধাতা রমণীমুখ সৃষ্টি করিলেন;—লোকে ক্রমশঃ অর্থাৎ দেখিয়া ঠেকিয়া বিজ্ঞতম হয়।

৮৬৩। বরং প্রাণাস্ত্যাজ্যা ন চ, শিশু-বিনাশেঽভিরুচিঃ—
বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতম্।
বরং ক্লৈব্যং ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং—
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্॥

শিশুর বিনাশে অভিরুচি অপেক্ষা বরং নিজেই প্রাণ ত্যাগ করা ভাল; মিথ্যা কথন অপেক্ষা বরং মৌনই কর্ত্তব্য; পরস্ত্রী গমন অপেক্ষা বরং ক্লীবত্বই স্বীকৃতব্য; এবং পরধন হরণ অপেক্ষা বরং ভিক্ষাজীবী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮৬৪। লেখনী-পুস্তিকা-রামা পরহস্তে সকৃৎ গতা।
কদাচিৎ পুনরায়াতি ভ্রষ্টা মৃষ্টা চ চুম্বিতা॥

লেখনী, পুঁথি, ও রমণী—একবার পরহস্তগত হইয়া যদি ফিরিয়া আসে, তবে ভ্রষ্টা, দলিতা ও চুম্বিতা হইয়া।

৮৬৫। অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

অপবিত্রই হউক বা পবিত্রই হউক—সকল প্রকার অবস্থাতেই যে পুণ্ডরীকাক্ষকে (বিষ্ণুকে) স্মরণ করে, সে বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়তঃই শুদ্ধ।

৮৬৬। ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়োমোক্ষ ইতি শ্রুতিঃ॥

মোক্ষ আকাশ-পৃষ্ঠে, বা পাতালে বা ভূতলে থাকে না; সকল আশার ক্ষয়ে চিত্তবৃত্তির (বা বাসনার) অভাবই মোক্ষ—ইহাই বেদ-বাক্য। (বৌদ্ধমতের সহিত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য; ৬৩৮ ও ৬৩৯ সংখ্যক শ্লোক দেখ)

৮৬৭। আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তি প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতে মূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ।
দয়ায়া ভগিনীমূর্ত্তি র্ধর্ম্মঃস্যাৎ অতিথিঃস্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ॥

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি; পিতা প্রজাপতির (ব্রহ্মার) মূর্ত্তি; ভ্রাতা (জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা) নারায়ণের মূর্ত্তি; মাতা সাক্ষাৎ পৃথিবীর দেহ; ভগিনী দয়ার মূর্ত্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্ম্ম; অভ্যাগত অগ্নিদেবের মূর্ত্তি এবং সর্ব্বভূত আত্মার মূর্ত্তি। (ভাবার্থ)—আচার্য্যকে মূর্ত্ত ব্রহ্ম জ্ঞান করিবে; ইত্যাদি)।

৮৬৮। নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলম্।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥

মায়ার মত বন্ধন-রজ্জু, যোগবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল, জ্ঞান অপেক্ষা পরম বন্ধু এবং অহঙ্কার অপেক্ষা প্রবল রিপু আর নাই।

৮৬৯। ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥

ভার্য্যাশূন্য গৃহ বনের সমান; যে গৃহে ভার্য্যা থাকে, তাহাই গৃহ এবং গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কথিত; গৃহকে গৃহ বলা হয় না।

৮৭০। যস্য নাস্তি সতী ভার্য্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥

যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী, সতী ভার্য্যা নাই, তাহার বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য; (কারণ, তাহার পক্ষে) বনও যেমন, গৃহও তেমনই।

৮৭১। শিশিরে রজনী দীর্ঘা গ্রীষ্মে দিনমানং তথা।
মন্যে দয়াহীনো বিধি র্জীবং প্রতি বিশেষতঃ ॥

শীতকালে রাত্রি দীর্ঘ; গ্রীষ্মকালে দিনমান দীর্ঘ; ইহাতে মনে হয়; বিধাতা দয়াহীন, বিশেষতঃ জীবের পক্ষে।

৮৭২। লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎকৃতং রাম-দূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি ॥

রামের এক দূতই (হনূমান) যখন লঙ্কা দগ্ধ করিল, কানন ভস্ম করিল, সাগর লঙ্ঘন করিল, তখন সেই রাম কি করিবেন! (অর্থাৎ তাহা বলাই বহুল্য)।

৮৭৩। মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জব-দয়া তোষ-সত্যং পিযূষবদ্ভজ॥

হে তাত, যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে বিষয়কে বিষবৎ ত্যাগ কর এবং ক্ষমা, ঋজুতা, দয়া, সন্তোষ, ও সত্যকে সুধাবৎ সেবন কর।

৮৭৪। রাজা মুখং মনুষ্যানাং নদীনাং সাগরো মুখম্।
নক্ষত্রাণাং মুখং চন্দ্র আদিত্যস্তেজসাং মুখম্॥

মনুষ্যগণের মুখ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) রাজা, নদী সকলের মুখ সাগর, নক্ষত্র গণের মুখ চন্দ্র, এবং দীপ্তিশালীদিগের মুখ আদিত্য।

৮৭৫। ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি—
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো নাস্তি বন্ধু হি লোকে—
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বম্॥

ধন থাকিলে অকুলীন কুলীন হয়, লোকে আপদ হইতে উদ্ধার পায়: সংসারে ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু নাই; (অতএব) ধনোপার্জ্জন করিতে থাক ধনোপার্জ্জন করিতে থাক।

৮৭৬। অগ্নৌ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ ॥

ক্রিয়াবান্ লোকেদের পক্ষে আমি অগ্নিতে, মনীষীগণের পক্ষে আমি হৃদয়ে, স্বল্পবুদ্ধি লোকদিগের পক্ষে আমি প্রতিমায় এবং জ্ঞানীদের পক্ষে আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্।

৮৭৭। চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

যিনি চিন্ময়, যিনি প্রমাণ-বহির্ভূত, যিনি অবিভাজ্য (নিরংশ) ও অশরীর —সেই ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা, কেবল মাত্র সাধকদের হিতের নিমিত্ত।

৮৭৮। বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্।

অর্থ, বন্ধু, বয়ঃ, কর্ম্ম ও বিদ্যা—এই পাঁচটী ক্রমান্বয়ে অধিকতর মান্য স্থান (অর্থাৎ অর্থ অপেক্ষা বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়ঃ, ইত্যাদি)।

৮৭৯। একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

একমাত্র উত্তম বৃক্ষ যদি পুষ্পিত ও সুগন্ধি হয়, তবে তাহার দ্বারাই সমস্ত বন সুবাসিত হয়—যেমন একমাত্র সুপুত্রের দ্বারা বংশ।

৮৮০। একো হি গুণবান্ পুত্রো নির্গুণেন শতেন কিম্।
চন্দ্রো হন্তি তমাংস্যেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ॥

নির্গুণ শত পুত্রে কি হইবে?—এক গুণবান পুত্রই (যথেষ্ট);—এক চন্দ্র দ্বারাই রাত্রির অন্ধকার দূর হয়, সহস্র জ্যোতিষ্ক (নক্ষত্র) দ্বারা তাহা হয় না।

৮৮১। দামোদর-করাঘাত-বিহ্বলীকৃত-চেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলীম্॥

শ্রীকৃষ্ণের করঘাতে (চপেটাঘাতে) বিহ্বলচিত্ত হইয়া চানূর মল্ল আকাশে শত চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন। (কংসের এক মল্লের নাম চানূর)।

৮৮২। সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চো ব্যাঘ্র স্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতা সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

(বনমধ্যে হঠাৎ সিংহ দেখিয়া প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধি শূকরের গর্ব্বোক্তি)—পূর্ব্বে আমি সাতটী সিংহ, পাঁচটী বাঘ এবং একটী হস্তীকে পরাজয় করিয়াছি; আজ দেবতা সকলে দেখুন, তোমাতে আমাতে যুদ্ধ। (সাহসে ভর করিয়া এরূপ গর্ব্বোক্তি সুফলপ্রদ, সন্দেহ নাই)।

৮৮৩। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো—
দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতঃ শোচামি ন বিস্ময়ো মে—
ললাট-লেখা ন পুনঃ প্রযাতি ॥

মানুষ তাহার লব্ধব্য অর্থ লাভ করিয়া থাকে ; দেবতাও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন ; অতএব আমি শোক করি না ; (কেবল) আমার—বিস্ময় এই যে. ললাটের লিখন পুনঃ খণ্ডিত হয় না।

৮৮৪। দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম-কর্ম্ম-শুভাশুভম্।
সংযোগাশ্চ বিয়োগাশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥

সর্ব্ব জগৎ, জন্ম-কর্ম্ম, শুভ-অশুভ. সংযোগ-বিয়োগ—ঐ সকলই দৈবাধীন , (অতএব) দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই।

৮৮৫। কাকঃ কৃষ্ণীকৃতো যেন হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি ॥

তিনিই রক্ষা করিবেন,—যিনি কাককে কৃষ্ণ, হংসকে ধবল এবং ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছেন। (অনুরূপ শ্লোক ২৫১ সংখ্যায় দেখ)।

৮৮৬। তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি পশু-পক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

বৃক্ষগণও বাঁচিয়া থাকে, পশু-পক্ষীগণও বাঁচিয়া থাকে; (কিন্তু) যাহার মন আছে সেই (প্রকৃত পক্ষে) বাঁচিয়া থাকে; কারণ, মননের দ্বারাই (প্রকৃত পক্ষে) জীবন ধারণ হয়।

৮৮৭। পূজা-কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণঃ জপঃ।
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরো নহি॥

(ভগবানের আরাধনার পক্ষে) ধ্যান এক কোটি পূজার সমান; জপ, ধ্যানের কোটি গুণের সমান;—গানের মাহাত্ম্য জপের কোটি গুণ;—গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই।

৮৮৮। এক-বর্গ-সমুদ্ভূতশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ।
অনুলোম-বিলোমেন স দেবঃ পাতুঃ বঃ সদা॥

(প্রহেলিকা—উত্তর, নন্দনন্দন)। ন-দ-ন, ইহারা এক বর্গ (ত বর্গ)-জাত, কিন্তু সমস্ত শব্দটী যাঁহাকে বুঝায়, তিনি চতুর্ব্বর্গের ফল দাতা।—শব্দটীর আরম্ভের দিক হইতে তাই, শেষের দিক হইতেও তাই—নন্দনন্দন। সেই দেব (নন্দনন্দন) আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৮৮৯। মৌখর্য্যং লঘুতা-হেতু র্মৌনমুন্নতি-কারণম্।
মুখরং নূপুরং পাদে কণ্ঠে হারো বিরাজতে ॥

লঘুতা হেতু মুখরতা হয়, মৌনই উন্নতির কারণ ;—পায়ের নূপুর শব্দ করে ; কিন্তু কণ্ঠের হার—(নিঃশব্দে) কেমন শোভা পায় !

৮৯০। বিদ্যানাম নরস্য কীর্ত্তিরতুলা ভাগ্যক্ষয়ে চাশ্রয়ো—
ধেনুঃ কামদুঘা রতিশ্চ বিরহে নেত্রং তৃতীয়ঞ্চ সা।
সৎকারায়তনং কুলস্য মহিমা রত্নৈর্বিনা ভূষণং—
তস্মাদন্যমুপেক্ষ্য সর্ব্বসুখদং বিদ্যাধিকারং কুরু ॥

বিদ্যাই নরের অতুল কীর্ত্তি ; উহা ভাগ্যক্ষয়ে—আশ্রয়, কামদুগ্ধা ধেনু, বিরহে রতি,—উহা মানবের তৃতীয় নেত্র, সম্মানের স্থল ; বংশের মহিমা, রত্ন না হইয়াও ভূষণ ;—অতএব অন্য বিষয় উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বসুখপ্রদ বিদ্যাধিকার লাভে যত্নবান্ হইবে।

৮৯১। পুংসঃ স্বরূপ-পরিদর্শনমেব কার্য্যং—
তজ্জন্মভূমি-গুণদোষ-কথা বৃথৈব।
রত্নাকরোত্থমভিনন্দতি কো বিষং বা—
কো বা ন পদ্মমভিনন্দতি পঙ্কজাতম্ ॥

পুরুষের স্ব-রূপ অর্থাৎ নিজস্ব রূপ (বিদ্যাদি) দেখাই কর্ত্তব্য ; তাহার বংশের দোষ-গুণাদির কথা বৃথা ;—রত্নাকর (সমুদ্র) হইতে বিষ উত্থিত—হইয়াছিল, তাহার জন্য কেই বা বিষের গুণ গায় ; আর পঙ্ক হইতে জাত হইলেও পদ্মকে কে না প্রশংসা করে ?

৮৯২। মলয়াদ্রেঃ সমীপস্থো বিটপী চন্দনায়তে।
কৃত্তিবাসঃ-সমং সদ্ভির্জনঃ সজ্জনায়তে॥

যে বৃক্ষ মলয়-পর্ব্বতের সমীপে স্থিত, সে চন্দনের গুণ পায়; (সেইরূপ) সৎলোকের সঙ্গ করিয়া দুর্জ্জনও শিব-তুল্য সজ্জন হইয়া থাকে।

৮৯৩। কমলে কমলা শেতে হরঃ শেতে হিমালয়ে।
ক্ষীরাব্ধৌ চ হরিঃ শেতে মন্যে মৎকুণ-শ য়া॥

(জলমধ্যস্থ) কমলে কমলা শয়ন করেন, মহাদেব (তুষারাবৃত) হিমালয়ে শয়ন করেন, আর সমুদ্রমধ্যে বিষ্ণু শয়ন করেন—মনে হয়, ছারপোকার ভয়েই!

৮৯৪। সমাপ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ যঃ কৃষ্ণভক্তিমিচ্ছতি।
সাগরে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি স দুর্ম্মতিঃ॥

বিষয়কর্ম্ম-সকল সমাপ্ত করিয়া, শেষে কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছা যিনি করেন, সে দুর্ম্মতি সাগরের কল্লোল শান্ত হইলে, তবে তাহাতে স্নান করিতে ইচ্ছাও করিতে পারে! (ভাবার্থ—বিষয়ের সমাপ্তি নাই; তার সঙ্গেই ভক্তিচর্চ্চা করিতে হইবে।)

৮৯৫। প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীয়তে প্রীণিতং জগৎ

সকল যজ্ঞের ঈশ্বর পদ্মচক্ষু হরি প্রীত হউন; তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয়, তিনি তর্পিত হইলে জগৎ তর্পিত হয়।

৮৯৬। কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

(বিবাহব্যাপারে) কন্যা চায় (বরের) রূপ; কন্যার মা চাহেন, জামতা যেন ধন-সম্পত্তিশালী হয়েন; পিতা চাহেন জামতার বিদ্যা; বান্ধবেরা চাহেন সংকুলোদ্ভূত বর; এবং অপরে মিষ্টান্ন পাইলেই তুষ্ট!

৮৯৭। শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সা শ্যামেতি কথ্যতে॥

(শ্যামা স্ত্রীর লক্ষণ)—শীতকালে যাহার সর্ব্বাঙ্গ সুখোষ্ণ (Comfortably warm) এবং গ্রীষ্মকালে সুখশীতল; যাহার বর্ণাভা তপ্ত কাঞ্চনের মত;—সেই স্ত্রীলোককেই "শ্যামা" বলে।

৮৯৮। ন বা তাড়নাৎ তাপনাদ্ বহ্নিমধ্যে—
ন বা চ্ছেদনাৎ ক্লিশ্যমানোঽহমস্মি।
সুবর্ণস্য মেঽসহ্য-দুঃখং তদেকং—
যতো মাং জনাং গুঞ্জয়া তোলয়ন্তি॥

(স্বর্ণের দুঃখ)—আমাকে যে (হাতুড়ি) দিয়া তাড়ন করে, আগুনের মধ্যে পোড়ায়, এবং ছেদন করে, তাহাতে আমি দুঃখ পাই না, কিন্তু আমার (সুবর্ণের) একমাত্র অসহ্য দুঃখ এই যে, ওজন করিবার সময়ে লোকে আমাকে কুঁচের সঙ্গে তুলনা করে!

৮৯৯। ন দুঃখং দহনে ঘর্ষে চ্ছেদনে তাড়নেঽপি মে।
একং মে বিষমং দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলনে॥

(অনুরূপ শ্লোকে) স্বর্ণ বলিতেছে দহনে, ঘষণে, ছেদনে ও তাড়নে—এই সবেও আমার কোন দুঃখ নাই; আমার কেবল এক বিষম দুঃখ এই যে, গুঞ্জ-ফলের (কুঁচের) সহিত আমাকে তোলন অর্থাৎ ওজন করা হয়।

৯০০। ধিগ্ দৈবং নির্ম্মলং নেত্রং কৃতং কজ্জল-সংযুতম্।
সচ্ছিদ্রঃ সমলো বক্রঃ কর্ণঃ স্বর্ণেন ভূষিতঃ॥

দৈবকে ধিক! নির্ম্মল চক্ষু কজ্জল লেপিত, আর সচ্ছিদ্র, সমল, বক্র কর্ণ (সে কিনা) স্বর্ণাভরণে ভূষিত!

৯০১। আসিচ্য পর্ব্বতকুলং তপনোষ্ণতপ্তং—
নির্ব্বাপ্য দাববিধুরাণি চ কাননানি।
নানা-নদী-নদ-শতানি চ পূরয়িত্বা—
রিক্তোঽস্মি যদ্ জলদ সৈব তবোন্নতশ্রীঃ ॥

(মেঘের প্রতি)—তপন-তাপিত পর্ব্বত-সমূহের গাত্রে জল সেচন করিয়া, দাব-দগ্ধ কানন সমূহের দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়া, শত-শত নদ-নদীকে পূর্ণ করিয়া, আমি রিক্ত হইলাম, হে জলদ! তুমি যদি এইরূপ মনে কর, তবে জানিও—উহাই তোমার উন্নত শ্রী।

৯০২। ভারতঃ পঞ্চমো বেদঃ সুপুত্রে সপ্তমো রসঃ।
দাতা পঞ্চদশং রত্নং জামাতা দশমো গ্রহঃ ॥

ভারত (মহাভারত) পঞ্চম বেদ, সুপুত্র সপ্তম রস; দাতা পঞ্চদশ রত্ন এবং জামাতা দশম গ্রহ। (ঋক্-সাম আদি চারি বেদ, কটু-তিক্তাদি ষড় রস, মণি-মুক্তাদি চতুর্দ্দশ রত্ন এবং রবি-সোমাদি নব গ্রহ)।

৯০৩। সদা ক্রূরঃ সদা বক্রঃ সদা পূজামপেক্ষতে
কন্যারাশৌ স্থিতো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ ॥

হিন্দুজ্যোতিষে নয়টী গ্রহ প্রসিদ্ধ; জামাতা (এখানে গৃহপালিত জামাতাই উদ্দিষ্ট) দশম গ্রহ। (জড় গ্রহগণ কখন কখন ক্রূর হয়), এই দশম গ্রহটী সদাই ক্রূর; (গ্রহগণ সময়ে সময়ে বক্র হয়) কিন্তু জামাতা-গ্রহ সদাই বক্র; সময়ে-সময়ে পূজা দিয়া গ্রহগণের শান্তি করিতে হয়; কিন্তু জামাতাগ্রহ সদাই পূজার অপেক্ষা করেন; (জড় গ্রহগণ এক এক রাশিতে নির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থিতি করে; কিন্তু) জামাতা-গ্রহের নিত্য অবস্থান কন্যা রাশিতে।

৯০৪। মেঘ ত্বং নিজজীবনেন জগতঃ সংতৃপ্তিমাপ্যায়সে—
প্রায়স্ত্বৎ সদৃশো ন কোঽপি ভবিতাভূতোঽথবা
বিদ্যতে।
কিন্ত্বেকন্ত্বসমঞ্জসং ব্যথয়তে প্রজ্ঞাবতাং মানসং—
যন্মণ্ডূক-ময়ূরমোদন-বিধৌ তুল্যস্তবানুগ্রহঃ॥

হে মেঘ! তুমি নিজ "জীবন" দিয়া (দ্ব্যর্থে, জল দিয়া) জগতের তৃপ্তি সাধন করিতেছ; তোমার সদৃশ প্রায় কেহ নাই, ছিলও না, হবেও না। কিন্তু একটী অসামঞ্জস্য প্রাজ্ঞদিগের মনে পীড়া দেয় এই যে, আনন্দবিধানে, ভেক ও ময়ুর, উভয়ের প্রতিই তোমার সমান অনুগ্রহ!

৯০৫। কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়-কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্

যিনি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া মধুর মধুরাক্ষর রাম-রাম কূজন করিতেছেন, সেই বাল্মীকি-কোকিলকে আমি বন্দনা করি। (রামায়ণের টীকাকার রামানুজের মঙ্গলাচরণ)।

৯০৬। অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥

(ভগবান্ বাদরায়ণের (ব্যাসদেবের) গুণ-গান) ভগবান্ বাদরায়ণ চতুর্বদন না হইলেও ব্রহ্মা, দ্বিবাহুবিশিষ্ট দ্বিতীয়-বিষ্ণু এবং তাঁহার ললাটে লোচন না থাকিলেও শম্ভু।

৯০৭। তাবদ্‌ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥

যতদিন (শিশুপালবধ-রচয়িতা) মাঘের উদয় হয় নাই, ততদিন কিরাতার্জ্জুনীয়ম্-রচয়িতা ভারবির প্রভা; শ্রীহর্ষের নৈষধ-কাব্যের উদয়ে কোথায় মাঘ, আর কোথায় বা ভারবি?

৯০৮। গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপঞ্চ দৈন্যঞ্চ হরেৎ সাধুসমাগমঃ॥

গঙ্গা পাপ হরণ করে; চন্দ্র তাপ হরণ করে; আর কল্পতরু দৈন্য হরণ করে! (কিন্তু) সাধু-সমাগম পাপ-তাপ-দৈন্য—তিনই হরণ করিয়া থাকে।

৯০৯। পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ—
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি—
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী—
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভু র্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সদঃ॥

জলের শোভা পদ্ম, পদ্মের শোভা জল, এবং জল ও পদ্ম দুয়ে সরোবরের শোভা; বলয়ের শোভা মণি, মণির শোভা বলয়; এবং মণিযুক্ত বলয় হাতের শোভা; রাত্রির শোভা চন্দ্র, চন্দ্রের শোভা রাত্রি এবং রাত্রি ও চন্দ্রে আকাশের শোভা; রাজার শোভা কবি, কবির শোভা রাজা, এবং কবি ও রাজা সভার শোভা!

৯১০। মহতামাশ্রয়ঃ কার্য্যঃ ফলং ভাগ্যানুসারতঃ।
শিবস্য কণ্ঠলগ্নোঽপি ভুজগো বায়ুভক্ষকঃ॥

মহতের আশ্রয়ই কর্ত্তব্য; ফল ভাগ্যানুযায়ী;—শিবের কণ্ঠলগ্ন হইয়াও সর্প—বায়ু-ভক্ষক!

৯১১। সাধুরেব ন জহাতি সাধুতাং—
দুর্জ্জনেন সহ সম্মিলন্নপি।
জন্মতঃ প্রভৃতি কাক-সঙ্গতঃ—
পশ্য রৌতি মধুরং হি কোকিলঃ॥

সাধু ব্যক্তি দুর্জ্জনের সহিত মিলিত হইলেও সাধুতা ত্যাগ করেন না,—দেখ, জন্মাবধি কাকের সঙ্গে থাকিয়াও কোকিল কেমন মধুর রব করে!

৯১২। ন চৌরহার্য্যং ন চ রাজহার্য্যং—
ন ভ্রাতৃভাজ্যং ন চ ভারভূতম্।
ব্যয়েঽপি যদ্ বৃদ্ধিমুপৈতি নিত্যং—
বিদ্যাধনং তৎ পরমং ধনেষু॥

ধনের মধ্যে বিদ্যা-ধনই পরম ধন;—উহা চোরে হরণ করিতে পারে না, রাজাও কাড়িয়া লইতে পারেন না, ভ্রাতৃগণও ভাগ করিয়া লইতে পারে না, অথচ উহা ভার-স্বরূপ নহে; বরং ব্যয়ে নিত্য বৃদ্ধি পায়।

৯১৩। গুণাঃ সর্ব্বত্র পূজ্যন্তে দূরেঽপি বসতাং সতাম্।
কেতকী-গন্ধমাঘ্রাতুং স্বয়ং গচ্ছতি ষট্পদাঃ॥

সৎলোক দূরে বাস করিলেও তাহার গুণ-সকল পূজিত হইয়া থাকে;—কেতকীর গন্ধ আঘ্রাণ করিবার নিমিত্ত ভ্রমর-সকল নিজেরাই সেখানে যায়।

৯১৪। অনামা ভূষণং ধত্তে ন কনিষ্ঠা ন মধ্যমা।
নিজনাম-প্রসিদ্ধানাং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥

যে নিজ নামে প্রসিদ্ধ, তাহার আর ভূষণে প্রয়োজন কি? (অঙ্গুলির মধ্যে) অনামাই (অনামিকাই) অঙ্গুরীয় ধারণ করে, কনিষ্ঠা, মধ্যমা—ইহারা কোন অলঙ্কার ধারণ করে না।

৯১৫। পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নাম্ভঃ—
স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
নাদন্তি শস্যং খলু বারিবাহাঃ—
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥

নদীরা নিজে জল পান করে না, বৃক্ষেরাও নিজে ফল ভক্ষণ করে না, আর মেঘ শস্য আহার করে না;—সতের ঐশ্বর্য্য পরোপকারের নিমিত্ত।

৯১৬। বাঙ্মাধুর্য্যাৎ সর্ব্বলোক-প্রিয়ত্বং—
বাক্‌পারুষ্যাৎ সর্ব্বালোকাপ্রিয়ত্বম্।
কিং বা লোকে কোকিলেনোপনীতং—
কিং বা লোকে গর্দ্দভেনাপনীতম্ ॥

মধুর বাক্যই সর্ব্ব-লোক-প্রিয়ত্বের হেতু, আর পরুষ বচনই সকল লোকের অপ্রিয়ত্বের হেতু;—এ জগতে কোকিলই বা কি (সম্পদ) দেয়, আর গর্দ্দভই বা কি কাড়িয়া লয়!

৯১৭। হে দারিদ্র নমোস্তুভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ ।
পশ্যাম্যহং জগৎসর্ব্বং ন মাং পশ্যতি কশ্চন ॥

হে দারিদ্র! তোমাকে নমস্কার! তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধ (পুরুষ) হইয়াছি ;—আমি জগতের সকলদিকেই চাহিয়া দেখিতেছি কিন্তু আমার দিকে কেহই চাহিয়া দেখিতেছে না। (৮৪১ সংখ্যক শ্লোক দেখ)।

৯১৮। পূর্ণোঽপি কুম্ভো ন করতি শব্দং—
রিক্তো ঘটো ঘোষমুপৈতি ঘোরম্ ।
বিদ্বান্ বিনীতো ন করোতি গর্ব্বং—
গুণৈর্বিহীনা বহু জল্পয়ন্তি ॥

কুম্ভ পূর্ণ হইলেও শব্দ করে না ; শূন্য ঘটই ঘোর শব্দ করে ; —যে বিদ্বান্, সে বিনীত, কোন গর্ব্ব করে না ; যাহারা গুণহীন, তাহারাই অনর্থক বহু কথা কহিয়া থাকে।

৯১৯। ন কেবলং মনুষ্যেষু দৈবং দেবেষ্বপি প্রভুঃ ।
সত্যপি ধনদে মিত্রে চর্ম্মাম্বরধরো হরঃ ॥

দৈব কেবল মানুষের প্রভু নয়, দেবতাদেরও প্রভু ;—ধনেশ্বর কুবের বন্ধু থাকিতেও মহাদেব কি না চর্ম্মাম্বরধারী !

৯২০। করিষ্যামি করিষ্যামি করিষ্যামীতি চিন্তয়া।
মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি বিস্মৃতম্ ॥

(লোকে) করিব, করিব, করিব, এই ভাবিতে ভাবিতে, মরিব, মরিব মরিব,—এ কথা বিস্মৃত হয়।

৯২১। ক্ষণশঃ কণশশ্চৈব বিদ্যামর্থঞ্চ সঞ্চয়েৎ।
ক্ষণত্যাগে কুতো বিদ্যা কণত্যাগে কুতোধনম্।

উপযুক্ত কালে বিদ্যা সঞ্চয় এবং কণা-কণা করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, কাল অতীত হইলে বিদ্যার্জ্জন হইবে কেমন করিয়া? এবং অল্পে অল্পে সঞ্চয় না করিলে ধন হইবে কি করিয়া?

৯২২। সীমন্তিনী যস্য গৃহেঽন্নপূর্ণা—
ত্রিলোক-রক্ষাং কুরুতেঽন্ন-দানৈঃ।
সংভিক্ষতে সোঽপি কপালপাণি—
ললাট-লেখা ন পুনঃ প্রযাতি ॥

ললাটের লেখা ফিরে না;—যাঁহার গৃহে বধূ অন্নপূর্ণা অন্নদানে ত্রিলোক রক্ষা করিতেছেন, সেই শিব মড়ার খুলি হাতে করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান্।

৯২৩। ব্যাঘ্রং নৈব গজং নৈব সিংহং নৈব চ নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাদ্ দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ॥

দেবতা দুর্ব্বল-ঘাতক ;—নতুবা, ব্যাঘ্র নয়, গজ নয়, সিংহও নয়, (দুর্ব্বল) অজাপুত্র কি না দেবতার জন্য বলি দেওয়া হয় !

৯২৪। দিব্যং চূতরসং পীত্বা গর্ব্বং নাপ্নোতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

দিব্য চূতরস পান করিয়া কোকিল গর্ব্ব প্রাপ্ত হয় না ; (কিন্তু) কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া ভেক (সগর্ব্বে) মক্-মক্ করিতে থাকে !

পাঠান্তর—দিব্যং চূত-ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।

৯২৫। অন্তকোঽপি হি জন্তূনামন্তকালমপেক্ষতে।
ন কালনিয়মঃ কশ্চিদুত্তমর্ণস্য বিদ্যতে॥

অন্তকও (যমও) জন্তুদের অন্তকালের অপেক্ষা করেন ; কিন্তু উত্তমর্ণের কাছে কোনরূপ কাল-নিয়ম নাই।

৯২৬। সহ্যং তেজীয়সাং তেজস্তেন তেজীয়সাং ন তু।
মূর্দ্ধ্নি সহ্যং রবেস্তেজঃ সিকতা ন পদে পুনঃ॥

যে স্বয়ং তেজস্বী, তাহার তেজ সহ্য করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহার তেজে যে তেজস্বী, তাহার তেজ অসহনীয় ;—রবির তেজ মাথায় সহা যায় ; কিন্তু উত্তপ্ত বালিতে পদক্ষেপ কাহার সাধ্য ?

৯২৭। অধঃ করোতি যদ্‌রত্নং মূর্দ্ধ্নি ধারয়সে তৃণম্।
দোষস্তবৈষ জলধে রত্নং রত্নং তৃণং তৃণম্॥

রত্নকে ডুবাইয়া অধোদিকে, আর তৃণকে ভাসাইয়া মস্তকে ধারণ—হে সমুদ্র, এ দোষ তোমারই ; রত্ন—রত্ন এবং তৃণ—তৃণ।

৯২৮। বাতোল্লসিত কল্লোলং ধিক্ তে সাগর গর্ব্বিতম্।
যস্য তীরে তৃষাক্রান্তঃ পান্থঃ পৃচ্ছতি কূপিকাম্॥

হে সাগর! বায়ুর দ্বারা উল্লসিত হইয়া কল্লোলে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ; আর তোমারই তীরে তৃষ্ণার্ত্ত পান্থ (জল-পানার্থ) কোথায় কূপ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করে ;—তোমায় ধিক!

৯২৯। বৈদ্যরাজ নমস্তুভ্যং ত্বং যম-জ্যেষ্ঠ সোদরঃ।
যমঃ সংহরতে প্রাণান্ ত্বন্তু প্রাণান্ ধনানি চ॥

হে বৈদ্যরাজ! তোমাকে নমস্কার! তুমি যমের জ্যেষ্ঠ সহোদর; (কারণ) যম প্রাণ হরণ করেন, কিন্তু তুমি ধন ও প্রাণ, দুই-ই হরণ করিয়া থাক।

৯৩০। লঘুনা সঙ্গতো লোকে লঘুতামেতি নিশ্চিতম্।
পশ্য তুম্বীফলালম্বী লৌহোঽপি প্লবতে জলে॥

লঘুর সহিত সঙ্গত হইলে লোকে নিশ্চয়ই লঘুতা প্রাপ্ত হয়;—দেখ, তুম্বিফল অবলম্বন করিয়া লোহাও জলে ভাসিতে থাকে।

৯৩১। গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥

গ্রীষ্মকালে দিন ও শীত কালে রাত্রি দীর্ঘ হইয়া থাকে ;—যাহারা অন্যকে কষ্ট দেয়, তাহারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয়। (৮৭১ সংখ্যক শ্লোকে দেখ)।

৯৩২। ভুজঙ্গানাং বিষং দন্তে মক্ষিকাণাঞ্চ মস্তকে।
বৃশ্চিকানাং তথা পুচ্ছে সর্ব্বাঙ্গেষু দুরাত্মনাম্॥

ভুজঙ্গদের বিষ দন্তে, মক্ষিকাদের বিষ মস্তকে, বৃশ্চিকদের বিষ পুচ্ছে, (আর) দুরাত্মাদের বিষ সর্ব্বাঙ্গে!

৯৩৩। জেষ্ঠত্বং জন্মনা নৈব গুণৈর্জ্যেষ্ঠত্বমুচ্যতে।
গুণাদ্ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধং-দধি-ঘৃতং ক্রমাৎ॥

জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয় না ; গুণাবলী-দ্বারাই জ্যেষ্ঠত্ব কথিত হয় ;— দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, (স্বীয়-স্বীয়) গুণ হইতেই ইহাদের ক্রমশঃ গুরুত্ব।

৯৩৪। বিদেশেষু ধনং বিদ্যা ব্যসনেষু ধনং মতিঃ।
পরলোকে ধনং ধর্ম্মঃ শীলং সর্ব্বত্র বৈ ধনম্॥

বিদেশে বিদ্যা ধন-স্বরূপ ; বিপদে বুদ্ধি ধন-স্বরূপ, ধর্ম্ম পরলোকে ধন-স্বরূপ ; এবং সর্ব্বত্রই সচ্চরিত্র ধন-স্বরূপ। (ধন অর্থাৎ কার্য্যকর সম্বল)

৯৩৫। যো হি ভ্রমতি দেশেষু সেবতে চ সুপণ্ডিতান্।
তস্য বিস্তারিতা বুদ্ধিস্তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥

যেমন তৈলবিন্দু জলে বিস্তারিত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি নানাদেশ ভ্রমণ করে ও নানা সুপণ্ডিতগণের সহিত শ্রদ্ধালাপ করে, তাহার বুদ্ধিও তদ্রূপ বিস্তারিত হয়।

৯৩৬। করোতু তাদৃশীং প্রীতিং যাদৃশী নীর-পঙ্কয়োঃ।
রবিণা শোষিতে নীরে পঙ্কদেহো বিদীর্য্যতি ॥

(প্রীতি করিতে হইলে) জল ও পঙ্কের মত প্রীতি করিবে; সূর্য্যের তাপে জল শোষিত হইলে, পঙ্কদেহ বিদীর্ণ হইতে থাকে।

৯৩৭। বহবঃ ফণিনঃ সন্তি ভেক-ভক্ষণ-দক্ষকাঃ।
স এক এব শেষো ধরণী-ধারণ-ক্ষমঃ ॥

ভেক-ভক্ষণ-দক্ষ সর্প অনেক আছে; কিন্তু ধরণী ধারণ করিতে সক্ষম, সে কেবল একমাত্র শেষ সর্প!

৯৩৮। পত্র-পুষ্প-ফলচ্ছায়া-মূল-বল্কল-দারুভিঃ।
ধন্যা মহীরুহা যেভ্যো বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, বল্কল, কাষ্ঠ এতগুলি বস্তু দ্বারা বৃক্ষগণ ধন্য—প্রার্থী বিমুখ হয় না। (কিছু-না-কিছু পাইবেই)।

৯৩৯ মূলং ভুজঙ্গৈঃ শিখরং প্লবঙ্গৈঃ—

শাখা বিহঙ্গৈঃ কুসুমঞ্চ ভৃঙ্গৈঃ।

শ্রিতং সদা চন্দন-পাদপস্য

পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥

চন্দন তরুর মূল সর্ব্বদা ভুজঙ্গাশ্রিত, শিখর-ভাগ বানরাশ্রিত, শাখা বিহঙ্গাশ্রিত, কুসুম ভৃঙ্গাশ্রিত; সতের ঐশ্বর্য্য পরোপকারের নিমিত্ত।

৯৪০। নিষ্পিষ্টাপি পদাঘাতৈঃ খরতাপৈশ্চ তাপিতা।

অজাদৈশ্চর্ব্বিতাপ্যেষা ন দুর্ব্বা ম্রিয়তে ক্বচিৎ ॥

(দুর্ব্বা অমর)—পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, খরতাপে তাপিত, অজাদি পশুদ্বারা চর্ব্বিত হইয়াও দুর্ব্বা কখনও মরে না। (হিন্দুদিগের মধ্যে আশীর্ব্বাদ-প্রথায় ধান ও দুর্ব্বার ব্যবহার প্রচলিত। ধান, ধনের এবং দুর্ব্বা দীর্ঘায়ুর প্রতীক)।

৯৪১। সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-বিহীনঃ।

সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছ-বিষাণ-হীনঃ ॥

সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-বিহীন মানুষ, পুচ্ছ ও শৃঙ্গহীন সাক্ষাৎ পশু।

৯৪২। সুখিনি সুখনিদানং দুঃখিতানাং বিনোদঃ—
শ্রবণ-হৃদয়-হারী মন্মথস্যাগ্রদূতঃ।
অতি-চতুর-সুগম্যো বল্লভঃ কামিনীনাং—
জয়তি জয়তি নাদঃ পঞ্চমশ্চোপবেদঃ

(সঙ্গীতের মূল নাদ—সেই নাদের গুণ কথন)—নাদ সুখী ব্যক্তির সুখের নিদান, দুঃখিতের বিনোদোপায়, শ্রবণ-সুখকর ও মনোহর, মন্মথের অগ্রদূত কামিনীদিগের অতি চতুর সুগম্য বল্লভ এবং পঞ্চম উপবেদ—নাদের জয়-জয়কার!

৯৪৩। অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ।
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ—
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা—
ষড় জীব-লোকেষু সুখানি রাজন্

হে রাজন্—জীবলোকে এই ছয়টী সুখ;—অর্থপ্রাপ্তি, সর্ব্বদা অরোগিতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশবর্ত্তী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা।

৯৪৪। ক্বচিদ্ বীণাবাদ্যং ক্বচিদপি চ হাহেতি রুদিতং—
ক্বচিন্নারী রম্যা ক্বচিদপি জরাজর্জ্জর-বপুঃ।
ক্বচিদ্ বিদ্বন্ মোদঃ ক্বচিদপি সুরামত্তকলহো—
ন জানে সংসার কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ম্ ॥

সংসার অমৃতময়, কি বিষময়, জানি না ;—কোথাও বীণাবাদ্য, কোথাও বা হা-হা রোদন ধ্বনি ; কোথাও রম্যা-নারী, কোথাও বা জরাজর্জ্জরিত-দেহ-ধারী মানুষ, কোথাও বিদ্বজ্জনের আনন্দ, কোথাও বা সুরামত্ত জনগণের কলহ !

৯৪৫। যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং—
যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ—
স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ ॥

(চিত্রকলার প্রশংসা)—যেমন পর্ব্বতদিগের মধ্যে সুমেরু শ্রেষ্ঠ ; অণ্ডজদিগের মধ্যে গরুড় প্রধান ; মানবদিগের মধ্যে ক্ষিতীশ প্রধান ; তেমনিই কলা সকলের মধ্যে চিত্রকলা !

৯৪৬। সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মাহাত্ম্যম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং—
তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

(দরাপ্ খাঁ-রচিত গঙ্গাস্তোত্র)—হে মুনিকন্যে সুরধনি! তুমি পুণ্যবন্তকে উদ্ধার করিয়া থাক; তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি?—সে ত নিজ পুণ্য-বলে উদ্ধার পায়; যদি গতিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তবেই ত তোমার মহত্ত্ব, তোমার মহত্ত্ব, তোমার মহত্ত্ব!

৯৪৭। যথা জলং জলে ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্।
অবিশেষো ভবেত্তদ্বজ্জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ॥

জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘৃতে ঘৃত ফেলিলে, যেমন তাহা অবিশেষ-ভাবে মিশিয়া যায়, জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ তেমনই অবিশেষ।

৯৪৮। ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দিবাকরশ্চ—
লক্ষ্মীশ্চ বাণী কমলস্য বন্ধুঃ।
তথাপি তস্যাস্তি হিমাদ্ বিপত্তিঃ—
কো বন্ধুরস্তীহ বিপত্তিকালে॥

এ সংসারে বিপত্তিকালে কে বন্ধু হয়? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—ইঁহারা প্রত্যেকেই কমলের বন্ধু; তবু হিমে কমল বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৯৪৯। রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন-মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণ) যখন রাধার সঙ্গে বিরাজ করেন, তখনই মদন-মোহন (মদনের মোহকর); অন্যথা তিনি বিশ্বের মোহকর হইয়াও স্বয়ং মদন কর্তৃক মোহিত!

৯৫০। শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরোরসঃ॥

শ্যাম-রূপই রূপের শ্রেষ্ঠ; মধুপুরী পুরী-শ্রেষ্ঠ; কৈশর-কালই বয়ঃ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধ্যেয়; এবং আদ্যরসই শ্রেষ্ঠ রস।

৯৫১। অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনম্॥

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী, মহাপাপনাশন এই পাঁচটী স্ত্রী-লোকের নাম নিত্য স্মরণ করিতে হয়। (এই পাঁচজন পৌরাণিক রমণী দোষগ্রস্তা হইয়াও জীবদ্দশায় কেহ-কেহ রাম ও কেহ-কেহ কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিল)

৯৫২। বর্ষেষু ভারতাভিধমিহ সারো ভারতে চ তীর্থানি।
তীর্থেষু চ মথুরৈকা বৃন্দারণ্যং মথুরায়াম্॥

বর্ষের মধ্যে ভারত নামক বর্ষই শ্রেষ্ঠাংশ; ভারতের মধ্যে তীর্থস্থানগুলিই শ্রেষ্ঠ; তীর্থের মধ্যে মথুরা এবং মথুরার মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। (বর্ষ—জম্বু দ্বীপের নয় অংশ—কুরু, হিরণ্ময়, রুমণ্বক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিংপুরুষ, ও ভারত)।

৯৫৩। ক উপাস্য যো রসবান্, কঃ সরসো যঃ পদং প্রেম্ণঃ।
কিং প্রেম যদবিয়োগং, কঃ স বিয়োগো ন যেন

কিং দুঃখং প্রিয়-বিরহঃ, কিং প্রিয়মতি-দুর্লভং যদিহ
কিং দুর্লভং প্রকারৈরখিলৈরপি লভ্যতে ন হি যৎ॥

(প্রশ্নোত্তর মালা;—কৃষ্ণের প্রশ্ন এবং গোপীদিগের উত্তর)—কে উপাস্য?—যিনি রসবান্; কে সরস?—যিনি প্রেমাস্পদ; প্রেম কি?—যাহাতে বিয়োগ নাই; সে বিয়োগ কিরূপ?—যাহা প্রাণান্ত করে; দুঃখ কি?—প্রিয়-বিরহ; প্রিয় কি?—যাহা এ সংসারে অতি দুর্লভ; দুর্লভ কাহাকে বলে?—বহু চেষ্টাতেও যাহা পাওয়া যায় না।

৯৫৪। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥

(ক্রিয়া-শেষে প্রার্থনা)—হে জনার্দ্দন ! আমার এই মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন পূজা যেন পরিপূর্ণ (সার্থক) হয়।

৯৫৫। আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং না জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

হে পরমেশ্বর ! আমি না-জানি আবাহন করিতে, না-জানি পূজা করিতে, না-জানি বিসর্জ্জন করিতে,—আমাকে ক্ষমা কর।

৯৫৬। লক্ষ্মীনাথং বহতি গরুড়স্তস্য ভক্ষ্যো ভুজঙ্গ—
উক্ষা বোঢ়া ধনপতি-সখং সোঽপি ঘাসং জঘাস।
হংসো ভুঙ্‌ক্তে বিসকিশলয়ং ব্রহ্মণো বাহকোঽপি—
সেবাভি র্ন ক্ষয়তি মহতাং কর্ম্মণো দুর্বিপাকঃ ॥

মহতের সেবা করিয়াও কর্ম্ম-দুর্বিপাক ক্ষয় পায় না ;—যে গরুড় লক্ষ্মীনাথের (বিষ্ণুর) বাহন, তাহার ভক্ষ্য কি না সর্প ! ধনপতি কুবেরের সখা মহাদেবের বাহন হইয়াও বৃষরাজের খাদ্য তৃণ ! আর ব্রহ্মার বাহন হংসেরও আহার মৃণালের কিশলয় !

৯৫৭। একোঽয়ং পৃথিবীপতিঃ ক্ষিতিতলে লক্ষাধিকা ভিক্ষুকাঃ।
কিং কস্মৈ বিতরিষ্যতি কিমহো এতদ্ বৃথা চিন্ত্যতে।
আস্তে কিং প্রতিযাচকং সুরতরুঃ প্রত্যম্বুজং কিং রবিঃ—
কিং বাঽস্তি প্রতিচাতকং প্রতিলতাগুল্মঞ্চ ধারাধরঃ।

রাজা এক মাত্র, কিন্তু লক্ষাধিক ভিক্ষুক,—তিনি কাহাকে কি দিবেন—কেন এ বৃথা চিন্তা? প্রতি যাচকের জন্য কি এক-একটি কল্পতরু, প্রতি পদ্মের জন্য কি এক-একটী সূর্য্য আছে? কিংবা প্রতি চাতক ও প্রতি লতাগুল্মের জন্য কি এক-একটী মেঘ আছে?

৯৫৮। মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা—
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্।
কার্য্যা-কার্য্য-বিচারণা-বিরহিতো মানাপমানৌ সমঃ
প্রায়েণাময়বর্জ্জিতো দৃঢ়বপুর্মূর্খঃ সুখং জীবতি॥

ওহে দুর্ব্বুদ্ধে! মূর্খত্ব সুলভ, তাহাই ভজনা কর। মূর্খের অষ্ট গুণ,—নিশ্চিন্ত, বহুভোজক, অতিবাচাল, দিবারাত্রি স্বপ্ন-দর্শী, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা-রহিত; মানাপমানে সমভাবাপন্ন; প্রায়ই ও নীরোগ, দৃঢ়বপু হইয়া মূর্খ সুখে জীবন যাপন করে।

৯৫৯। দৈবস্য নৈব দোষোঽয়ং প্রত্যুত মন্যতে গুণঃ
রঞ্জিতং কজ্জলৈরক্ষি ভৃঙ্গালিভিরিবাম্বুজম্ ॥

পদ্ম যেমন ভৃঙ্গ ও অলি দ্বারা শোভিত হয়, বিধাতা চক্ষুর মধ্য-ভাগ তেমনই কৃষ্ণবর্ণাঙ্কিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা তাঁহার দোষ নয়; বরং গুণ বলিয়াই মনে হয়।

গঙ্গাদীনাং সকল-সরিতাং প্রাপ্য তোয়ং সমুদ্রঃ—
কিঞ্চিদ্‌গর্ব্বো ন ভবতি বপুর্দিব্য রত্নাকরোঽপি।
একো ভেকঃ পরমমুদিতঃ প্রাপ্য গোষ্পাদ-নীরং—
কো মে কো মে রটতি বহুশঃ স্পর্দ্ধয়া বিশ্বমুচ্চৈঃ

গঙ্গাদি নদীসকলের জল পাইয়া এবং দিব্য রত্নগর্ভ দেহ ধারণ করিয়া সমুদ্র কিছুমাত্র গর্ব্ব প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু গোষ্পদ-জলমাত্র পাইয়াই ভেক পরমাহ্লাদিত হইয়া স্পর্দ্ধায় বারংবার উচ্চস্বরে "কো মে কো মে" (কে আমার কাছে লাগে?) চিৎকার করিয়া বিশ্বকে জানায়।

৯৬১। কো হিতুলামধিরোহতি—
শুচিনা দুগ্ধেন সহজমধুরেণ।
তপ্তং বিকৃতং মথিতং—
তথাপি যৎ স্নেহমুদ্গিরতি ॥

দুগ্ধ, তপ্ত, বিকৃত, মথিত হইয়াও-স্নেহ (মাখন) উদ্গীরণ করে, এমন প্রকৃতি-মধুর, পবিত্র দুগ্ধের সহিত কে তুলারোহণ করিতে পারে ?

৯৬২। অশনং মে বসনং মে—
জায়া মে বন্ধুবর্গো মে।
ইতি মে-মে-কুর্ব্বাণং—
কালবৃকো হন্তি পুরুষাজম্ ॥

(মে) আমার অশন, (মে) আমার বসন, (মে) আমার জায়া, (মে) আমার বন্ধুবর্গ—এইরূপ "মে মে" করিতে-করিতে পুরুষ-রূপ ছাগল কাল-ব্যাঘ্রের কবলস্থ হয়।

৯৬৩। গুণো বিত্তবতাং ত্যাগো বিত্তং ত্যাগবতাং গুণঃ।
পরস্পর-বিযুক্তৌ তু বিত্তত্যাগৌ বিড়ম্বনা ॥

ত্যাগই ধনবানের গুণ ; আবার ত্যাগশীল লোকের ধনই গুণ ; কিন্তু পরস্পর বিযুক্ত হইলে ধন ও ত্যাগ, উভয়ই বিড়ম্বনা হয় ; অর্থাৎ ত্যাগেচ্ছা নাই অথচ ধন আছে এবং ত্যাগেচ্ছা আছে অথচ ধন নাই—এ উভয়ই বিড়ম্বনা মাত্র।

৯৬৪। কৃষ্ণং বা যীশুখ্রীষ্টং বা—
যং বা তং বা ভজেন্নরঃ।
উভয়তঃ সমং ফলং—
সাধুতা যদি বিদ্যতে॥

কৃষ্ণ বা যীশুখৃষ্ট, যাঁহাকেই মানুষ ভজনা করুক, উভয়দিকেই সমান ফল, যদি সাধুতা মনে বিদ্যমান থাকে।

৯৬৫। অত্যন্ত প্রেমসম্বন্ধো ন সুখায় কদাচন।
অর্দ্ধনারীশ্বরঃ শম্ভুঃ প্রিয়াবক্ত্রং ন বীক্ষতে॥

অতিশয় প্রেম-সম্বন্ধ কখনও সুখের হয় না;—অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব প্রিয়ামুখ দেখেন না।

৯৬৬। কিং দাতুরখিল-দোষৈঃ—
কিং লুব্ধস্যাখিলৈর্গুণৈঃ।
ন লোভাদধিকো দোষো—
ন দানাদধিকো গুণঃ॥

যিনি দাতা, তাঁহার সমস্ত দোষে কি আসে যায়? আর যিনি লুব্ধ, তাঁহার সমস্ত গুণেই বা কি আসে যায়?—লোভাপেক্ষা অধিক দোষ নাই, আর দানাপেক্ষা অধিক গুণ নাই।

৯৬৭। অনাহুতাঃ স্বয়ং যান্তি রসাস্বাদ-বিলোলুপাঃ।
নিবারিতা ন গচ্ছন্তি মক্ষিকা ইব ভিক্ষুকাঃ॥

রসাস্বাদলোলুপ মক্ষিকার মত, (ধন প্রাপ্তিলালায়িত) ভিক্ষুকেরা অনাহুত হইয়া স্বয়ং গমন করে এবং নিবারিত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

৯৬৮। যাচকে মশকে তুল্যা বৃত্তিঃ সৃষ্টিকৃতা কৃতঃ।
প্রায় প্রহার-ভাগিত্বং ক্বচিদাহার-ভাগিতা॥

যাচক ও মশক, ইহারা বিধাতা কর্তৃক তুল্যবৃত্ত হইয়া সৃষ্ট, (ফলে) ঘটে প্রায়ই প্রহারভাগিত্ব, কখনও বা আহার-ভাগিতা।

৯৬৯। অনুরপ্যসতাং সঙ্গো নিতরাং হন্তি সদ্গুণম্।
গুণরূপান্তরং যাতি দুগ্ধং তক্রস্য বিন্দুনা॥

অসতের সঙ্গ অল্পমাত্র হইলেও অবশ্যই সদ্গুণের নাশক হয়:—তক্রের বিন্দুমাত্র দ্বারা দুগ্ধের গুণ রূপান্তর-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৯৭০। যদি যাস্যসি নাথ নিশ্চিতং—
যামি যামীতি বচনন্তু মা বদ।
অশনৈঃ পতনে ন বেদনা—
পতন-জ্ঞানমতীব দুঃসহম্॥

হে নাথ! যদি যাবেই নিশ্চিত, তবে বার-বার "যাই-যাই" কথা বলো না;—বজ্রপাতে বেদনা নাই, কিন্তু বজ্র পড়িবে, এই ধারণা অত্যন্ত দুঃসহ।

৯৭১। পিতা রত্নাকরো যস্য কমলা যস্য সোদরা।
শঙ্খো রোদিতি ভিক্ষার্থী ফলং ভাগ্যানুসারতঃ ॥

রত্নাকর (সমুদ্র) যাহার জন্মদাতা, লক্ষ্মী যাহার সহোদরা, সেই শঙ্খ ভিক্ষার্থী হইয়া রোদন করে! ভাগ্যানুসারেই ফল-প্রাপ্তি। (ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা শঙ্খধ্বনি করিয়া ভিক্ষার্থী হইত)।

৯৭২। তিমিরারি স্তমোহন্তি তেন শঙ্কিতমানসাঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি রটন্তি বায়সাঃ ॥

(প্রভাতে) তিমির-নাশক (সূর্য্য) অন্ধকার নাশ করিতেছেন ইহাতে মনে ভয় পাইয়া কাকেরা—আমরা "কাকাঃ" বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

৯৭৩। ইন্দ্রাৎ প্রভুত্বং জ্বলনাৎ প্রতাপং—
ক্রোধং যমাদ্ বৈশ্রবণাচ্চ বিত্তম্।
পরাক্রমং রামজনার্দ্দনাভ্যা—
মাদায় রাজ্ঞঃ ক্রিয়তে শরীরম্ ॥

(সুরপতি) ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, অগ্নি হইতে প্রতাপ, যম হইতে ক্রোধ, বিশ্রবা-নন্দন (কুবের হইতে) বিত্ত এবং রাম ও কৃষ্ণ হইতে পরাক্রম গ্রহণ করিয়া রাজাদিগের শরীর সৃষ্ট হয়।

৯৭৪। খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং—
নূনং ফলতি সাধুষু ॥
দশাননোঽহরৎ সীতাং—
বন্ধনং তু মহাদধেঃ ॥

হিংসক ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করে ; নিশ্চয় তাহার ফল ফলে সাধুগণের প্রতি ;— রাবণ হরণ করিয়াছিলেন সীতাকে ; তাহার ফলে, বন্ধন ঘটিল সমুদ্রের !

৯৭৫। অপূর্ব্ব-রসনা-ব্যাপী খলানন-বিলাশ্রয়া।
কর্ণমূলে দশত্যেকং হরত্যন্যস্য জীবনম্ ॥

খলের অর্থাৎ হিংসক ব্যক্তির মুখ-রূপ গহ্বরাশ্রয়ী জিহ্বা-রূপিণী অপূর্ব্ব সর্পী একের কর্ণমূলে দংশন করে, কিন্তু প্রাণ হরণ করে অন্যের ! (ইহাই অপূর্ব্বত্ব)

৯৭৬। আয়ং ব্যয়ঞ্চ মধ্যস্থা ব্যয়মেব সুহৃজ্জনাঃ ;
জ্ঞাতয়ঃ শত্রবশ্চৈব পশ্যন্ত্যায়ং ন চ ব্যয়ম্ ॥

যাহারা মধ্যস্থ (অর্থাৎ সুহৃদ্‌ও নয়, শত্রুও নয়), তাহারা আয় ও ব্যয়, দুই-ই দেখে ; সুহৃজ্জনে ব্যয় দেখে ; আর জ্ঞাতি ও শত্রুগণ ব্যয় দেখে না ; কেবল আয়ই দেখিয়া থাকে।

৯৭৭। সুমহৎ ফলবৈষম্যং কর্ম্মণামিহ দৃশ্যতে।
বহন্তি শিবিকাং কেচিদারোহন্ত্যপরে সুখম্ ॥

এ সংসারে কর্ম্ম-সকলের সুমহৎ ফল-বৈষম্য দেখা যায় ;—কেহ-কেহ শিবিকা বহন করে ; আর কেহ সুখে তাহাতে আরোহণ করে !

৯৭৮। সূর্য্যশ্চন্দ্রো ঘনো বৃক্ষো নদী গবী চ সজ্জনঃ।
এতে পরোপকারায় বিধাত্রৈব বিনির্ম্মিতাঃ ॥

সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ, বৃক্ষ, নদী, গাভী ও সজ্জন, ইহারা পরোপকারের নিমিত্তই বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

৯৭৯। উদ্যন্তু শতমাদিত্যা উদ্যন্তু শতমিন্দবঃ।
ন বিনা বিদুষাং বাক্যৈর্নশ্যত্যাভ্যন্তরং তমঃ ॥

শত সূর্য্যের উদয়ই হউক, বা শত চন্দ্রের উদয়ই হউক, পণ্ডিতগণের বাক্য বিনা আভ্যন্তর (অর্থাৎ মনের) অন্ধকার নাশ হয় না।

৯৮০। জলমন্নং তথা কাব্যং ত্রীণি রত্নানি ভূতলে।
মূঢ়ৈঃ পাষাণ-খণ্ডেষু রত্নসংজ্ঞা বিধিয়তে ॥

অন্ন, জল এবং কাব্য,—ভূতলে এই তিনটী রত্ন-বিশেষ ;—মূঢ়েরা পাষাণ-খণ্ডকে রত্ন-সংজ্ঞা দিয়া থাকে !

৯৮১। তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ যাচকঃ।
বায়ুনা নীয়তে নাসৌ মত্তঃ প্রার্থনশঙ্কয়া॥

তূলা তৃণাপেক্ষা লঘু; তূলার অপেক্ষাও লঘু, যে ব্যক্তি যাচঞা করে। এমন লঘু পদার্থকে বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায় না, তাহা কেবল বায়ুর নিজ পক্ষে এই আশঙ্কায়,—পাছে সে বায়ুর কাছে কিছু প্রার্থনা করিয়া বসে! (বায়ুর যাহা কিছু নিজস্ব, তাহা সবই অবারিত ভাবে প্রদত্ত; দিবার মত আর কিছুই তাহার নাই;—এই জন্য "আশঙ্কা")।

৯৮২। একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নির্গুণাঃ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেষিব বিন্দবঃ॥

একজনকে সম্মুখে করিয়া (অবলম্বন করিয়া) দশ জন নির্গুণ ব্যক্তি জীবন ধারণ করে;—সেই একজন বিনা, সংখ্যাঙ্কের বিন্দু সকলের মত, তাহাদের কোন মূল্যই নাই।

৯৮৩। মম তিস্রো গতা ভার্য্যা বিদ্যা-বুদ্ধি-বিভূতয়ঃ।
চতুর্থী দুর্গতি সাধ্বী সৈবৈকা মাং ন মুঞ্চতি॥

আমার তিনটী ভার্য্যা—বিদ্যা, বুদ্ধি, বিভূতি—তিনই গত; চতুর্থী ভার্য্যা—সাধ্বী দুর্গতি; সেই পতিপরায়ণাই কেবল আমাকে ছাড়িতেছে না!

৯৮৪। যো ন ভ্রমতি দেশেষু ন চ সংসেবতে বুধান্।
তস্য সঙ্কুচিতা বুদ্ধি র্ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যে ব্যক্তি দেশে-দেশে ভ্রমন না করে, এবং পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ না করে, তাহার বুদ্ধি, জলে ঘৃতবিন্দুর ন্যায়, সঙ্কুচিত হইয়াই থাকে।

৯৮৫। কেতকীকুসুমং ভৃঙ্গশ্ছিন্ন-গাত্রোঽপি সেবতে।
দোষঃ করোতি কিং নাম গুণাপহৃত-চেতসাম্॥

ভৃঙ্গ ছিন্ন-গাত্র হইয়াও কেতকী ফুলের সেবা করে; গুণে যার মন হরণ করিয়াছে, দোষ তার কি করে?

৯৮৬। বিশ্রান্তশশকাঃ সন্তি সর্ব্বত্র বহু-পাদপাঃ।
স এব বিরলো বৃক্ষো যত্র শাম্যতি কুঞ্জরঃ॥

শশকের বিশ্রামোপযোগী বহু বৃক্ষ সর্ব্বত্রই আছে; (কিন্তু) হস্তী বিশ্রাম করিতে পারে, এমন বৃক্ষ বিরল।

৯৮৭। এক এব খগো মানী চিরং জীবতু চাতকাঃ॥
পুরন্দরং যাচতে বা ম্রিয়তে বা পিপাসয়া॥

চাতক চিরজীবী হউক—সেই একমাত্র মানী; পিপাসায় সে কেবল ইন্দ্রের কাছেই জল যাচঞা করে; নতুবা পিপাসায় মরিবে, তাহাও স্বীকার।

৯৮৮। বসন্ত্যরণ্যেষু তৃণং চরন্তি—
পিবন্তি তোয়ান্যপরিগ্রহাণি।
তথাপি বধ্যা হরিণা নরাণাং—
কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ॥

হরিণগণ বনে বাস করে, তৃণ ভক্ষণ করে, অযাচিত জল পান করে,—তবুও তাহারা মানুষের বধ্য! লোকের প্রীতিসাধন করা কাহার সাধ্য!

৯৮৯। রসাল শিখরাসীনাঃ শতং সন্তু পতত্রিণঃ।
তন্মঞ্জরী-রসাস্বাদং জানন্ত্যেব কুহু-মুখাঃ॥

আম্র-বৃক্ষ শিখরে শত (বহু) পক্ষীই বসিয়া থাকে; কিন্তু আম্র-মঞ্জরীর রসাস্বাদ কেবল কোকিলেরাই জানে।

৯৯০। অহং পিকো ভবান্ কাকঃ সমানা কালিমাবয়োঃ।
প্রভেদং কথয়িষ্যন্তি কাকলী-কোবিদাঃ পুন॥

আমি কোকিল, আপনি কাক;—আমাদের উভয়েরই সমান কালিমা; কিন্তু আমাদের প্রভেদ কিসে, স্বরজ্ঞজনেই তাহা বলিয়া দিবে।

৯৯১। তুল্য-বর্ণচ্ছদঃ কৃষ্ণঃ কোকিলৈঃ সহ সঙ্গতঃ।
কেন বিজ্ঞায়তে কাকঃ স্বয়ং যদি ন ভাষতে॥

কোকিল ও কাক, উভয়ের পক্ষই তুল্যবর্ণ কৃষ্ণ; সুতরাং কোকিলদিগের সঙ্গে কাক থাকিলে কে জানিতে পারে? যদি না কাক স্বয়ং ডাকিয়া তাহা না জানায়!

৯৯২। স্বয়ং পঞ্চমুখঃ পুত্রৌ গজানন-ষড়াননৌ।
দিগম্বরঃ কথং জীবেদন্নপূর্ণা নচেৎ গৃহে॥

স্বয়ং পঞ্চমুখ; গজানন ও ষড়ানন দুইটী পুত্র; (এ অবস্থায়) দিগম্বর কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন, যদি না গৃহে অন্নপূর্ণা থাকেন?

৯৯৩। বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়—
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধো র্বিপরীতমেতৎ—
জ্ঞানায় দানায় পর-রক্ষণায়॥

খলের বিদ্যা বিবাদ করিবার জন্য, ধন অহঙ্কার করিবার জন্য এবং শক্তি পরকে পরিপীড়ন করিবার জন্য; (কিন্তু) সাধু ব্যক্তির ঠিক বিপরীত —বিদ্যা জ্ঞানের জন্য, ধন দানের জন্য এবং শক্তি পরকে রক্ষা করিবার জন্য।

৯৯৪। রমা যত্র ন বাক্ তত্র যত্র বাক্ তত্র ন রমা।
প্রায়ঃ শ্বশ্রূ-স্নুষামধ্যে প্রণয়ো হি সুদুর্লভঃ ॥

যেখানে রমা (লক্ষ্মী), সেখানে বাগ্‌দেবী থাকেন না ; যেখানে বাগ্‌দেবী, সেখানে রমা থাকেন না ;—প্রায়ই শাশুড়ী-বধূর মধ্যে প্রণয় সুদুর্লভ।

৯৯৫। বৃদ্ধস্য গৃহিণী-হানিঃ প্রৌঢ়স্য ধনহীনতা।
যূনস্য রতিরাহিত্যং বালস্য বিমাতা বিষম্ ॥

বৃদ্ধের পক্ষে গৃহিণী-হানি, প্রৌঢ় বয়সে ধনহীনতা, যৌবনে রতিশক্তির লোপ, এবং বালকের পক্ষে বিমাতা, বিষস্বরূপ।

৯৯৬। একো হি দোষো গুণ-সান্নিপাতে—
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন—
দারিদ্র-দোষো গুণরাশি-নাশী ॥

(কালিদাস বলিয়াছেন) নানাগুণের ভিতরে একমাত্র দোষ, ইন্দু-কিরণ রাশির মধ্যে কলঙ্কের মত, ডুবিয়া যায় ; নিশ্চয়ই তাঁহার মত কবির দৃষ্টিতে পড়ে নাই যে, একমাত্র দারিদ্র-দোষ গুণরাশিকে নাশ করে।

৯৯৭। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥

শত-কোটী কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না ; কৃত-কর্ম্ম শুভই হউক বা অশুভই হউক, তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

৯৯৮। গোরক্ষঃ সহদেবশ্চ নকুলো হয়-রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদায়াদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ ॥

(মদ্র-রাজ-বংশের প্রতি কটাক্ষ)—সহদেব কিছুকাল বিরাট-রাজের গো-রক্ষক এবং তাহার ভ্রাতা নকুল অশ্বরক্ষক (হইয়াছিলেন) ; কুরুবংশীয় পুত্রদ্বয়ের কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যে মাতুলের মত গুণপ্রাপ্তিই বিধি।

৯৯৯। চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
দ্বিজোঽপি চণ্ডালাধমো হরিভক্তি-বিবর্জ্জিতঃ ॥

চণ্ডাল যদি হরিভক্তি-পরায়ণ হয়, তবে সেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ; আর দ্বিজ যদি হরিভক্তি-বিবর্জ্জিত হয়েন, তবে তিনিও চণ্ডালাধম।

১০০০। শরৎ-পার্ব্বণ-চন্দ্রাভং সুধাপূর্ণাননং তব।
নাথ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবাম্যহমহর্নিশম্ ॥

হে নাথ ? শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আভাযুক্ত এবং সুধাপূর্ণ তোমার মুখচন্দ্র, আমার দুটী চক্ষু-রূপ চকোর দ্বারা আমি অহর্নিশি পান করিয়া থাকি।

১০০১। পিতরৌ ধনলুব্ধৌশ্চ রাজা খড়্গধরস্তথা।
দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

মাতা-পিতা (পুত্রের) ধনের প্রতি লোভ করিয়া থাকেন; (করগ্রহণার্থ) রাজা খড়্গ-হস্ত, দেবতারা নৈবেদ্য-লোলুপ; কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে!

১০০২। নহি কস্য প্রিয়ঃ কো বা বিপ্রিয়ো বা জগত্ত্রয়ে।
কালে কার্য্যবশাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেব প্রিয়াপ্রিয়াঃ॥

ত্রিজগতে (স্বভাবতঃ) কেহ কাহারও প্রিয় বা অপ্রিয় নহে; কার্য্যবশে কালে সকলেই প্রিয় বা অপ্রিয় হয়।

১০০৩। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থানং যস্মিন দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥

যে দেশে চতুবর্ণের ব্যবস্থা নাই, সেই দেশকে ম্লেচ্ছ-দেশ বলিয়া জানিবে;— তাহার পরে আর্য্যাবর্ত্ত।

১০০৪। সুখাত্তু যো যাতি নরো দারিদ্রতাম্।
স জীব দীপান্মরণান্ধগাপ্যতে॥

যে নরের সুখের পরে দারিদ্র্য ঘটে, তাহার পক্ষে তাহা যেন জীবন-রূপ দীপালোকের পরে মরণ-রূপ অন্ধকার!

১০০৫। সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনাৎ॥

দুঃখ-ভোগের পরে সুখ, ঘনান্ধকারে দীপদর্শনে সুখের মত, আনন্দ-জনক।

১০০৬। গজেন্দ্রগমনা তন্বী কোকিলানাং রুতান্বিতা।
নিতম্বে গুর্ব্বিণী যা সা কথ্যতে হংসনাদিনী॥

যে নারী গজেন্দ্রগামিনী, তন্বী, কোকিলের ন্যায় মধুরভাষিণী, গুরু-নিতম্বশালিনী, তাহাকে হংসনাদিনী বলে।

১০০৭। রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈ—
বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ড-খণ্ডৈ র্মলয়াচলঃ কিং—
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥

রত্নাকর (সমুদ্র) নিজের রত্ন দ্বারা কি করে? বিন্ধ্যপর্ব্বত তাহার হস্তীগুলির দ্বারা কি করে? আর মলয়াচল তাহার চন্দন-কাষ্ঠখণ্ডগুলির দ্বারাই বা কি করে?—সজ্জনের ঐশ্বর্য্য পরোপকারের নিমিত্ত।

১০০৮। দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং স্থললিত-জঘনে চৌৎকল-
প্রেয়সীনাম্।
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে স্থঘনঘনরুচৌ কেরলী কেশপাশে
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতি পতি গুর্জ্জরাণাং
স্তনেঽসৌ।
বাচি শ্রীমাথুরাণাং জনক-জনপদ-স্থায়িনীনাং
কটাক্ষে॥

(ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের রমণী-সৌন্দর্য্য)—গৌড়াঙ্গনাদের সৌন্দর্য্য দন্তে, উৎকল-প্রেয়সীগণের সৌন্দর্য্য তাহাদের স্থললিত জঘনে, তৈলঙ্গদেশের রমণীদের সৌন্দর্য্য তাহাদের স্থঘন-ঘনরুচি নিতম্বে, কেরলিদের কেশপাশে, কর্ণাটিনীদের কটিতে, গুর্জ্জরিণীদের স্তনে, শ্রীমথুরাবাসিনীদের বাক্যে, আর মিথিলাস্থ-জনকপুরবাসিনী নারীদের কটাক্ষে, রতিপতি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১০০৯। বাসঃ প্রসূতিঃ খলু যোগ্যতায়া—
বাসবিহীনং বিজহাতি লক্ষ্মীঃ।
পীতাম্বরং বীক্ষ্য দদৌ তনূজাং—
দিগম্বরং বীক্ষ্য বিষং সমুদ্রঃ॥

পরিচ্ছদ নিশ্চয়ই যোগ্যতার প্রসূতি; বাসহীন লোককে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন;—সমুদ্র কৃষ্ণকে পীতাম্বর দেখিয়া কন্যা (লক্ষ্মী), আর মহাদেবকে দিগম্বর দেখিয়া বিষ, দিয়াছিলেন।

১০১০। শ্রুতিঃ-স্মৃত্যাদি-সাহিত্য-নানাশাস্ত্রবিদেঽপি চ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপদা মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥

বেদ ও স্মৃতি-আদি সাহিত্যে ও নানা শাস্ত্রে জ্ঞানী হইয়াও যাঁহারা সঙ্গীত না জানেন, তাঁহারা দ্বিপদ পশু বলিয়াই পরিগণিত।

১০১১। কাকঃ পদ্মবনে রতিং ন কুরুতে হংসো ন
কূপোদকে—
মূর্খঃ পণ্ডিতসঙ্গমে ন রমতে বিদ্বান্ ন মূর্খে জনে
দুষ্টঃ সেবতে ন কদাপি সুজনং শিষ্টো ন
দুষ্টং জনং-
যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা সা ত্যজ্যতে
ন ক্বচিৎ ॥

যাহার যাহা স্বভাবজনিত প্রকৃতি, তাহা কখনও তাহাকে ছাড়ে না ;—(দেখ) কাক কখনও পদ্মবনে প্রীতি লাভ করে না ; কূপোদকে হংসের আনন্দ নাই ; পণ্ডিত-সঙ্গমে মূর্খ বা মূর্খজনে বিদ্বান্ সুখ পায় না ; দুর্জ্জন কখনও সুজনের আর শিষ্ট কখনও দুষ্টের, সেবা করে না।

১০১২। ইন্দুঃ কুত্র চ সাগরঃ ক্ব চ রবিঃ পদ্মাকরঃ
ক্ব চ স্থিতঃ—
ক্বাভ্রা বা ক্ব ময়ূরপংক্তিরমলা ক্বালিঃ ক্ব
বা মালতী।
মন্দাধ্বক্রম-রাজহংসনিচয়ঃ ক্বাসৌ ক্ব বা মানসং—
যো যস্যাভিমতঃ স তস্য নিকটে দূরেঽপি বা বল্লভঃ ॥

যে যাহার মনোমত, দূরেই থাকুক আর নিকটেই থাকুক, সেই তাহার প্রিয়;—কোথায় চন্দ্র, আর কোথায় সাগর! কোথায় সূর্য্য, আর কোথায় পদ্মাকর (পদ্ম খচিত সরোবর)! কোথায় মেঘ, আর কোথায় অমলা ময়ূর পংক্তি! কোথায় অলি, আর কোথায় মালতী। কোথায় ধীর পদে গমনশীল হংসকুল, আর কোথায় মানস-সরোবর!

১০১৩। ছেদশ্চন্দন-চূতচম্পকবরে রক্ষা করবীদ্রুমে—
হিংসা-হংস-ময়ূর কোকিলকুলে কাকেষু লীলারতিঃ
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ—
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ ॥

যে দেশে চন্দন-চূত চম্পক ছেদন করিয়া করবী বৃক্ষ রক্ষা করা হয়, হংস-ময়ূর-কোকিলের প্রতি হিংসা করিয়া কাকেই প্রীতি দেখান হয়, মাতঙ্গ দিয়া গর্দ্দভ ক্রয় করা হয়, কর্পূর ও কার্পাস সমান জ্ঞান করা হয়—যে দেশে বিচার-প্রণালী এইরূপ, সে দেশকে নমস্কার করি।

১০১৪। অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ।
নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥

অজ্ঞাত স্থল হইতে আগমন; আবার অজ্ঞাত স্থলে গমন; (অতএব) সে তোমার নহে, তুমিও তাহার নহে; তবে আর দুঃখ কিসের জন্য?

১০১৫। ধর্ম্মার্থং ক্ষীণবিত্তস্য ক্ষীণত্বমপি শোভতে।
সুরৈঃ পীতাবশেষস্য কৃষ্ণপক্ষে বিধোরিব ॥

ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া যিনি ক্ষীণ হইয়াছেন,তাঁহার সেই ক্ষীণতাও সুরগণ-পীতাবশিষ্ট কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ-কলা চন্দ্রের মত শোভা পায়।

১০১৬। একো দেবঃ কেশবো শিবো বা—
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা।
একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা—
একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা ॥

(অবলম্বনীয়)—এক দেব,—কেশব বা শিব; এক বাসস্থান—নগরে বা বনে; এক মিত্র (সহায়ক)—রাজা বা সন্ন্যাসী এবং একমাত্র ভার্য্যা—সুন্দরী বা পর্ব্বতগুহা।

১০১৭। বরমসিধারা তরুতলে বাসো—
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং—
ন চ ধনগর্ব্বিত-বান্ধব-শরণম্ ॥

বরং অসিধারা-ব্রত (যুবক-যুবতী একত্রে নির্ব্বিকারে ব্রতানুষ্ঠান), না হয়, বৃক্ষতলে বাস; বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ, বরং উপবাস, বরং ঘোর নরকে মরণ যন্ত্রণা-ভোগ!—তবু ধনগর্ব্বিত বন্ধুর শরণ লইতে নাই।

১০১৮। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

যে (ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকে, সে সিদ্ধিলাভ, সুখ, ও শ্রেষ্ঠ গতি, কিছুই লাভ করিতে পারে না।

১০১৯। অনাগত-বিধাতারমপ্রমত্তমকোপনম্।
চিরারম্ভমদীনঞ্চ নরং শ্রীরুপাতিষ্ঠতি ॥

যিনি অনাগত বিষয়ের জন্যও বিধান করিতে পারেন, অপ্রমত্ত, অকোপন এবং চিরকালই যাঁহার অধ্যবসায় আরম্ভকালীন অধ্যবসায়ের মত, এবং যিনি অদীন, তাঁহাকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন।

১০২০। হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতং সৈন্যমনায়কম্।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥

অশ্রোত্রিয়ে (অ-বেদজ্ঞে) দান বৃথা, নায়ক-হীন সৈন্য বৃথা, বন্ধ্যা নারীর রূপ বৃথা এবং দক্ষিণা-হীন যজ্ঞ বৃথা। (পাঠান্তর— হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং)

১০২১। অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী॥

অক্ষম চোর "সাধু", কুরূপা নারী "পতিব্রতা", রোগী লোকে "দেবতা-ভক্ত" এবং বৃদ্ধা বেশ্যা "তপস্বিনী"!—(ইহাতে আর প্রশংসা কি ?)

১০২২। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং ভিষজস্তত্র সেবকাঃ।
পথ্যেন ভেষজেন চ ব্যাধি-দেবং সমর্চ্চয়েৎ॥

শরীর ব্যাধি-দেবের মন্দির; ভিষক্‌গণ (দেবতার প্রসন্নতা সাধক স্বরূপ) ঐ মন্দিরে সেবক; (নৈবেদ্য-স্বরূপ) পথ্য এবং ঔষধ দিয়া ব্যাধি-দেবকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিতে হয়।

১০২৩। অশ্বমেধ-সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ; আর সত্য—উভয়কে তুলা-যন্ত্রে ধরিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলব্ধি হয়।

১০২৪। বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরম্ ॥

শত কূপ দান অপেক্ষা এক পুষ্করিণী দান, শত পুষ্করিণী দানাপেক্ষা এক যজ্ঞ, শত যজ্ঞাপেক্ষা এক পুত্র এবং শত পুত্রাপেক্ষা একমাত্র সত্যই অধিকতর উৎকৃষ্ট।

১০২৫। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা—
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সচ্চিৎ-সুখসাগরে সদা—
বিলীয়তে যস্য মনঃপ্রচারঃ ॥

পাঠান্তর— অপার-সংবিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্।
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

যাহার মনের বিস্তার, অপার সচ্চিদানন্দ-সাগরে সদা মগ্ন হইয়া থাকে তাহার দ্বারা তাহার বংশ পবিত্র, জননী কৃতার্থা, এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হয়।

১০২৬। যদীচ্ছেদ্ বিপুলাং প্রীতিং মানবঃ কেনচিৎ সহ।
ন কুর্য্যাদর্থ-সম্বন্ধং দারসন্দর্শনং তথা ॥

কোন মানুষ যদি কাহারও সহিত বিপুল প্রীতি-ভাবে থাকিতে চায়, তবে সে যেন উহার সহিত অর্থ সম্বন্ধ না করে বা উহার স্ত্রীকে দর্শন না করে।

১০২৭। বাচি শ্রীমাথুরীণাং—

জনক-জনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে।

দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং—

সুবিনত-জঘনে চোৎকল-প্রেয়সীনাম্।

তৈলাঙ্গীনাং নিতম্বে—

সজল-ঘনরুচৌ কেরলী-কেশপাশে—

কর্ণাটীনাং মুখেন্দৌ—

স্ফুরতি রতিপতি গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥

(স্ত্রীলোকের রূপের কোন্ অংশ কোন্ দেশে শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত)—মথুরাবসিনীদিগের বাক্যে; জনক-রাজার দেশবাসিনীদিগের কটাক্ষে; গৌড়বাসিনীদিগের দন্তে; উৎকল-প্রেয়সীদিগের সুবিনত বা সুললিত জঘনে; তৈলঙ্গ-নিবাসিনীদিগের নিতম্বে; কেরল-দেশের রমণীদিগের সজল-ঘন-শ্যাম কেশদামে; কর্ণাটিনীদিগের মুখচন্দ্রে বা কটিদেশে; এবং গুর্জ্জরবাসিনীদিগের স্তনে,—মদন-দেবের স্ফূর্ত্তি। (১০০৮ সংখ্যক শ্লোক দেখ।)

১০২৮। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—

মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।

অন্যৈর্নৃপালৈ র্যদি দীয়মানং—

শাকায় ন স্যাল্লবণায় ন স্যাৎ॥

হয় দিল্লীশ্বর, না হয় জগদীশ্বর, মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ; অন্য রাজগণ যদিই দান করেন, তাহাতে শাকও জুটিবে না, লবণও জুটিবে না।

১০২৯। যেষাং শ্রীমদ্ যশোদাসুত-কমলে নাস্তি
ভক্তির্নরাণাং—
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়-গুণ-কথনে নানুরক্তী
রসাজ্ঞান্।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত-রসকথা সাদরৌ
নৈব কর্ণৌ—
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি সদা
কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥

শ্রীমদ্ যশোদা-সুতের (চরণ) কমলে যে-সব লোকের ভক্তি নাই; আভীর কন্যা (গোপী) দিগের প্রিয় কৃষ্ণের গুণ কথনে যে-সব অরসিক দিগের অনুরক্তি নাই; যাহাদের কর্ণদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রূপ ললিত রসকথায় আদরিত নহে;—কীর্ত্তন-কালে মৃদঙ্গ সদাই কহিয়া থাকে—"ধিক্ তান্ ধিক্-তান্ ধিগেতান্" (অর্থাৎ ঐ সকল লোকদিগকে ধিক্)।

১০৩০। কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ—
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এণ-মাংসমবলা চ কোমলা—
ভবতু মম জন্মনি-জন্মনি ॥

(কবির প্রার্থনা) কালিদাসের কবিতা, নবীন বয়স, মাহিষ দধি, শর্করা যুক্ত দুগ্ধ, হরিণ মাংস এবং কোমলা রমণী যেন আমার জন্মে-জন্মে ঘটে।

১০৩১। যা রাকা শশিশোভনা গতঘনা—
সা যামিনী যামিনী।
যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা—
সা কামিনী কামিনী॥
যা গোবিন্দ-কথা-প্রমোদমধুরা—
সা মাধুরী মাধুরী।
যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং—
সা চাতুরী চাতুরী॥

মেঘান্তে পূর্ণিমার চন্দ্র-শোভিতা যে যামিনী, তাহাই যামিনী; সৌন্দর্য্য-গুণ-সম্পন্না এবং পতিব্রতা যে কামিনী, সেই কামিনী; যে গোবিন্দ-কথা চর্ষমধুর, সেই মাধুরীই মাধুরী; এবং দেহধারীর যে চাতুরী (নৈপুণ্য) ইহ ও পরলোকে মঙ্গল-সাধনী, সেই চাতুরীই চাতুরী।

১০৩২। পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী—
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ—
কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ॥

ফুলের মধ্যে মালতী, নগরের মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, পুরুষের মধ্যে বিষ্ণু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, রাজার মধ্যে রাম, কাব্যের মধ্যে মাঘ (শিশুপাল-বধ-কাব্য) এবং কবির মধ্যে কালিদাস—(শ্রেষ্ঠ)।

১০৩৩। অখণ্ড মণ্ডলাকারং চন্দ্রকান্ত-কলেবরম্।
মোদকস্য গৃহে জাতং গোণ্ডাখ্যাতি ভূমণ্ডলে।
অপূর্ব্বং গোলকশ্চৈব কাঁচাগোল্লেতি নাটোরে।
চক্রাকারং চতুষ্কোণং নমস্তে বহুরূপিণে॥

(সন্দেশ-স্তোত্র) — অখণ্ড মণ্ডলাকার, চন্দ্রবৎ সুন্দর শুভ্র কলেবর, মোদকের গৃহে জাত এবং ভূমণ্ডলে 'মণ্ডা' নামে খ্যাত, অপূর্ব্ব গোলকাকার, নাটোরে যাহার নাম "কাঁচাগোল্লা"; চক্রাকার, চতুষ্কোণ, হে বহুরূপি, তোমাকে নমস্কার।

ইতি 'মধুরেণ' সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

(কতকগুলি খণ্ডিত শ্লোক ও প্রবচন)

অকারো বৈ সর্ব্ববাক্।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া।

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

অজ্ঞাত-কুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।

অজ্ঞাত-হৃদয়ষ্বেব বৈরী ভবতি সৌহৃদম্।

অতিভক্তিশ্চৌর-লক্ষণম্।

অত্যুত্থানং পতনায়।

অদাতা বংশদোষেণ, কর্ম্মদোষেণ দরিদ্রতা।

অদ্য কিংবা শতাব্দেন মরণং ধ্রুবনিশ্চয়ম্।

অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা-বনিতা-লতাঃ।

অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্নুমর্হতি।

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ!

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম-ফলাফলম্।

অবাঙ্মনসো গোচরম্। (ব্রহ্ম)।

অমৃতং বাল-ভাষিতম্।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

অসহ্যং জ্ঞাতি-দুর্ব্বাক্যম্।

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

অহিংসা-লক্ষণো ধর্ম্ম হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা।

আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।

আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ। (তুলনা কর)---

(Do unto others as you would be done by

আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

আত্মানং বিদ্ধি।

আপন্নার্ত্তি-প্রশমন-ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্।

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু। (তর্পণাঞ্জলি দিবার মন্ত্র)

আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি।

আর্য্যবর্ত্তঃ পুণ্যভূমি মধ্য-বিন্ধ্য-হিমালয়োঃ।

আসন্নকালে বিপরীতা বুদ্ধিঃ।

ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রতঃ।

উপকারো জগন্মাতো বিশ্বস্য জননী দয়া।

উপদেশো ন দাতব্যো যাদৃশে-তাদৃশে জনে।

উপাধি র্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে।

এক দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

একো হি দোষো গুণ-সন্নিপাতে—নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।

কপালং কপালং কপালং হি মূলম্।

কবয়োনিরঙ্কুশাঃ।

কবয়োঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কাব্যশাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্

কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।

কায়েন মনসা বাচা।

কালান্তরাদ্ বা বয়সোহন্তরাদ্ বা—প্রায়ো ভবেদ্ ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

কালোহি দুরতিক্রমঃ।

কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

কিমাদ্রক-বণিজাণাং বহিত্র-চিন্তয়া।

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্?

কো দেব-রহস্যং চিন্তিষ্যতি?

খলে প্রীতি জলে রেখা।

গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ। (পাঠান্তর—বিস্ফোটকঃ)

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি-চরণ-চ্যুতম্।

গুণাঃ পূজাস্থানম্।

গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।

গৃহে তু মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?

চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠাশ্রমম্।

ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ।

ছিদ্রেষনর্থা বহুলী ভবন্তি।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহশ্চ থম্বেতে বিধাতৃ কৃতাঃ।

জন্মাদ্যস্য যতঃ। (ব্রহ্মসূত্র)।

তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ।

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।

তথাস্তু।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

তস্মিন্ প্রীতিঁ স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনেব।

তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়-মারুতে?

তিক্তেন সমারভ্য মধুরেণ সমাপয়েৎ। (আহার-প্রক্রিয়া)

তিন্তিড়ী-ঘ্রাণ-মাত্রেণ অঙ্গং চলতি পঙ্কবৎ! ৮

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।

ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরো হরিঃ।

ত্রাহি মে মধুসূদন।

দাতা শতং জীবতু।

দাতা রঘুরূপি সেব্যো ন কৃপণো মহানপি।

দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বস্থ।

দুগ্ধং পিবতি মার্জ্জারঃ। (শ্লেষাত্মক)

দুর্ব্বলে সবলা নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা। ৮

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

√ধন্যা পিতৃমুখী কন্যা ধন্যো মাতৃমুখঃ সুতঃ।

ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ।

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

ধারা নৈব পততি চাতক-মুখে মেঘস্য কিং দূষণম্ ?

ন কামবৃত্তির্বচণীয়মীক্ষতে।

ন কেবলং যে মহতোঽপভাষতে—

শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপ ভাক্।

ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্।

ন খলঃ সজ্জনায়তে।

ন রূপং পাপবৃত্তায়।

ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

ন ধর্ম্ম-বৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষতে।

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।

ন মে দিবাশয়াঃ পুত্রা ন রাত্রৌ দধি-ভোজিনঃ।

ন যযৌ ন তস্থৌ। (সাত্ত্বিক মোহ-ব্যঞ্জক)

ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।

নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ?

ন সুরূপাঃ পাপ-সমাচারা ভবন্তি।

√ন স্থানং তিলধারণে।

ন হি ন হি রক্ষতি ডু-কৃঞ-করণে।

ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডাল-বেশ্মনি।

ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বায়তনং ত্যজেৎ।

নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। (শেষ-বায়ু-নিরোধাত্মক।)

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

নিসর্গ-তরলা নারী কো নিয়ন্ত্রিতুং ক্ষমঃ?

পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।

পত্তনে বিদ্যমানেঽপি গ্রামে রত্ন-পরীক্ষা!

পথি নারী-বিবর্জ্জিতা।

পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈ র্নিধীয়তে।

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

পরমাণুভ্যো বিশ্বমুৎপদ্যতে।

পরোপকারায় সতাং জীবনম্।

পুনর্মূষিকো ভব। (উন্নতি-প্রাপ্তির অপব্যবহারে শাস্তি)

পূর্ব্বজন্ম-কৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।

প্রজাস্তূন্ মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

প্রতারণা-সমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্?

প্রতিমা স্বল্প-বুদ্ধীনাম্।

প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া কামবর্দ্ধিনী।

প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য ক্রোধশ্চাপি নিরর্থকঃ।

বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ ?

নরমস্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ। (অন্ধ-কপোতীয় ন্যায়)

বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে—

যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

বিনা মলয়মন্যত্র চন্দনং ন বিবর্দ্ধতে।

বিপত্তৌ মধুসূদনঃ।

বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ। (দশবিধ সংস্কার ক্রিয়ার মধ্যে বিবাহই কেবল রাত্রিকালে নিষ্পন্ন হয়)

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ংচ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্।

বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈল-বিন্দুরিবাম্ভসি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।

বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা। (বাঞ্ছনীয়ত্ব-ব্যঞ্জক)

বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। (রঘুবংশে দিলীপ)

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।

ভক্ষ্য-ভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মতম্।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধে মনসি স্থিতম্।

ভবিতব্যতা ইত্থং বলবতী।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

ভার্য্যায়া ভরণাদ্ ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।

ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যো নাল্পে সুখমস্তি।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যমিতি শ্রুতিঃ।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

মনসীব প্রলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।

মনোরথানামগতি ন বিদ্যতে।

মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্।

মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ।

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ভ্রমরাঃ।

মা ভৈঃ।

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

মুরারে স্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ। (God disposes)

মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্। (Cudgel to a fool)

মূষলং কুলনাশনম্।

মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্

যঃ পলায়তি স জীবতি।

যথা পূর্ব্বং তথা পরম্।

যথা খরশ্চন্দনবাহী

ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামং পরমং মম।

যতঃ প্রভব স্তত্রৈব লয়ঃ।

যত্রাকৃতি স্তত্রগুণাঃ।

যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।

যস্য যত্র কুলে জন্ম তন্মতি স্তাদৃশী ভবেৎ।

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে—নাধমে লব্ধকামা।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।

যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।

যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্।

যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ। (যোগসূত্র)

যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

রসো বৈ সঃ।

রাজানশ্চর-চক্ষুষঃ।

রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ।

রাজা বন্ধুরবন্ধুনাম্।

রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়

লাভঃ পরমো গোবধঃ। (গোক্ষুরের নিমিত্ত গোবধ করিয়া আক্ষেপ)

লাস্তঞ্চ সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজ-বর্দ্ধনম্।

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।

শতং দত্ত্বান্ন বিবদেৎ।

শতং বদ মা লিখ।

শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নাপকারেণ দুর্জ্জনঃ।

শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ।

শুভস্য শীঘ্রমশুভস্য কালহরণম্।

শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দানং শ্রাদ্ধম্।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।

শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।

সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্।

সংশয়ঃ সুগমো যত্র নির্ণয়স্তত্র দুর্গমঃ।

সঙ্গদোষঃ শতগুণ-নাশকঃ।

সত্যং বদ নানৃতম্।

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

সত্যং শিবং সুন্দরম্ ।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ।

সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সর্ব্বং তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ।

সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ ।

সর্ব্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু । (আশা = দিক্)

সম্প্রেকো ধর্ম্মমাচরেৎ ।

সা করুণস্য মূর্ত্তিরিব । (সীতা)

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা ।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে । (ভক্তিসূত্র)

সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ।

সুদুর্লভাঃ সর্ব্ব-মনোহরা গিরঃ ।

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং—দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ?

স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ ।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ।

স্নেহঃ পাপশঙ্কী ।

স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা স একো হরিরীশ্বরঃ ।

হংসোহি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ ।

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ।

অধিকন্তু ন দোষায়।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

তথাস্তু।

দেবো ভূত্বা দেবমর্চ্চয়েৎ।

পতিতঃ পর্ব্বতো লঘুঃ।

পরাপরাধেন পরাপমানম্।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।

বন্দে মাতরম্।

ভক্ত্যা ভগবতং গ্রাহ্যং—ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।

ভজকৃষ্ণ পদাম্বুজম্।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

শাঠ্যেং প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ (মতান্তরে)

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

শিরোনাস্তি শিরোব্যথা।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

শুদ্ধি-পত্র

[চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাকর-প্রমাদের হাত এড়াইতে পারা যায় নাই। প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই শুদ্ধি-পত্র। পাঠকগণ, পাঠের পূর্ব্বেই সংশোধন করিয়া লইবেন, প্রকাশক।]

সংস্কৃতাংশ

শ্লোক-সংখ্যা	সংশোধিত পদ	শ্লোক-সংখ্যা	সংশোধিত পদ
		৫২৪	ভবতি
৩৭ ...	অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ	৫২৭ ...	মূঞ্চত্যাশা
১০৪ ...	ত্যজেদেকং	৫৩৪ ...	[illegible]বগতোদ্যোগঃ
১২৩	শুষ্কস্তৃণৈ	৫৩৫ ...	কন্যাদায়েষু
১৬১ ..	নিষ্পীড়িতা	৫৩৭ ...	দত্ত্বা ধনান্যনুশর্ম্মী
১৬৬ ...	দুর্গং ত্রিকূটঃ	৫৪০ ..	কার্মুকস্পর্দ্ধয়া
১৭৪ ...	মৈথুনঞ্চ	৫৪৪ ...	[illegible]তালস্থো
১৭৯ ...	যত্নং	৫৪৫ ..	দুর্ব্বল বাধয়া
২০৫ ...	জীবিতৈধৈব	৫৪৬ ..	সঞ্চয়েহন্নৈঃ
২৪২ ...	মূর্দ্ধ্নি	৫৫২ ...	গোষ্ঠীরতী
৩১২ ..	বিশ্বাসঃ	৫৫৪ ...	শ্লাঘায়ৈ
৩৫১ ..	পুণ্যং	৫৫৫ ...	শছদ্মচাটুভিঃ
৩৫৭ ...	স্ত্যাগী	৫৫৮ ..	ভোজী চ
৩৫৯ ...	কার্য্যবশা	৫৮৬ ...	পুণ্যতীর্থা
৩৭২ ...	দূরস্থস্থ	৫৮৯ ...	প্রতিপন্নং হি
৩৭৩ ...	যত্নৈব	৫৯৫	দয়াপরঃ
৩৮২ ...	বিনাগ্নিনা	৬২০ ...	এষো ধর্ম্মঃ
৪২৭ ...	প্রমাদী	৬৫৭ ...	শ্যামাকয়ো
৪৯৪ ...	বিহীনানামেক	৭১০ ...	দাড়িম্ব-ফলং

৭১১	...	মধ্বভাবে
৭১৯		অশীতা
৭৩৬	...	স্পিয়া নাস্তি
৭৩৬	...	জীবো
৭৫০	...	জানীমঃ
৭৫৭	...	রামো
৮০৪	...	কীর্ত্তনীয়ঃ
৮১৩	..	আত্মস্থ-দেবতাং
৮৩১		প্রণীয়তে
৮৪৪	...	ক্ষ্মাকেনাহুয়তে
৮৫৭	...	পুনর্মিষ্ট
৮৯৩	...	মংকুণ-শঙ্কয়া
৯০২	...	স্বপুত্রঃ
৯১৩		গচ্ছন্তি
৯৫৬	...	জঘাস
৯৮৭	...	চাতকঃ
১০০৪	...	দরিদ্রতাম্
১০২১	...	দেবতাভক্তো

বাঙ্গালাংশ

৩৮	...	নরকের দ্বার-স্বরূপ এবং আত্মনাশক ইত্যাদি
৫৩	...	সঞ্জয়োক্তি
১৬৭	...	সিদ্ধি
২০৭		তাহার মিলন
২৮১	..	এবং গুণবানের গুণঘাতী খল
৩৮৬		এমন
৩৮৮	...	তাঁহারা
৪০০	...	তাহারা
৪০৩	...	মধ্যে
৪৭৭	..	বেশ্যা বৃদ্ধা
৫৩৪	.	দাম্ভিকের
৫৩৯	.	যিনি পত্নীর নিজায়ত্ত অর্থের যাচক ;—
৫৪০	...	কামুক-স্পর্দ্ধায় যিনি ইত্যাদি
৫৭৬	..	হে রাঘব, এই ভাবে ইত্যাদি
৬১৩	.	নিষ্ফল।
৭৪০	..	আর এই যে ইত্যাদি
৮০০	...	যিনি দণ্ড ইত্যাদি
৯২২	...	(অনুরূপ শ্লোক-৫৯৬ এবং ৮৮৩)
৯৫৮	...	প্রায়ই নীরোগ ও দৃঢ়কায়
১০২০	...	বন্ধ্যা।

—প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী
৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং
৩৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা।